

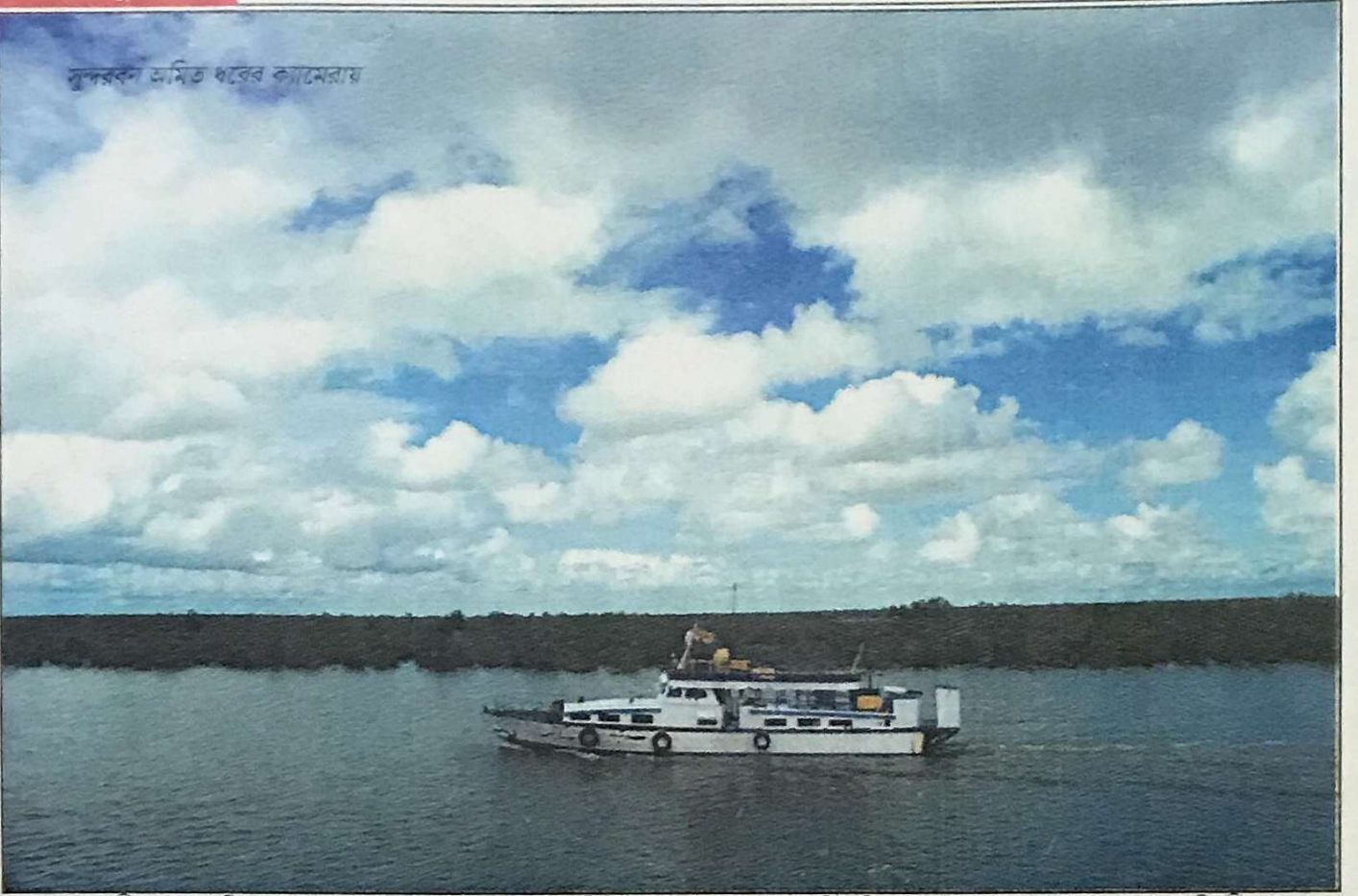
এই যে নদী

অমিতাভ সেনগুপ্ত

‘ভবনদী গভীর, গভীর বেগে বাহী
দু’আঙুলে চিখিল মাঝে ন’থাহী’

ভবনদী গভীর, গভীর বেগে বাহিয়া চলে। দুই পারে কাদা, মাঝে ঠাঁই নাই। হাজার বছর আগে চর্যাপদকার মনুষ্যজীবনের সহজ দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এভাবেই। এত স্পষ্ট সে রূপকাত্মক বর্ণনা যে আমাদের চিনতে অসুবিধে নেই এ নদী কেমন নদী, আর কোথায় গেলেই বা তার দেখা মেলে। চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ হয়ে একেবারে হালফিলের ‘উত্তরাধুনিক’ বাংলা সাহিত্য নদীস্রোতরেখা বোধহয় কখনই মোছার নয়। মোছার নয় আম বাঙালির জীবনচর্চা থেকে নদীর স্মৃতিচিহ্ন।

দুন্দরবন অমিত ধবের ক্যামেরায়

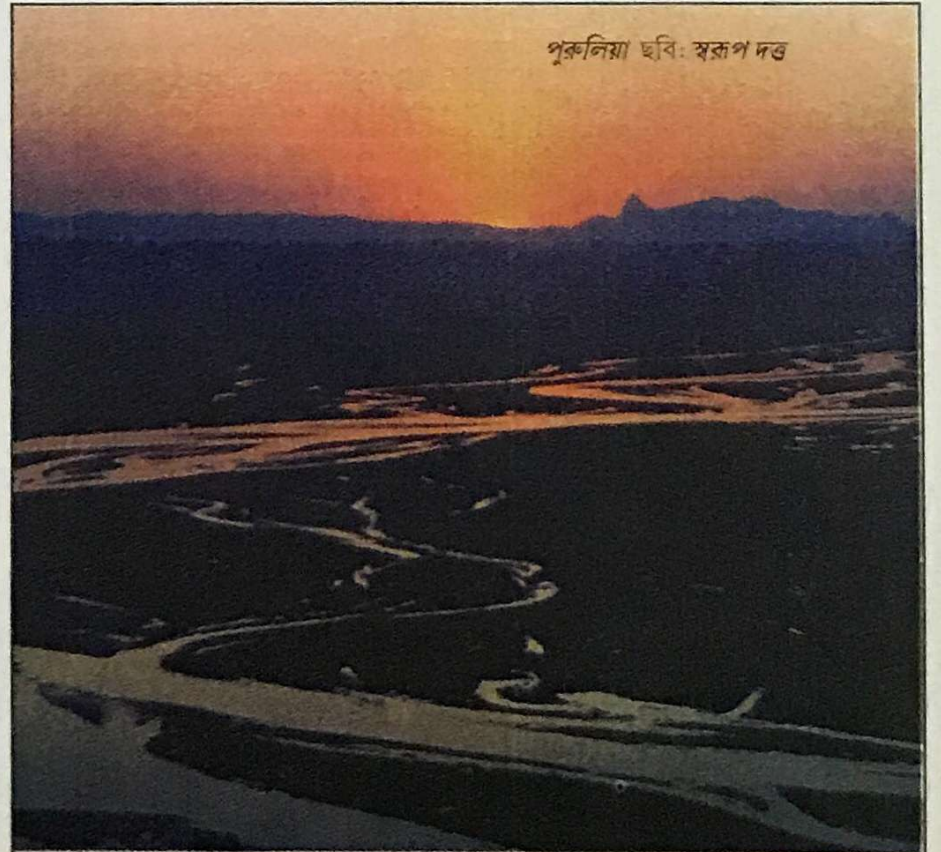


মধুবংশীর গলিতে গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড়ে জেরবার সদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানিটি, পাঠক চিনবেন তাকে, তারও মনের গহীনে এক নদী পাকাপাকিভাবে গেড়ে বসেছে, সেটা ধলেশ্বরী। তার তীরের কোনও অখ্যাতনামা গ্রামে সেই মেয়েটির বাস যার সঙ্গে 'অভাগার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।' ঘরেতে আসেনি, মনে তার নিত্য যাওয়া আসা, পরনে ঢাকাই শাড়ি— ওই ফেলে আসা, জের করে ভুলে থাকা, নদীটারই মতো। না হয় বাদই দিলাম এ-সব নরমসরম রোমান্টিকতা। দু'হাজার বছর আগে নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমির একদল ডাকাবুকো নাবিকের সঙ্গে পরিচয় ছিল গ্রিক, রোমান, পারস্যের ব্যবসায়ীদের। তাম্রলিপ্ত (অধুনা তমলুক), গঙ্গা বন্দর, সপ্তগ্রাম থেকে বাণিজ্যতরী বেয়ে দূর ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি চিনেছিল তারা। বাংলাদেশের তেজপাতা, পিঙ্গলি (গোলমরিচ), রেশম, কার্পাস, বস্ত্র, সোনার মূল্যে বিকোত। রোমে আধ সের পিঙ্গলির অর্থমূল্য ছিল ১৫ দিনার বা ১৫ স্বর্ণমুদ্রা। বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া কালো পালিশ-করা রোমক মাটির পাত্রের গায়ে লেখা— 'হে পূর্ব বায়ু, প্রসন্ন হও, আমায় ভারতে নিয়ে চল।' বীরভূমের অজয় সংলগ্ন

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে পাওয়া পাথরের সিলটি এসেছিল ভূমধ্যসাগরের ক্রিট দ্বীপ থেকে, আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে মালয়ের বৌদ্ধ মন্দিরের

ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের লিপিতে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তর কথা জানা যাচ্ছে। ইনি রক্তমুক্তিকার (মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ) বাসিন্দা। রঘুবংশে

পুরুলিয়া ছবি: স্বরূপ দত্ত





কালিদাস বাঙালিকে বলছেন 'নৌসাধনোদ্যতান'— নৌসাধনে উদ্যত বা পারদর্শী। বাংলা ছড়ায় এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গার মধ্যখানের চরে উপবিষ্ট শিবসদাগরটি যে চাঁদবণিক বা ধনপতি দত্তের পূর্বসূরি এ কথা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। বাংলা, বাঙলা, বাঙ্গালা নামের মধ্যে নদীগন্ধ লুকনো। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে লিখেছেন বঙ্গ ও আলি (আলি সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ আল) যুক্ত হয়ে বাঙ্গালা বা বাংলা। এই আল বলতে নদীবাঁধও বোঝায়। উল্লসিত লম্বা ঝুঁটি মোরগ আকৃতি পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রটা দেখলে বোঝা যাবে 'মুক্তবেণীর' এ দেশ দৈর্ঘ্যে যতটা প্রলম্বিত, প্রস্থে ততটা নয়। হিসেবটা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ৫৮০ কিমি, পূর্ব-পশ্চিমে ৩২০ কিমি। মাথায় ছোট, বহরে বড় বাঙালি অপবাদ থাকলেও, খোদ বাংলার ভৌগোলিক গড়নটা সেরকম নয়। উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ জুড়ে শিরা-উপশিরার মতো বইছে শত নদী। বাঙালির রক্তধারার ছন্দে এই অসংখ্য জলধারার তরঙ্গ হিল্লোল মিশেছে। জলবাহিত পলিতে গড়েছে বাংলার সমভূমি, তার জনজীবন, শস্য ও সংস্কৃতি।

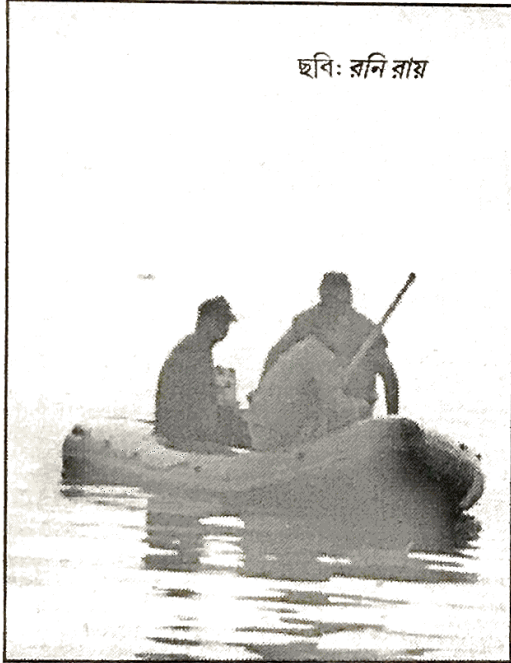
মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বিন্যাসকে— হিমালয় সংলগ্ন সমভূমি, নিম্নগঙ্গা সমভূমি, পশ্চিমের ছোটনাগপুর মালভূমি এবং উপকূল বাংলা। উত্তরে হিমালয় থেকে নেমে আসা আপাতনিরীহ, শান্ত নদীরা বর্ষায় ভীষণদর্শন। এদের নাব্যতা কম। পাথর কেটে চলা পথটিও প্রশস্ত নয়। হিমালয় পাহাড়ে আটকে পড়া মেঘ যখন বর্ষায়, তখন তাদের স্ফীত জলরাশি পাহাড় ধসিয়ে, জনপদ, জঙ্গল ভাসিয়ে তীব্রগতিতে সমতলে আছড়ে পড়ে। এই স্রোত নিয়ে আসে নুড়ি, পাথর, বালির বোঝা। পথ

বদলে যায় খরস্রোতা নদীর। নতুন চর জাগে, তৈরি হয় নতুন জনপদ। পশ্চিমে ঢুকে গেছে রাজমহল পাহাড়ের অংশ, ছোটনাগপুর মালভূমি। রুক্ষ, উষর এ অঞ্চলে পশ্চিম থেকে পূর্বগামী অজয়, দামোদর, ময়ূরাক্ষী, শিলাবতী, কংসাবতীরা জনজীবনের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। উত্তরে হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল ও তার পাদদেশের তরাই বনভূমি, পশ্চিমের ছোটনাগপুর মালভূমি, মালদহ ও দিনাজপুর এবং উপকূল বাংলার এলাকাটুকু বাদ দিলে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গই নিম্নগঙ্গা সমভূমি অঞ্চল। এর আয়তন ৭,৯০০ বর্গ কিলোমিটার। নিম্নগঙ্গা সমভূমির বড় অংশটা বদ্বীপ অঞ্চল, যাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া মৃত বদ্বীপ। হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুরের পূর্বভাগ পরিণত বদ্বীপ। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সক্রিয় বদ্বীপ। গোটা চব্বিশ পরগনা পলিময়। উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে গেছে জমির ঢাল। নরম মাটিতে নদী সরে যায়, সমুদ্র হাত বাড়িয়ে তৈরি করে খাঁড়ি। লোনা জল, মিঠে জলের মেলামেশায় বেড়ে ওঠে এক আশ্চর্য ম্যানগ্রোভ অরণ্য, প্রাণবৈচিত্র্যে ভরপুর।

নদী তো কূলে কূলেই বয়। তাই নদীকথায় সমান গুরুত্ব তটভূমির গল্পের। নদীর ওঠা-পড়া, ভাঙা-গড়া, জীবন-মৃত্যুর গ্রাফ তার তটবাসী মানুষের জীবনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। নদী আর মানুষ— গতি আর যতি দুটোই অপ্রতিরোধ্য সত্যি তাদের জীবনে।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-৩০০ শতকের গঙ্গারাস্ত্র, গঙ্গাহাদি বা গঙ্গারিদাইয়ের কথা আমরা শুনি গ্রিক ও রোমক ঐতিহাসিকদের বিবরণে। এর রাজধানী গঙ্গে (GANGE) ছিল সমুদ্র বাণিজ্যের এক বৃহৎ নগর। ইতিহাসকার

ছবি: রনি রায়

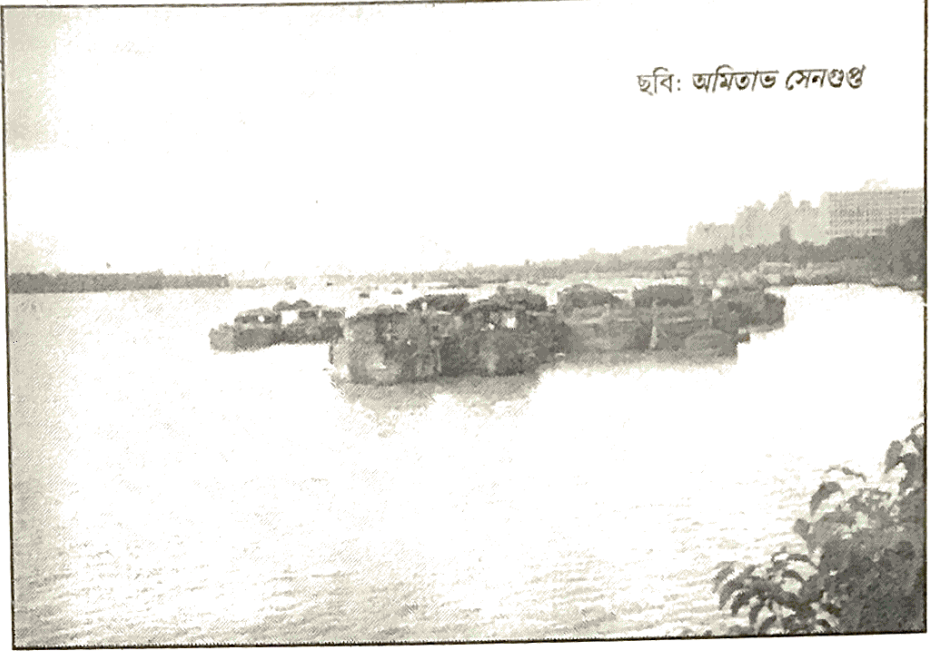


ছবি: রনি রায়



অ ভি মু খে

পেরিপ্লাস সেখানে ক্যালটিস (CALTIS) নামক স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন দেখেছিলেন। বাংলার ইতিহাসকারদের একাংশের অনুমান, গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীরে ছিল গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাস্ত্র। বেড়ার্চাপার চন্দ্রকেতুগড়কে অনেকে গঙ্গারিডি বলেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বোড়াল গ্রামের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির সংলগ্ন বিরাট মাটির ঢিবি খুঁড়ে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে সপ্তম, অষ্টম খ্রিস্টীয় শতাব্দীর নানা নিদর্শনের মধ্যে মিলেছে এমন কিছু পোড়ামাটির মূর্তি যাদের গায়ের গয়না, পোশাক, মুখমণ্ডলের গড়নে ত্রেকো রোমান শৈলীর প্রভাব স্পষ্ট। বোড়াল ও তার আশপাশে যে-সব প্রত্নতাত্ত্বিক খনন হয়েছে তাতে মাটির প্রায় তিরিশ ফুট নিচ অবধি প্রাচীন বসতির চিহ্ন মিলেছে। প্রত্নবিদদের অনুমান, সবচেয়ে নিচের স্তরটি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক অবধি বিস্তৃত। ভাগীরথী ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের পূর্বসীমা বরাবর বহিত এককালে। ভাগীরথীর এই পুরনো প্রবাহ পথ ছিল মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা হয়ে, হেস্টিংস থেকে পূর্ব-দক্ষিণে বেকে কালীঘাট অতিক্রম করে রসার মাঝ



ছবি: অমিতাভ সেনগুপ্ত

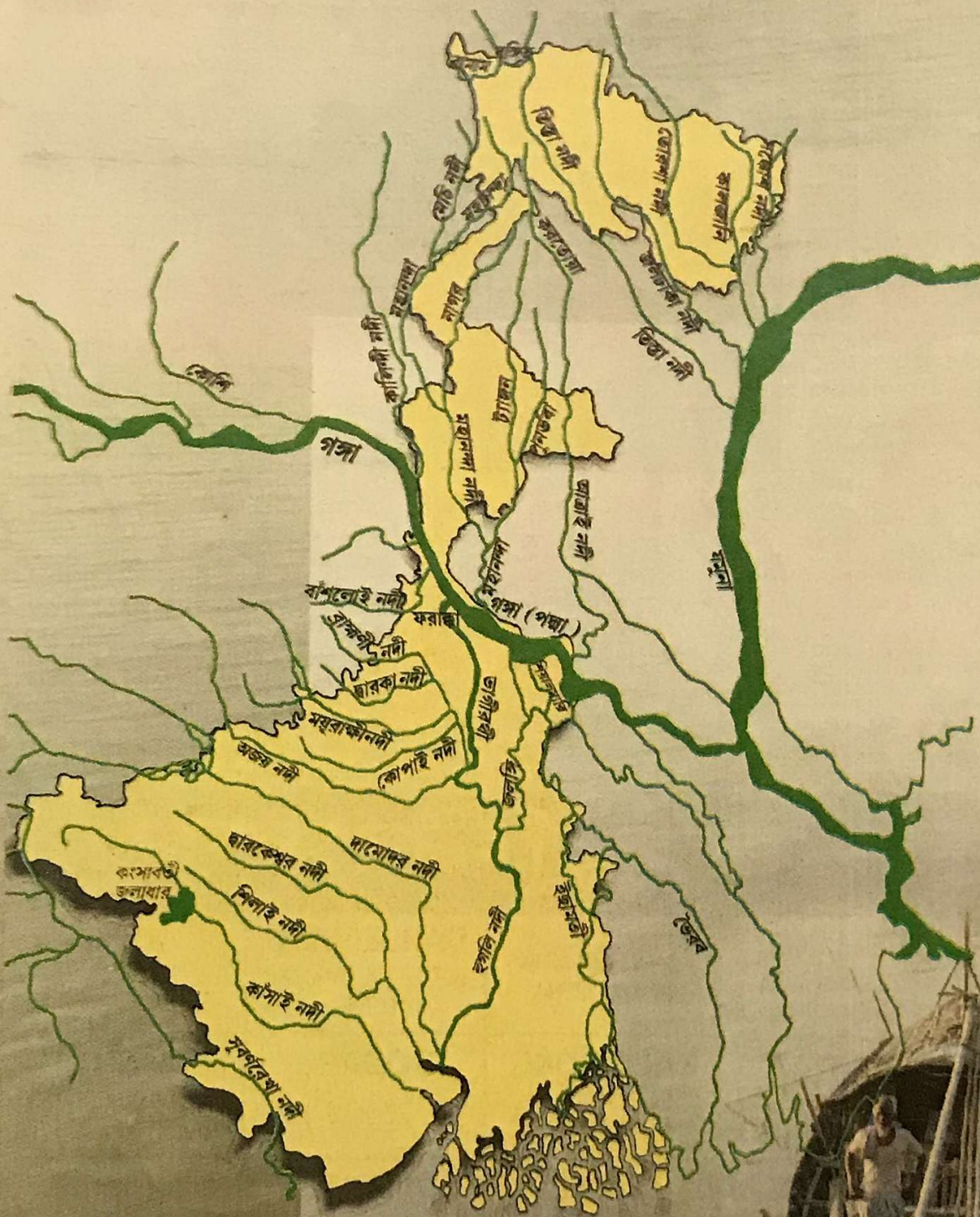
দিয়ে সিরিটি হয়ে বৈষ্ণবঘাটার পাশ দিয়ে গড়িয়ায় এসে ফরতাবাদ, বোড়াল, রাজপুর, কোদালিয়া, মালধ, হরিণাভি, গোবিন্দপুর, বারুইপুর, জয়নগর, মজলিপুর, ফুটিগোদা, ছত্রভোগ, বড়শি পেরিয়ে চক্রতীর্থ সমুদ্রসঙ্গম। ষোড়শ শতাব্দী অবধি ভাগীরথীর এই অংশ ছিল প্রবল বেগবতী। তো শুরু করা যাক গঙ্গা উপাখ্যান দিয়ে। রাজমহল পাহাড়ের দুই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ

তেলিগড় ও সিদ্ধিগলি ছেড়ে বাংলায় প্রবেশ গঙ্গার। মালদহের ইংরেজবাজার, হামিদপুর, কালিয়াচক হয়ে ঢুকছে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়া, নিমতিতা, রামকান্তপুর। সেখান থেকে জঙ্গিপুর্বে দু'ভাগে ভেঙে পূর্বগামিনী শাখাটি পদ্মা এবং বহুবাক নিয়ে দক্ষিণগামিনী শাখা ভাগীরথী নামে সমুদ্রে মিশেছে। ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা, এই বিভাজনটা ঘটেছিল আনুমানিক পাঁচ

মধুবন হোলিডেজ

GANGTOK HOTEL MADHUBAN HOTEL TRIDENT	PELLING HOTEL PARAZONG HOTEL NEWA REGENCY	RAVANGLA RAVANGLA STAR	DARJEELING HOTEL BLUE DIAMOND HOTEL MEGMA	LAVA HOTEL MADHUBAN
LOLEGAON ALPYNE RESORT	RISHYAP LOVELY RESORT PANWAYS GREEN PEAK	KALIMPONG GARDEN REACH SOODS RETREAT	DOOARS PANCHAVATI RESORT	DIGHA GULMOHAR, CHOWDHURY LODGE, S. A. I. L. ABASON
TARAPITH HOTEL MEGHNATH	SHIMLA HOTEL APSARA HOTEL KOHINOOR	MANALI HOTEL PUJARASIRAJ HOTEL SUMMER KING	HARIDWAR HOTEL VIKRANT HOTEL VISWANATH	DELHI KARAN PALACE
VIZAG VISAKA BEACH HOUSE	ARAKU RAJDHANI	JAGDALPUR ANAND NIWAS	PURI ASIAN INN, MADHUBAN GUEST HOUSE	GHATSHILA HOTEL SHIVAM
RAJGIR HOTEL KANAK VIHAR	PACKAGE TOUR			
	ANDHRA PRADESH Rs. 3200/-	SIKKIM Rs. 3100/-	KERALA Rs. 8200/-	HIMACHAL Rs. 6500/-

CITY OFFICE : 4, NETAJI SUBASH ROAD, 1st. Fl., KOL-1, PH. : 2220 0580, BRANCH OFFICE : 134, LAKE TOWN, BLOCK-B, KOL-59, 31055704, 2521-3853, e-mail : madhubanholidays@yahoo.co.in



বাংলার নদী



ছবি: অমিত ধর গ্রাফিক্স : প্রণব শিকদার

অ ভি মু খে

হাজার বছর আগে। মোহানা অবধি দীর্ঘ ৫৬০ কিমি পথ পাড়ি দিয়েছে ভাগীরথী বা গঙ্গা।

জলঙ্গি থেকে সাগর অবধি ৩২০ কিমি লম্বা স্রোতপথটির ইংরেজদের দেওয়া নাম হুগলি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে 'মুক্তবেণী'র দেশ বলেছেন। এলাহাবাদ প্রয়াগ সঙ্গমে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গম। পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণীতে ভাগীরথী, যমুনা, সরস্বতী এই তিন স্রোতে বিভক্ত গঙ্গা, তাই মুক্তবেণী। এর মধ্যে সময়ের দীর্ঘ ওঠাপড়ায় ভাগীরথীর মূল স্রোত কখনও পূর্বের শাখা যমুনা, কখনও পশ্চিমের শাখা সরস্বতীতে বয়েছে। দক্ষিণবাহিনী হয়ে রূপনারায়ণেও একদা জল ঢেলেছে ভাগীরথী। এর পর মাঝের শাখা হুগলি প্রবলতর হয়ে ওঠে। এটাই আমাদের চেনা গঙ্গা। আদিগঙ্গাও একসময় ভাগীরথীর স্রোত ধারণ করেছে। এখন ভাগীরথীর চলার পথ জঙ্গিপু, বহরমপুর, পলাশি, কালীগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ, কালনা, ত্রিবেণী, নৈহাটি, ব্যারাকপুর,

হুগলি, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, হাওড়া, কলকাতা, বজবজ, উলুবেড়িয়া, ডায়মন্ডহারবার, হলদিয়া ছুঁয়ে সাগরসঙ্গম।

মালদহে গঙ্গার পূর্বে পাণ্ডুয়া আর মহানন্দা-গঙ্গার মাঝামাঝি প্রাচীন গৌড়ের অবস্থান। মহানন্দা-গঙ্গা সঙ্গমে লক্ষ্মণাবতী নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লক্ষ্মণ সেন। সেন আমল-পরবর্তী তুর্কি সুলতানদের গৌড় লখৌনতি গড়ে ওঠে এই লক্ষ্মণাবতীকে ঘিরে। লখৌনতির খ্যাতি পৌঁছেছিল হুমায়ুন, আকবরের দরবারেও। মুঘলরা বলতেন জম্মতাবাদ। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে গঙ্গা, মহানন্দার খাত পরিবর্তনে অস্বাভাবিক জলাভূমিতে পরিণত লখৌনতি অবশেষে পরিত্যক্ত হয়। গৌড় লখৌনতির পর বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় পাণ্ডুয়ায়। ফরাক্কি ছাড়িয়ে গঙ্গা মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুে ভেঙে দু'ভাগ হয়ে পদ্মা, ভাগীরথী হল। তো মুর্শিদাবাদের গঙ্গাই বাংলা তথা ভারতের সম্প্রতি অতীত ইতিহাসের সাক্ষী। এই গঙ্গায় ভারতের দিবাকর অন্তর্গত হল ১৭৫৭-র পলাশি যুদ্ধ শেষে।

একনজরে গৌড় মালদহ

গৌড়

সুলতান নসরত	লুৎফাচুরি
শাহ নির্মিত	দরওয়াজা
১৫২৬ খ্রিঃ	১৬৫৫ খ্রিঃ
বারদুয়ারি	শাহসুজা
বা বড়সোনা মসজিদ।	নির্মিত
দাখিল দরওয়াজা	তাতিপাড়া মসজিদ
বা সালামি দরওয়াজা	১৪৮০ খ্রিঃ মীরসাদ
১৫ শতক	খানের তৈরি।
আনুমানিক।	চামকাটি মসজিদ ১৪৭৫ খ্রিঃ।
ফিরোজ মিনার।	কোতোয়ালি দরজা।
সাইফুদ্দিন ফিরোজের	ভারত-বাংলাদেশ
তৈরি ৮৪ ফুট উঁচু।	সীমান্তে। ১৪শ শতক।
হজরত মহম্মদের	রামকেলির তামালতলা
পদচিহ্ন সংবলিত	খ্রীষ্টতত্ত্বের পদচিহ্ন আছে।
কদম্বরসুল ১৫৩১ খ্রিঃ।	চাঁদ সদাগরের ভিটে।
চিকা মসজিদ।	পিয়াসবাড়ির দিঘি
হুসেন শাহর	ছেটি সাগর দিঘি।
বন্দীশালা।	বড় সাগর দিঘি।

পাণ্ডুয়া

আদিনা মসজিদ
সিকান্দার শাহর
তৈরি। ১৩৬৯ খ্রিঃ
দামাঙ্কাসের
মসজিদ অনুকরণে
তৈরি।
একলাখি সমাধি।
আনুঃ ১৪১২-১৫ খ্রিঃ
হিন্দুরাজা
গণেশের তৈরি।
কুতুবশাহি বা
সোনা মসজিদ
১৫৮৫ খ্রিঃ
বাইরের দেওয়াল
সোনার পাতে মোড়া
ছিল একসময়।
হজরত সৈয়দ
শাহ জালালউদ্দিনের
সাধনস্থল
দরগাহ শরিফ।

জগজীবনপুর

পুনর্ভবা নদীর পাড়ে
নবম শতকের
বৌদ্ধ বিহারের
দুঃসাবশেষ তুলানিটায়।
অন্যান্য প্রত্নস্থল
আখরিডাঙ্গা, নিমডাঙ্গা,
মহি ভিটা, রাজার মায়ে
ভিবি, লক্ষ্মী ভিবি।
একাদশ-দ্বাদশ
শতকের বুলবুল
চণ্ডী মন্দির।



Simla-Manali 23/5, 30/5

Kinnaur Valley 21/5

Beautiful Kumaon
Nainita, Almorah, Ranikhet & Kousani 3/6

Kedar nath - Badri nath 6/6

Vaishnodevi-Patnitop- Amritsar 28/5

Family Packages

- * Lachung / Yumthang
- * Shillong
- * Andamans with Havlock
- * Goa
- * Santiniketan- Tarapith- Durgapur
- * Dooars

Hotel Booking

Puri, Darjeeling, Gangtok, Pelling, Rishyap, Shimla, Manali, Dharamshala, Dalhousie, Chamba, Munsyari, Almora, Pithoragarh, Nainital, Ooty, Kodaikanal, Mussoorie, Haridwar.

Peerless Guest House Available At :-

Puri, Darjeeling, Simla, Ooty, Kodaikanal, Goa

Packages & Hotels of

Kerala Tourism

Goa Tourism

W. B. Tourism



Car & Coach rental Available from Kolkata, N.J.P, Delhi

Regd. Off : 6A, A.J.C. Rd, Kol - 17

Ph:- 2247-9269 / 1052 / 9974

Branch : 223 C.R. Avenue Kol-6

Ph. : 98315-31650 (M)

& 1, Chowringhee square. Kol-69

Ph. : 2213-0184 / 0185

একনজরে মুর্শিদাবাদ

হাজারদুয়ারি— ১৮২৯ থেকে ১৮৩৮— ৯ বছরে আঠার লাখ টাকা খরচে তৈরি। নকশা— ব্রিটিশ স্থপতি ডানকান ম্যাকলিয়ডের। আয়তন ৪২৫ X ৪০০ ফুট গ্যালারি-সহ ১১৪টা ঘর। ৯০০ আসল, ১০০ কৃত্রিম দরজা। বিশ্বখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা ছবি, বহুমূল্য পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন পুঁথি, পুস্তকে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, পুরনো স্মৃতিজড়িত অস্ত্রের সংগ্রহশালা আছে।

ঘড়িঘর— হুমায়ুন খাঁর তৈরি।

মদিনা— আলিবর্দি-সিরাজ আমলের সৌধের একমাত্র এটাই অবশিষ্ট। কারবালার পাথর এনে তৈরি করেন সিরাজ।

বাচ্চাওয়ালি তোপ— ১৬৪৭ সালে তৈরি বিশাল কামান, ভাগীরথী গর্ভ থেকে উদ্ধার করেন নবাব হুমায়ুন খাঁ। ভয়ঙ্কর আওয়াজে মাতৃগর্ভ থেকে শিশু বেরিয়ে আসত, তাই এ নাম।

ইমামবাড়া— ভারতের বিশালতম ইমামবাড়া। ১৮৪৭ সালে ৭ লাখ টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মিত। সিরাজের কাঠের ইমামবাড়া আগুনে ভস্মীভূত হয় ১৮৪৬ সালে।

ওয়াসেফ মঞ্জিল বা নিউ প্যালেস— বিশ শতকের প্রথম দিকে তৈরি। স্যার ওয়াসেফ আলি তখন মুর্শিদাবাদের নবাব। দোতলায় মিউজিয়াম আছে।

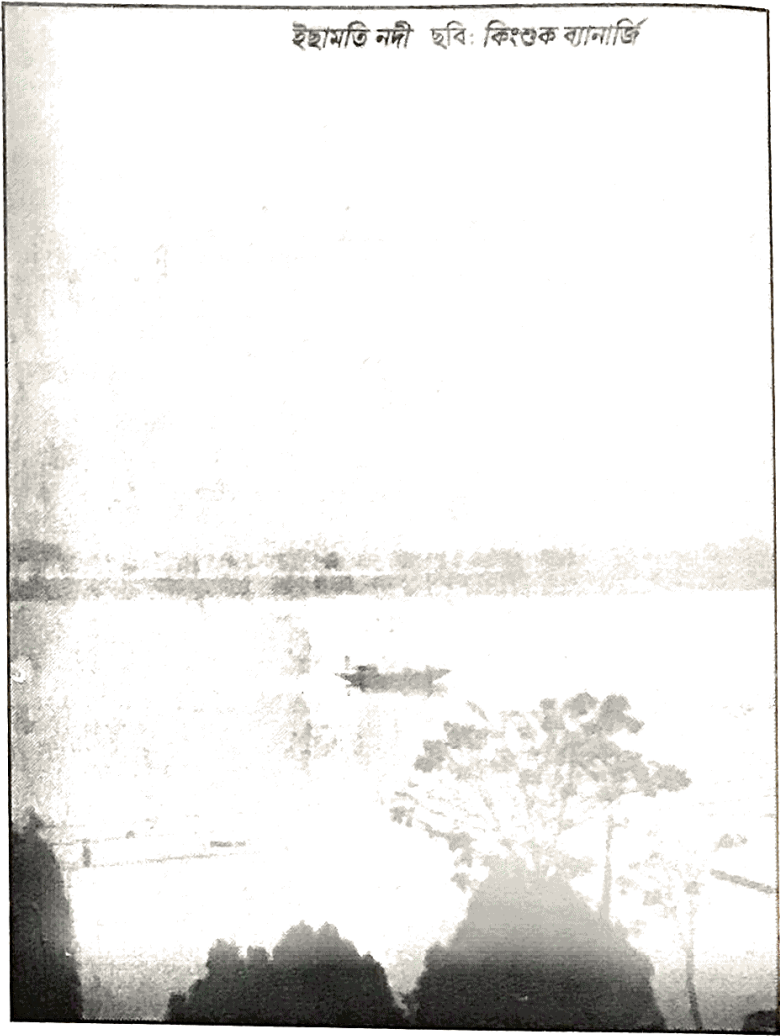
তোপখানা— মুর্শিদকুলি খাঁ ও পরবর্তী নবাবদের তোপখানা। শাহজাহানের আমলের তৈরি অষ্টধাতুর ১২-১৩ হাত লম্বা এশিয়ার বৃহত্তম কামান আছে।

কদমশরিফ— বসন্ত আলি খাঁ নামের খোজার আজীবন সঞ্চয়ে তৈরি।

হুমায়ুন মঞ্জিল— ১৮৩১ সালে নির্মিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট হাউস ছিল।

কাটরা মসজিদ— মক্কার কাবার অনুরূপে তৈরি। ১৭২৩-২৪ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ এটি নির্মাণ করেন। তাঁর সমাধিও এখানে।

আজিমুন্নেসার সমাধি— মুর্শিদকুলি খাঁর মেয়ে আজিমুন্নেসা



‘কলিজা খাকি’ নামে বিখ্যাত। প্রতিদিন একটি করে যুবকের কলিজা খেত। স্বামী সূজা খাঁ জানতে পেরে এখানে জীবন্ত কবর দেন।

জগৎ শেঠের বাড়ি, নশিপুরের রাজবাড়ি

নিমকহারাম দেউড়ি— বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের প্রাসাদের প্রবেশদ্বার, তাই নিমকহারাম দেউড়ি।

জাফরগঞ্জ সমাধি— মিরজাফর ও বংশধরদের সমাধিক্ষেত্র।

মোতিঝিল— ৭৫০ বিঘার অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, যেখানে মুক্তার চাষ হত। ঘসেটি বেগমের গুপ্ত ঘর, কালো মসজিদ আছে।

হীরাঝিল— জিয়াগঞ্জ-হাজারদুয়ারির পথে। গৌড় থেকে লাল রঙের পাথর এনে প্রাসাদ করেছিলেন সিরাজ।

কর্ণসুবর্ণ— হিউয়েন সাং বর্ণিত লো-টো-মো-চিহ বা রক্তমুস্তিকার অবস্থান। এখানেই বৌদ্ধ বিহার ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খ্রিস্টীয় ১২ শতক অবধি ছিল সে বিহার।

পাঁচথুপি— পাঁচটি বৌদ্ধস্থাপ ছিল, সেটাই লোকমুখে পাঁচথুপি হয়েছে। বারকোনার দেউলটি অতীতে স্থাপ ছিল এমন অনুমান।

মুর্শিদাবাদ ছেড়ে সাপের মতো ঐক্যেবঁকে ভাগীরথী ঢুকেছে নদীয়া। এখানে এর সঙ্গী গঙ্গা-পদ্মার শাখানদী জলঙ্গি বা খেরো আর কৃষ্ণনগরের মহারাজাদের কাটা খাল, যা এখন চূর্ণী নদীতে পরিণত। জেলার নাম নদীয়া কীভাবে হল তা নিয়ে অনেক মত, অনেক কাহিনী। কেউ বলেন অতীতে ভাগীরথী এখানে ন’টি দ্বীপ তৈরি করে তার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হত। কেউ বলেন, নব (নতুন) দ্বীপ থেকে নবদ্বীপ। আবার আর একদলের মত, এক সাধু নয় দিয়া অর্থাৎ প্রদীপ জেলে এখানে সাধনা করতেন— সে থেকে নদীয়া। কোনওকালে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী হয়েছিল নদীয়া। ১২০১ খ্রিস্টাব্দে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তুর্ক যুদ্ধ ব্যবসায়ী বখতিয়ার খলজি সামান্য

অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে गया, ঝাড়খণ্ডের মাঝখান দিয়ে নদীয়ার দিকে অগ্রসর হন। রাজধানীর কাছাকাছি পৌঁছে মাত্র আঠারোজন অশ্বারোহী নিয়ে তিনি ঢুকে পড়েন প্রাসাদে। তখন বেলা দুপুর। অশ্ববিহীন মনে করে দ্বাররক্ষকরা কেউ তাদের বাধা দেয় না। লক্ষ্মণ সেন তখন মধ্যাহ্নভোজ সারছেন। বখতিয়ারের সেনার তাণ্ডব শুরু হওয়াতে প্রাসাদের খিড়কি দরজা দিয়ে নিষ্কান্ত হন লক্ষ্মণ সেন। লোককাহিনীর সূত্র ধরে লেখা মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজের এই নবদ্বীপ বিজয় কাহিনীকে অবশ্য বিশেষ আমল দেন না বাংলার ইতিহাসকাররা। তাঁদের একাংশের ধারণা, নবদ্বীপ আদৌ সেন রাজাদের রাজধানী ছিল না। গঙ্গা তীরের এই তীর্থস্থানে লক্ষ্মণ সেন বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৎকালীন রুচি অনুযায়ী একটি 'বাংলা-বাড়ি' তৈরি করেন, যার কোনও নগরপ্রাচীর ছিল না। মোগল প্রাসাদ বা দুর্গ নগরী আদপেই ছিল না নবদ্বীপ। সে যাই হোক, শ্রীচৈতন্য স্মৃতি বিজড়িত নবদ্বীপ বা নদীয়া অষ্টাদশ শতক অবধি বঙ্গ সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শনচর্চার পীঠস্থান। পবনদূত

রচয়িতা ধোয়ীর জন্মস্থান নবদ্বীপ, গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। তিনিও নবদ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। নবদ্বীপের সংস্কৃত টোলের সুনাম ছিল ভারতজোড়া।

এক নজরে নদীয়া

নবদ্বীপধাম— ১৪৮৫-তে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়।

সারস্বত গৌড়ীয় আসন, শ্রীবাস অঙ্গন, মহাপ্রভু মন্দির, নিত্যানন্দ মন্দির, বড় আখড়া, সোনার গৌরান্দ মন্দির।

মায়াপুর— জনশ্রুতি, দ্বীপাকার মায়াপুরেই নাকি জন্ম চৈতন্য মহাপ্রভুর। ইক্ষন মন্দির। ২ কিমি দূরে বল্লাল সেনের টিবি।

শান্তিপুর— জলেশ্বর মন্দির। ১৭৪০ সালের গোকুলচাঁদের মন্দির। ঔরঙ্গজেবের সময়কার মসজিদ। তাঁতের শাড়ি, কাঁসার বাসন, রাসমেলার জন্য বিখ্যাত।

সুবর্ণবিহার— নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত গোশ্রম দ্বীপের সুবর্ণবিহার অতীতে সমৃদ্ধ নগর ছিল।



ছবি: অভিজিৎ দাস



TRAVEL KR

কলকাতায় বড় গরম এসো হিমেল হাওয়ায় ঘুরে আসি লাভা লোলেগাঁও রিশপ ও পেডং আমার নিজস্ব হোটেল। হোটেল বুকিং করুন অথবা রিশপ লাভা লোলেগাঁও পেডং-এ হোটেল থেকে ভ্রমণ করুন (NJP to NJP)।

LAVA

Rockview, Disney, View Point

LOLAGAON

Kaffal

Lolagaon Tourist Centre

RISHOP

Mountain Resort

PEDONG

Damsang Guest House

3/1, HEYSHAM Rd., KOLKATA - 20.

PHONE : 2476-1959, 2485-1959,

Mobile : 98301 32103, 98303 72948

HINDUSTHAN TRAVELS



Instant Hotel Booking, Package & Transport Arrangement

Western Zone: মহারাস্ট্র ট্যুরিজম রিসর্ট, মাধেরন, লোনাডালা, খাণ্ডালা, মহাবালেশ্বর ও পুনে।

কর্নাটক গণপতিপুলে, তারকার্লি, আমবলি, গোয়া, কারোয়ার ও মুম্বাই Special Package.

Northern Zone : সিমলা, কুলু, মানালী, ডালহৌসী, ধরমশালা।

Eastern Zone : দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, রিশপ, ডুমার্স, গ্যাটেক, পেলিং, রাবাংলা, শিলং ও ইয়ুমথ্যাং প্যাকেজ।

HINDUSTHAN TRAVELS

183/2 Lenin Sarani, Kol-13
58/64, P.A. Shah Road, Kol-45
Ph.: 22127226, 22127673,
22206625, 24225964,
(M) 9830049887

কৃষ্ণনগর— অন্নদামঙ্গল কাব্যের গঙ্গানী বা জলঙ্গি লোকমুখে থেরো নদীর তীরে কৃষ্ণনগর, অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে দক্ষিণবাংলার রাজধানী। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছেন ভারতচন্দ্রের মতো কবি। প্রমথ চৌধুরি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মস্থান। মাটির পুতুল, সরভাজা-সরপুরিয়ার খ্যাতি সর্বত্র।

শিবনিবাস— চূর্ণী নদীতীরে অবস্থিত কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবনিবাস প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন মন্দিরগুলির অসাধারণ নির্মাণরীতি। রাজরাজেশ্বর মন্দিরের শিবলিঙ্গটি ৯ ফুট উঁচু। উত্তর-পূর্ব ভারতের দীর্ঘতম শিবলিঙ্গ। রামসীতার মন্দিরটিও দর্শনীয়।

মঙ্গলদ্বীপ— গঙ্গা নদীর বুকে নয়া চর। ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মধ্যবাংলার ঐতিহাসিক শহর। অজয়- ভাগীরথী-শিবাই সঙ্গমে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক জনপদের নিসর্গ সৌন্দর্য ও মনোমুগ্ধকর। মঙ্গলকাব্যের উজানি নগর এখানে। এখানে জন্ম কাশীরাম দাস, দাশরথি রায়, বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞান দাস, লোচন দাস এবং পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের।

একনজরে কাটোয়া

মঙ্গলকোট— অজয় নগরের দক্ষিণ তীরস্থ জাতক কাহিনীর জেতুন্ডর নগরী বা মঙ্গলকোটে মৌর্য, গুপ্ত, কুষাণ যুগের প্রত্ননিদর্শন মিলেছে।

দাঁইহাট— ‘বারো হাট, তেরো ঘাট তাই নিয়ে দাঁইহাট।’

কাটোয়ার যমজ শহর। মঙ্গলকাব্যের ইন্দ্রাণী নগর। মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্গামন্দির এখনও আছে।

নৈহাটি— প্রাচীন নবহট্ট। সেন রাজাদের তান্ত্রশাসন পাওয়া গেছে গঙ্গাতীরবর্তী এই স্থানে। হুসেন শাহর হিন্দু কর্মচারী রূপ ও সনাতন এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

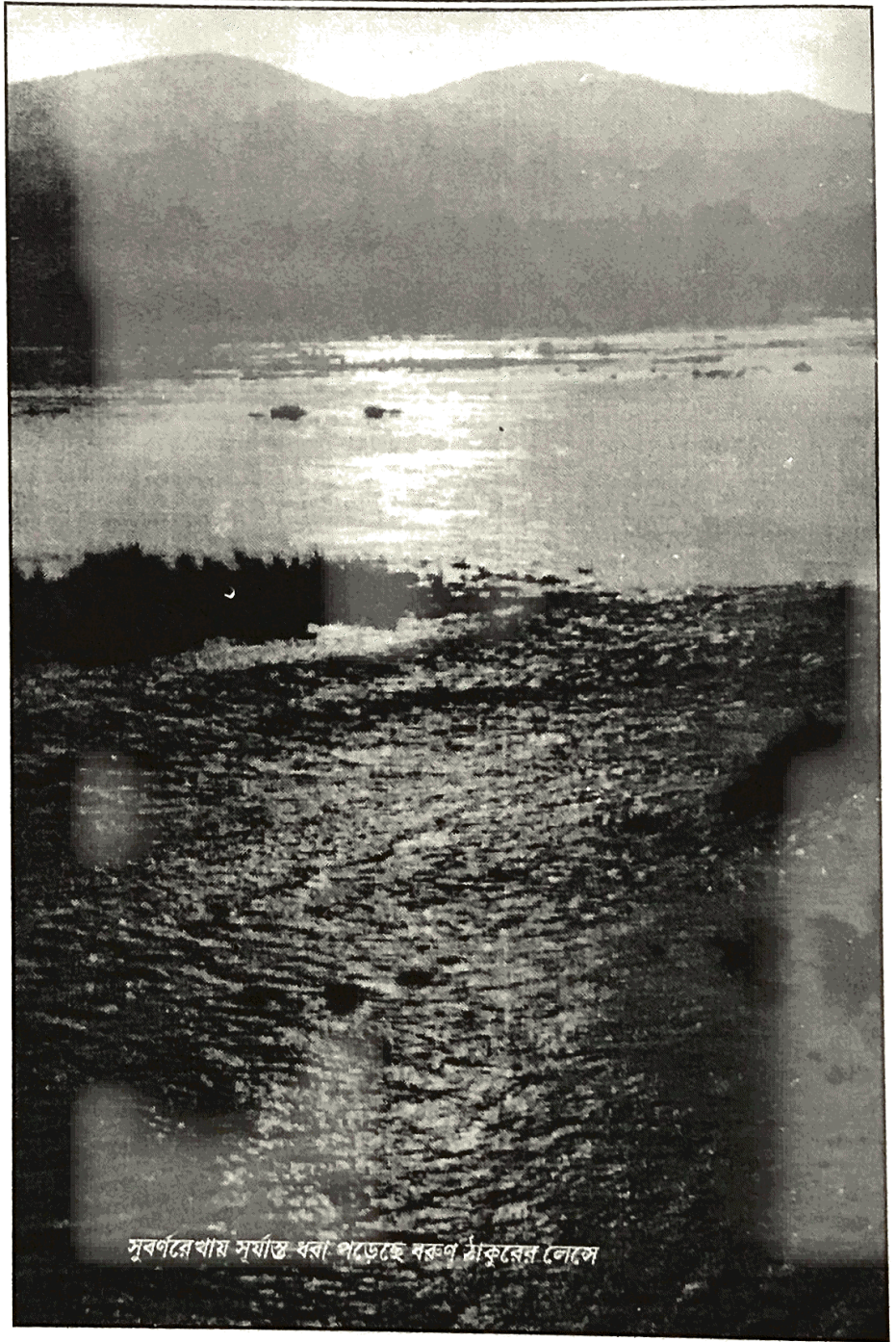
জ্ঞানদাস কান্দরা— বৈষ্ণব পদাবলীর পদকর্তা জ্ঞানদাসের জন্মস্থান।

উজানি-কোথাম— মঙ্গলকাব্যের উজানি নগর। কুনুর-অজয়ের সঙ্গমস্থলে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। কোথামে জন্মেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কেতুগ্রাম-ওষ্ঠহাস— শাক্তপীঠ। সতীর ওষ্ঠ বা ঠোট এখানে পড়েছিল। রাজা চন্দ্রকেতুর নামে কেতুগ্রাম।

সিঙ্গি— কাশীরাম দাসের জন্মভিটা।

বাঁধমুড়া— পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের



সুবর্ণরেখায় সূর্যাস্ত ধরা পড়েছে ধরুণ ঠাকুরের লেঙ্গে

জন্মস্থান।

চুপী— অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তাঁর পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মস্থান। কাটোয়া নবদ্বীপের মাঝে কাষ্ঠশালা গ্রামে গঙ্গাচরে অসংখ্য পরিযায়ী পাখির ভিড়। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য।

তেমুনি— অজয়, ভাগীরথী, শিবাই-এর সঙ্গম। শহর কাটোয়ার দু’দিকে দু’নদী।

বেগুনকোলা উপদ্বীপ— ভাগীরথী সঙ্গমের আধ কিলোমিটার আগে অজয় অশ্বক্ষুরাকৃতি এক দ্বীপ তৈরি করে তার তিনদিক ঘিরে পাক দিয়েছে। সুপ্রাচীন পিতল শিল্পের ঐতিহ্য এখনও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন শিল্পীরা।

হুগলির ত্রিবেণীতে যমুনা, সরস্বতী, ভাগীরথী ত্রিধারায় ভেঙে বেণীমুক্ত হচ্ছে গঙ্গা তথা ভাগীরথী। প্রাচীন দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত হুগলি। কৃষ্ণ মিশ্রের ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ নাটকে দক্ষিণ রাঢ়ের নবগ্রামের উল্লেখ দেখি। এই নবগ্রাম হুগলি জেলাভুক্ত। দ্বাদশ শতকে ওড়িশার চোড়গঙ্গরাজ অনন্তবর্মন গঙ্গাতীরে মন্দার রাজকে পরাভূত করে তাঁর দুর্গনগরী ‘আরম্য’ ধ্বংস করেছিলেন। মন্দার মধ্যযুগের সরদার মন্দারণ বা গড় মন্দারণ, অধুনা হুগলি জেলার মন্দারণ। আরম্য, আরামবাগ। কথিত, বঙ্গরাজ সীহরাহ



(সিংহবাহ) সীহপুর নামে এক নগরপত্তন করেন। ঐতিহাসিকদের একাংশ মনে করেন এই সীহপুর এখনকার সিঙ্গুর। সপ্তগ্রাম এক সময় বর্ধিষু নদীবন্দর ছিল। প্রাচীন বঙ্গের ব্যবসায়ীদের বড় কেন্দ্র ছিল হুগলি জেলার ভুরগুট গ্রাম (প্রাচীন ভুরিশ্রেষ্ঠিক)। শ্রীধর আচার্যের 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থে, ভট্টভবদেবের শিলালিপিতে ভুরিশ্রেষ্ঠী জনাশ্রয়ের উল্লেখ রয়েছে। হুগলি জেলার প্রাচীনতম উল্লেখ পাই ষোড়শ শতকে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল কাব্যে, চাঁদ সদাগরের সমুদ্র যাত্রার বিবরণে।

এক নজরে হুগলি

ব্যাঙেল— ১৫৭৯-তে পর্তুগিজরা হুগলি নদীতে বন্দর তৈরি করে। পর্তুগিজ কলোনি গড়ে উঠেছিল ব্যাঙেলকে কেন্দ্র করে। তৈরি হয় চার্চ, মনাস্থি। ১৫১৯ সালে তৈরি ব্যাঙেল চার্চ। ২ কিমি দূরে ১৮৬১-তে তৈরি হাজি মহম্মদ মহসিনের তৈরি ইমামবাড়ার সূর্যঘড়ি এবং টাওয়ার ঘড়ি দর্শনীয়।

বাঁশবেড়িয়া— অতীতের সপ্তগ্রাম এখনকার বাঁশবেড়িয়া। ১৬৭৯ সালে তৈরি বাসুদেব মন্দির এবং ১৮০১-১৮১৪-র মধ্যে তৈরি হংসেশ্বরী মন্দির দুটিই দর্শনীয়। বাসুদেব মন্দিরের টেরাকোটা কাজ উৎকৃষ্ট। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে মন্দির গায়ে। হংসেশ্বরী মন্দিরের নির্মাতা নৃসিংহদেব। পাঁচতলা মন্দিরের পাথর ও কাঠের কাজ অপূর্ব। ১৩টি মিনার আছে। পাথর আনা হয়েছিল চুনার থেকে, স্থপতিরা ছিলেন জয়পুরের। মন্দিরের

অধিষ্ঠাত্রী দেবী দক্ষিণাকালী হংসেশ্বরী।
শ্রীরামপুর— বাংলা হরফের জন্মদাতা উইলিয়াম কেরির স্মৃতিজড়িত শহর। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩৪ অবধি ডাচ কলোনি ছিল। মাহেশের রথ বিখ্যাত।

আটপুর— ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজের আট সেনাপতির আটগ্রাম ছিল আটপুর। আটপুরের প্রসিদ্ধি তার ৯টি মন্দিরের জন্য। নির্মাণকর্তা বর্ধমান রাজার দেওয়ান কৃষ্ণরাম মিত্র। এর মধ্যে রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরের খ্যাতি দেওয়ালের টেরাকোটা প্যানেলের কারুকাজের জন্য। অষ্টাদশ পুরাণ আখ্যান থেকে সমকালীন সমাজচিত্র আছে এই সব প্যানেলে।

চন্দননগর— ফরাসি চন্দননগরের পত্তন হয়েছিল ১৬৭৩ সালে। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন ১৯৫১ সালে। ফরাসিদের তৈরি চার্চ, কনভেন্ট যেমন দর্শনীয়, তেমন মনোরম চন্দননগরের গঙ্গাতীর। জগদ্ধাত্রী পূজার খ্যাতি পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে।

হুগলি ছেড়ে শিল্পনগরী হাওড়ায় ঢুকছে গঙ্গা (ভাগীরথী)। একসময় ভারতের শেফিল্ড বলা হত হাওড়াকে। বয়সে প্রাচীন কলকাতার এই যমজ শহর হালফিল বন্ধ কলকারখানা ও নাগরিক জীবনের নানা সমস্যা জর্জরিত। নগরোন্নয়নের গতিও কলকাতার তুলনায় শ্লথ। মজার বিষয় হল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একসময় চেয়েছিল উলুবেড়িয়াতে বন্দর ও জাহাজ মেরামতির কারখানা খুলতে। এই মর্মে কোম্পানির তরফ থেকে জোব চার্নককে বলা হয় দিল্লির মুঘল দরবার থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করতে। জোব চার্নক সুতানুটিকেই বেছে নেন। ফলে উলুবেড়িয়ার 'কলকাতা' হওয়া আর হয়ে ওঠেনি।

The Wheels Tours & Travels

TRAVEL INDIA WITH A DIFFERENCE

Govt / Pvt Hotels
Package / Transport

Kumaon Mandal Vikas Nigam

Munsiyari, Choukari, Binsar, Nainital, Kausani, Pithoragarh, Ranikhet, Sitalakhet, Corbett National Park.

Himachal Pradesh Tourism

Shimla, Kulu, Manali, Khajjiar, Dalhousie, Dharamsala, Kalpa, Sangla, Kaza, Keylong.

Garawal Mandal Vikas Nigam

Rudraproyag, Pauri, Khirsu, Auli, Lansdowne, Mussoorie, Dehradun, Haridwar, Rishikesh, Kedarnath, Badrinath, Barkot, Uttarkashi, Gangot, Yamunatri.

Andhra Pradesh Tourism

Vizag, Rushikunda, Araku, Tyda, Hyderabad, Tirupati, Sreesailam, Nagarjuna Sagar, Vijaywara.

NORTH BENGAL

Lataguri, Murti, Chalsa, Lava, Loleygaon, Rishyop, Kalimpong, Darjeeling.

SIKKIM

Gangtok, Pelling, Rabangla, Lachung, Yumthang.

SHILLONG

Cherrapunjee, Mawsynaram

51, Ekdalia Rd. Kol- 19
Ph.: 2460-1886
Mobile -980310-24628
3205-9414
Fax :- (033)2460-1886
E-mail : wheelstt@hotmail.com

অ ভি মু খে

এক নজরে হাওড়া

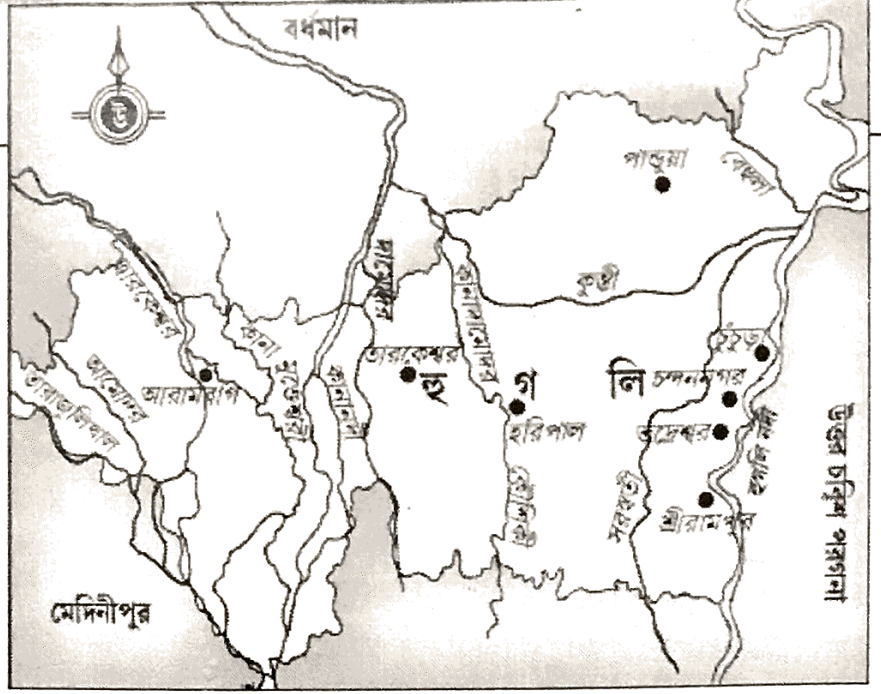
ফুলেশ্বর— ভাগীরথীর পাড়ে মনোরম পিকনিক স্পট। থাকার জন্য বাংলো আছে। যার বুকিং মিলবে রাজ্য পর্যটন বিভাগের বি.বা.দী বাগ অফিসে।

গাদিয়াড়া— ভাগীরথী মিলেছে রূপনারায়ণের সঙ্গে। অদূরে দামোদরেরও মিলন ঘটেছে। মিশেছে হলদি নদীও। দিগন্ত ছোঁয়া জলরাশি। মনোরম সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। রূপনারায়ণের চর সামনেই। থাকার জন্য আছে রাজ্য পর্যটন বিভাগের লজ। ক্রাইভের দুর্গ ফোর্ট মনিংটনের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

গড়চুমুক— পূবে হুগলি (ভাগীরথী) নদী, পশ্চিমে দামোদর নদ। ৫৮টা স্লুইস গেট আছে বলে লোকমুখে নাম ৫৮ গেট। বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। রয়েছে তিন হেক্টর জুড়ে সংরক্ষিত বন, মৃগদাব। হাওড়া জেলা পরিষদের ৩ ঘরের হলিডে হোম আছে রাত্রিবাসের জন্য।

বোটানিক্যাল গার্ডেন— ১৭৮৬ সালে তৈরি হয়। আয়তন ২৭০ একর। ৩০ থেকে ৫০ হাজার নানা প্রজাতির গাছ আছে। মূল আকর্ষণ ২৫০ বছরের প্রাচীন বট।

বেলুড়— ১৯৩৮ সালে ৮ লাখ টাকা ব্যয়ে স্বামী বিবেকানন্দের তৈরি বেলুড় মঠের শাস্ত্র, গভীর পরিবেশ, গঙ্গা পাড়ের নিসর্গ, মুগ্ধ করে।



সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতার কালেদিনে মেট্রো শহর, কলকাতা কল্লোলিনী হয়ে ওঠা চাক্ষুষ করেছে ভাগীরথী তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে। ইত্যবসরে কত জল বয়ে গেছে তার। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। কালক্রমে সে অমিতশক্তিরও ক্ষয় হল। দেশ স্বাধীন হল অখণ্ডতার মূল্যে। বাস্তুচ্যুত লাখো মানুষের ঢল নামল দেশভাগের জেরে। বনেদি কলকাতার সংস্কৃতি, জনজীবনের চালচিত্র সে প্রবল স্রোতে ভেসে গেল না ঠিকই, তবে তার চেহারা অনেকটাই গেল বদলে। তার আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। হাতিবাগান, খিদিরপুরে জাপানি বোমা, মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে ছিন্নমূল হাভাতের শহরের রাস্তায়

কারণ এটা কলকাতার প্রাচীনতম নামোল্লেখ শুধু নয়, বস্তুত কলকাতার কোনও অস্তিত্বই তখন ছিল না। ঐতিহাসিকদের সন্দেহ বিপ্রদাসের পরবর্তী মঙ্গলকাব্য পালার শিল্পীরা এর জন্য দায়ী। অর্থাৎ তাঁরা পরবর্তী সময়ে কলকাতা, হাওড়ার নাম ওই বর্ণনায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

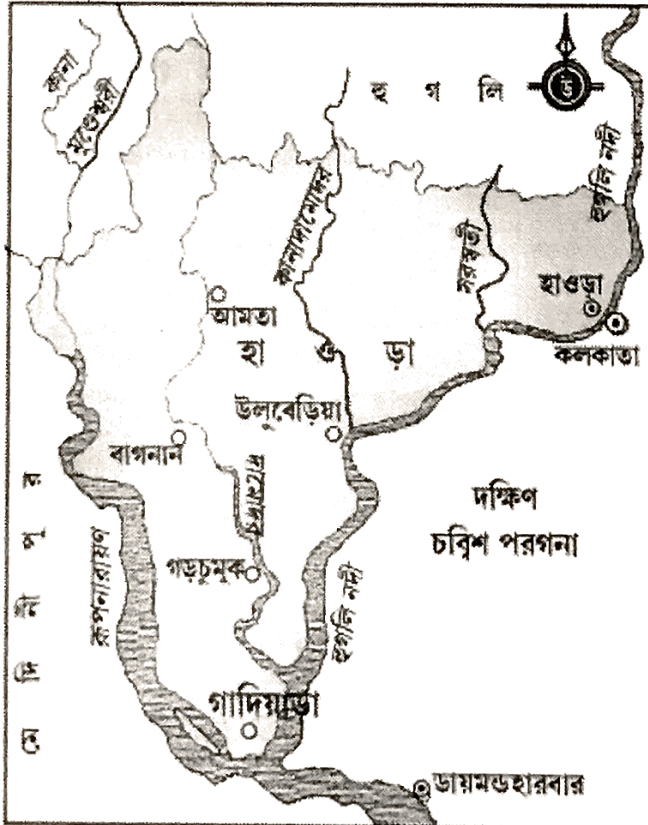
এক নজরে কলকাতা

বিধাননগর— বনবিতান, নিক্কো পার্ক। হরেক মজার আয়োজন সেখানে।

সায়েন্স সিটি— ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের বিজ্ঞান নগরীতে প্রাগৈতিহাসিক থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিকতম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ফিল্ম শো, থ্রি ডাইমেনশনাল শো, অ্যানিমেশন, বিজ্ঞান জাদুঘর প্রভৃতির মাধ্যমে। জুরাসীয় পর্বের ডাইনোসর, খ্রিস্ট-পূর্ব হাজার বছরের মিশরীয় সভ্যতা, ইনকা সভ্যতা যেমন আছে টাইম মেশিনে চড়ে পৌঁছে যাওয়ার অপেক্ষায়, তেমনই সূর্যের কাছে চলে যাওয়াও নিতান্ত সহজ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা অবধি খোলা।

এনার্জি পার্ক— সারা বিশ্বের হরেক জ্বালানির উৎসের সরল ভাষ্য, বিকল্প শক্তির উৎস ও ব্যবহারের ব্যাখ্যা।

ময়দান— পার্ক স্ট্রিট সংলগ্ন কলকাতার ফুসফুস। আধুনিক কলকাতার স্কাইলাইন দেখার সেরা জায়গা। এর চারপাশে দেখার জিনিস রয়েছে অনেক। জওহর শিশুভবন, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, আকাদেমি, রবীন্দ্রসদন, নন্দন। এলাকার ওপর দিয়েই উড়ে গেছে কলকাতার দীর্ঘতম উড়ালপুল। আছে বিড়লা তারামণ্ডল, তারাদের, গ্রহদের চেনার জন্য। **ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল**— তাজমহলের অনুকরণে তৈরি ইংলভেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার



মরে পড়ে থাকা দেখেছে এ শহর। স্বাধীনতা-পরবর্তী পঞ্চাশ, ষাট, সত্তরের দশকে খাদ্য আন্দোলন, সমাজ বদলের ডাক, রক্তক্ষয়ী বিপ্লব উন্মাদনার সাক্ষী কলকাতার রাজপথ, অলিগলি। তিনশো বছর পার কলকাতাকে এর পরও মৃত নগরী বলার ধৃষ্টতা আর যাদেরই হোক, খোদ বাঙালির নেই। তার সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা, ভালবাসা, ক্রোধ, ঘৃণা, ধ্বংসোন্মাদনা, সৃজনী শক্তি, সব তেজ, সব নিষ্ক্রিয়তা, বকে করে দাঁড়িয়ে এ নগরী।

১৫১০ খ্রিস্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে চাঁদ বণিকের সমুদ্র যাত্রাপথের বর্ণনা দিতে গিয়ে হুগলির সঙ্গে কলকাতারও নামোচ্চারণ করেছেন। ব্যাপারটা অত্যন্ত কৌতূহলের

স্মৃতিবাহী। ব্রিটিশ ভারতে দুর্লভ কিছু স্মারক রয়েছে সংগ্রহশালায়। সন্ধেবেলায় ভিক্টোরিয়াকে বেড় দিয়ে ময়দান, আলো ঝলমল কলকাতার সাক্ষ্যচিত্র উপভোগ করতে রয়েছে ঘোড়ায় টানা ফিটন।

ভারতীয় জাদুঘর— ৩৬টি গ্যালারি সমৃদ্ধ এই জাদুঘরে ভারতীয় তথা মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি বিকাশের ক্রমপর্যায় ধরা আছে। ডাইনোসরের কঙ্কাল, মিশরের মমি, উল্কাপিণ্ডের সংগ্রহ, ৫০,০০০ মুদ্রার সংগ্রহ, মূল্যবান রত্নসম্ভার, শাহজাহানের পান্নার পেয়ালা, বুদ্ধের অস্থির আধার, নানা যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিচিত্র শিল্পসংগ্রহ— সবই আছে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি খোলা। শুক্রবারে কোনও প্রবেশমূল্য নেই।

আলিপুর চিড়িয়াখানা— ৪৫ একর জমির ওপর ১৮৭৬ সালে তৈরি হয়েছিল। বাঘ, সিংহ, জিরাফ, হরিণ, হাতি থেকে সরীসৃপের ঘর, কী যে নেই এখানে। শীতের পাখিরা ভিড় জমায় চিড়িয়াখানার বিলে।

জাতীয় গ্রন্থাগার— ঔরঙ্গজেবের পৌত্র মুগয়াভবন তৈরি করেন বেলভেডিয়ায়। পরবর্তী কালে ওয়ারেন হেস্টিংসের বাসস্থান। ১৯৪৮ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি হল জাতীয় গ্রন্থাগার। ১৭ লাখ বই, ৫ লাখ নথির দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ রয়েছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি— রবীন্দ্রনাথের জন্মভিটা। ঠাকুর পরিবারের স্মৃতিচিহ্ন জড়িত। ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র-জন্মদিন পালন হয় গানে, কবিতায়। হাজার শ্রোতা, দর্শনার্থীর ভিড় উপচে পড়ে।

পরেশনাথ মন্দির— বাংলা ১২৭৩ সালে বদ্রীদাস মুকিম বাহাদুরের তৈরি ১০ম জৈন তীর্থঙ্করের মন্দির। শ্বেতপাথরের বিগ্রহ, স্ফটিক, হীরা, মুক্তা, বৈদূর্যমণি, মূল্যবান ধাতু, কাচ, মন্দির স্থাপত্যরীতি দর্শনীয়। আছে ফোয়ারা, পুকুর, রঙিন মাছ, মর্মরমূর্তি।

কালীঘাটের কালীমন্দির— ১৮০৯ সালে

তৈরি। ৫১ পীঠের এক পীঠ। সতীর পায়ের আঙুল পড়েছিল বলে কথিত।

নাখোদা মসজিদ— ১৯২৬ সালে গুজরাটের কচ্ছের আন্দার রহিম ওসমান তৈরি করেন। দশ হাজার লোক একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারেন।

আর্মেনীয় চার্চ— ১৭০৭ সালে তৈরি। অনেকের মতে ১৭২৫। এর মুখ্য স্থপতি আসেন পারস্য থেকে। কলকাতার প্রাচীনতম সমাধি বলা হয় আর্মেনি মহিলা রেজা বিবির সমাধিকে।

সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল— পাঁচ লাখ টাকা খরচে তৈরি গথিক স্থাপত্য রীতির ক্যাথলিক গির্জা। প্রস্থে ৮১ ফুট, দৈর্ঘ্যে ২৪৭ ফুট, উচ্চতা ২০১ ফুট।

শহিদ মিনার— অতীত নাম অক্টারলোনি মনুমেন্ট। কুতুবের কায়দায় তৈরি। ২১৮ ধাপ বেয়ে ৫২ মিটার উঁচু মিনারের শীর্ষদেশে ওঠা যেত একসময়। এখন বন্ধ আছে। ১৮১৪ সালে ইংরেজের নেপাল জয়ের স্মারকচিহ্নের নতুন নাম হয় ১৯৬৯ সালে স্বাধীনতার শহিদদের স্মৃতিতে।

মার্বেল প্যালেস— রাজা রাজেন মল্লিকের একক সংগ্রহশালা। ১২ একর জমির ওপর তৈরি। সারা বিশ্বের ৯০টি দেশ থেকে আনা

সেবা সম্পদের সংগ্রহ রয়েছে। রয়েছে মিনি চিড়িয়াখানা। সোম ও বৃহস্পতিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিন খোলা থাকে। তবে ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগের অনুমতিপত্র লাগে।

ফোর্ট উইলিয়াম— গড়ের নিচে পূর্ণাবয়ব শহর রয়েছে। খেলার মাঠ, স্কুল, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, সিনেমা— সবই আছে। ১৭৭৩ সালে দু'মিলিয়ন পাউন্ড খরচে তৈরি। নামে কেবলা হলেও আজ অবধি একটাও গুলি খরচ হয়নি শত্রুনিধনে।

দক্ষিণেশ্বর— রানী রাসমণি ৯ লাখ টাকা খরচ করে ২৫ একর জমির ওপর তৈরি করেন। সময় লেগেছিল আট বছর— ১৮৪৭-৫৫। সাধক রামকৃষ্ণের স্মৃতিজড়িত। ১২টি শিবমন্দির-সহ রয়েছে পঞ্চবাটি বেদি, যেখানে রামকৃষ্ণ তপস্যা করেছিলেন।

হাওড়া সেতু— কলকাতার প্রবেশ তোরণ। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ক্যান্টিলিভার সেতু। লম্বা ১,৫০০ ফুট, চওড়া ৭১ ফুট। ১৯৪৩ সালে গাড়ি চলা শুরু হয়। এর যমজটি দ্বিতীয় হুগলি সেতু (বিদ্যাসাগর সেতু) তৈরি হয়েছে অদূরেই। আধুনিক স্থাপত্যের আর এক অপূর্ব নমুনা।



DIAMOND TRAVELS

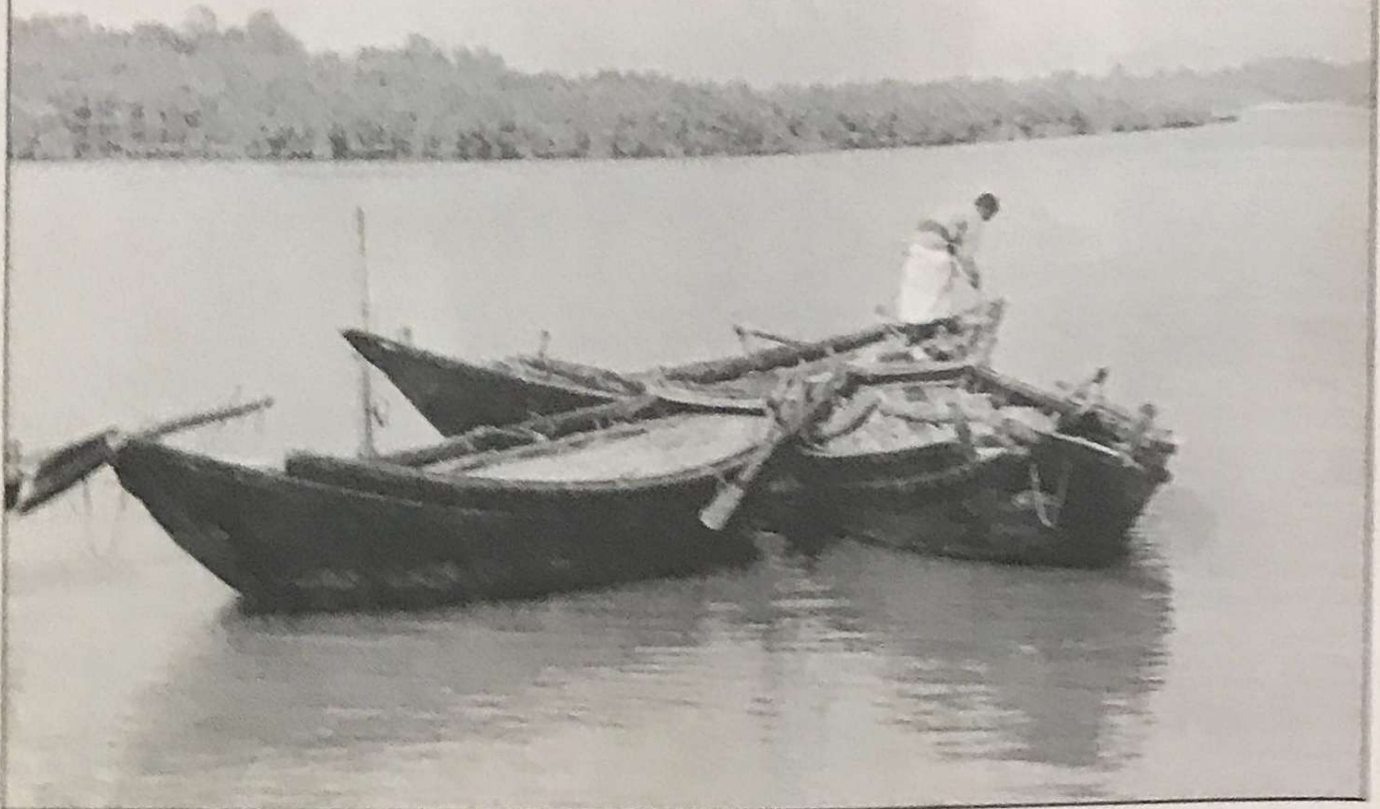


**PLAN YOUR HOLIDAYS WITH
HIMACHAL TOURISM**

সাংলা, কল্লা, সারাহান, তাবো, কাজা, কেলং, সিমলা, মানালী,
ধরমশালা, ডালহৌসী, খাজিয়ার।

সিমলায় সঞ্জয় সরকারের
একমাত্র বাঙালী
হোটেল গঙ্গা
মানালীতে
হোটেল বুলবুল

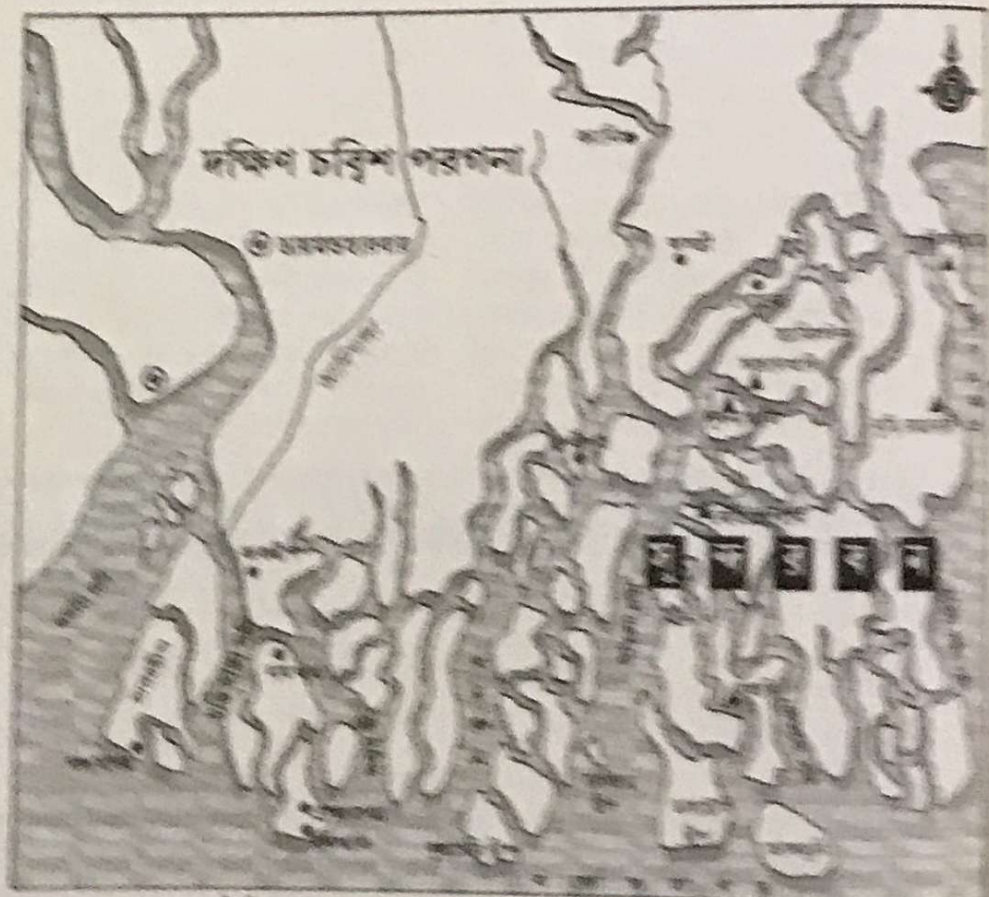
FOR HOTEL, TRANSPORT & PACKAGE PLEASE CONTACT : 155, Lenin Sarani, Nigam Centre, Kol-13 Ph : 2215-8745 / 2215-7717
30, Jodunath Dey Road, Kol- 12 Ph: 2225-9639, 2237-6714



কলকাতা থেকে সাগরগামিনী ভাণ্ডারী
মলে এসেছে চব্বিশ পরগনায়, যার
অধিকাংশ অঞ্চল অনতিদূর অতীতেও ছিল
ভঙ্গলভূমি। নদীমালা, বাঁধিময় এই
এলাকাকে কুতলবিদ্যে নব সৃষ্টিকৃতি
(new alluvium) বলেছেন, যদিও এর
ইতিহাস যে মূলত বিখ্যাত, পড়িবার যেতল
এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিশ্চয় আলোচনার
তা উল্লেখ করেছি। মেগালিথসটি
আকবরের রাজত্বকালীন সৌভাগ্যে সুর
হালে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ। যে সময়
ভাণ্ডারীর পুত্রীকে বঙ্গোপসাগর অবধি
হুয়োনা কুতলকে চব্বিশ পরগনায় আন
করা হয়। আবুল ফজলের অসিহ-ই-
আবদারিতে উল্লেখ আছে চব্বিশ পরগনায়।
জব্বার ওয়ার কলিকাতা গ্রামের
আব্দুলকরিম বক শহরের সৃষ্টিকৃতি।
আবদুলকরিমের কিছু পুত্র বঙ্গোপসাগর
গ্রামে আশ্রিত লক্ষ্য সেতার পট্টনী
(বঙ্গল শহর) এবং মল্ল গ্রামে পট্টনী
আবদুলের গ্রাম পট্টনী (সেতার শহর)।
বঙ্গোপসাগর উপর পট্টনী বঙ্গোপসাগর
পট্টনী (বঙ্গল শহর) এবং মিলিখারি
মল্লি মিলিখারি বঙ্গল শহর।
ভাণ্ডারী পট্টনী বঙ্গোপসাগর — এ সবই
চব্বিশ পরগনায় জেতার সৃষ্টিকৃতি।
ভাণ্ডারী বঙ্গোপসাগর বঙ্গোপসাগর

করে। কলা ও জলকলুর অত্যাচারে চব্বিশ
পরগনার এই সব নিষ্কৃতি অঞ্চলের জনগণ
একসময় পরিত্যক্ত হয়।

বঙ্গ-ভাণ্ডারীর নিষ্কৃতিবাদের দু'শালে গড়ে
ওঠা জনগণ, পুত্রীভি এবং আব্দুল
নগরায়নের আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখতে





ছবি: বরুণ ঠাকুর

হবে যে, উপনাগর যত সরে গেছে, গাঙ্গেয় বর্ধীপ যত গঠিত হয়েছে, একদা পশ্চিম ঘেঁষা গঙ্গা-ভাগীরথী স্রোত আস্তে আস্তে আরও পূর্বের দিকে সরে গেছে। এই সরে বাওয়ার পেছনে দামোদর গোষ্ঠীর নদ-নদীর স্রোতবাহিত বালি, পলিমাটি একটা কারণ অবশ্যই। গঙ্গা-ভাগীরথীর

নিম্নপ্রবাহে এরকমটা ঘটলেও উত্তর প্রবাহে অর্থাৎ উত্তর বর্ধমান এবং উত্তর মুর্শিদাবাদে তা হয়নি। তার অন্যতম কারণ, এ অঞ্চলের মাটি বঙ্গোপসাগর তড়িত দৃঢ়, কঠিন, নরম পলিমাটি নয়। চব্বিশ পরগনা ছুঁয়ে মোহানা মুখে ভাগীরথী অসংখ্য খাল-নালায়, শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। মহাভারতের বনপর্বে দেখি

পঞ্চশতমুখী গঙ্গার সাগরসঙ্গমে যুধিষ্ঠিরের পুণ্যজ্ঞানের বর্ণনা।

এক নজরে ২৪ পরগনা (উত্তর/দক্ষিণ)

ব্যারাকপুর— ইংরেজ আমলে দ্বিতীয় লাটভবনটি ছিল এখানে। এখানকার নির্জনতা ও গঙ্গাবক্ষের সৌন্দর্য পছন্দ ছিল বহু ইংরেজ গভর্নর ও তৎপক্ষীদের। লেডি ক্যানিং-এর সমাধি আছে। সিপাই বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয় এখানে। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন নিগমের লজ 'মালধর' রয়েছে এখানে।

বসিরহাট— ইছামতী নদী সংলগ্ন এই শহরের ইতিহাস সুপ্রাচীন। টাউন স্কুলের কাছে ১৪৬৭ সালে তৈরি শাহি মসজিদ বা শালিক মসজিদ বিখ্যাত। মহকুমাস্বাসকের বাংলোর কাছে যুদ্ধ হয়েছিল প্রতাপাদিত্য এবং মানসিংহর। আছে প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ সে সাক্ষ্য বহন করে। বালবল্লভী রাজ্যের বালান্দার খ্যাতি বৌদ্ধযুগ থেকে। বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার এক বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল বালান্দা।

ধান্যকুড়িয়া— টাকি রোডের পাশে ধান্যকুড়িয়ার শিবমন্দির, কালীমন্দির,

হোটেল সোনালী
ইন্টারন্যাশনাল
(গ্যাংটক)

দার্জিলিং ◆ পেলিং ◆ পুরী

সোনালীর স্পেশাল প্যাকেজ

হোটেল সোনালী গ্যাংটক থেকে থাকা খাওয়া যাতায়াত সহ (কমপক্ষে ৬ জন) ৩ রাত ৪ দিনের- লাচেন, চোগ্তা ভ্যালী, থাম্স, গুরুদংমার লেক, ইয়াংসেডাম, লাচুং, ইয়ুমথাং, কাটাও। এই স্পেশাল প্যাকেজ ট্যুর করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

কলকাতা অফিস

নর্থ পয়েন্ট ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস্

বারাসাত - কলকাতা - ৭০০১২৪
ফোন : 2552-3432/5876
মোবাইল :- 98302-87429

HOTEL
POLO TOWERS
BEST & ONLY 4 STAR
HOTEL IN SHILLONG

গ্রীষ্মকালীন প্যাকেজ

মাত্র ৪,৩৫০ টাকায় (জনপ্রতি)
৩ রাত্রি ৪ দিন, প্রাতরাশ ও ডিনার।
দুজনের একঘরে থাকার ব্যবস্থা এবং
গাড়ী করে দুদিন সাইট সিয়িং

চেরাপুঞ্জি সহ

কনফারেন্স ও সেমিনারের
বিশেষ ব্যবস্থা

: কলকাতায় যোগাযোগ :

হোটেল পোলো টাওয়ার্স

প্রযত্নে : প্রাইউড হোম
৩০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কল-১২
ফোন : 2236-4736/9277
টেলিফ্যাক্স : 2221-6733

ঘরে বসে কাক্ষনজঙ্গা উপভোগ করুন

পেলিং
HOTEL THE TOURISTO
LODGING - 475/-, 600/-, 900/-

গ্যাংটক
HOTEL REGENT
LODGING - 400/-, 550/-

দার্জিলিং
HOTEL REGENT
LODGING - 400/-, 550/-

পুরী
SREE GANESH
HOLIDAY RESORT
LODGING - 200/-, 250/-, 350/-

অফ সিজিন স্পেশাল ডিসকাউন্ট
ও গ্রুপ বুকিং এ বিশেষ ছাড়।

Contact
98303 01879
2652 5294, 2426 0783



মদনমোহনজিউ-র মন্দির ও রাসমঞ্চ আছে। তৈরি হয়েছিল ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাচরণ বল্লভ। যাঁর নামে অধুনা শ্যামবাজার। ধান্যকুড়িয়ার গায়েনবাড়ি, বল্লভবাড়ি, সেনবাড়ির নির্মাণশৈলী চমৎকৃত করে।

হাড়োয়া— আর এক প্রাচীন জনপদ হাড়োয়া। রাজা চন্দ্রকেতুর কোষাগার ছিল বলে জনশ্রুতি।

বেড়াচাঁপা— বেড়াচাঁপায় আড়াই হাজার বছর আগের জনপদের ধ্বংসাবশেষ মিলেছে। চন্দ্রকেতুগড় নামে খ্যাত এ অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে মিলেছে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন। বুদ্ধমূর্তি, বোধিবৃক্ষ, জাতক কাহিনী অঙ্কিত ফলক, ধর্মচক্র, মুদ্রা, সিল পাওয়া গেছে। প্রত্নবিদদের ধারণা, চন্দ্রকেতুগড় শুঙ্গ রাজাদের শাসনাধীন ছিল। বেড়াচাঁপার কিছু দূরে গোপালপুর গ্রামে মৌর্যযুগের প্রত্ননিদর্শন, ভাঙড় গ্রামে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মূর্তি এবং ধারা গ্রামে পালযুগের প্রত্ননিদর্শন মিলেছে। ইছামতী তীরের টাকিতে সপ্তাহান্তে ছুটি কাটানোর জন্য রয়েছে পান্থনিবাস।

ডায়মন্ডহারবার— ভাগীরথী বা হুগলির কোলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। ১৮৫১-য় ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফ স্টেশন তৈরি হয় ডায়মন্ডহারবারে। ব্রিটিশদের তৈরি

কেল্লার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে নদীর পাড়ে। চিংড়িখালি ফোর্ট নামে সুপরিচিত। ভাগীরথী এখানে পশ্চিম থেকে দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে। অপর পারে মেদিনীপুর। ফেরি পেরিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় হলদিয়ার কুঁকড়াহাটি। অসংখ্য বেসরকারি হোটেল আছে। আছে রাজ্য পর্যটন বিভাগের সাগরিকা লজ, মৎস্য দপ্তরের গঙ্গা। ডায়মন্ডহারবার থেকে কাছাকাছি দূরত্বের আবদালপুর, রামরামপুর, দেউলপোতায়— পাওয়া গেছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ব্যবহার করা পাথরের অস্ত্র থেকে অনেক প্রত্ননিদর্শন।

নুরপুর— হুগলি নদীর তীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার আদর্শ জায়গা। পিকনিক স্পটও। হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর-এ তিন জেলার ভূখণ্ডের শেষে নুরপুর। হুগলি, রূপনারায়ণের সঙ্গমের বিস্তীর্ণ জলরাশির মনোরম দৃশ্য।

গোসাবা— হোগল, বিদ্যাধরী, দুর্গাদোলনী নদীসঙ্গমের অপূর্ব দৃশ্য গোসাবায়। গোসাবা ভূখণ্ডের পর থেকেই শুরু হচ্ছে সুন্দরবন অরণ্য। কয়েক কিলোমিটার দূরে রাঙাবেলিয়া পাথরালয়। ওপারে সজনেখালি অভয়ারণ্য। গোসাবা থেকে বোট ভাড়া করেও দেখে নেওয়া যায় সুন্দরবন। অনুমোদন নিতে হবে সজনেখালি ব্যাঘ্র প্রকল্পের কার্যালয় থেকে।

ফলতা— পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফলতা মুক্ত

বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সেই সুবাদে ফলতার পরিচিতি বেড়েছে। এখানে ডাচদের একটি প্রাচীন দুর্গে ১৭৫৬ সালে সিরাজদৌল্লার কাছে পরাজিত গভর্নর স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক-সহ আরও অনেক ইংরেজ আশ্রয় নেয়। প্রায় ৩০ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ফলতার দূরে দামোদর, হুগলি নদীর মিলনস্থল— ফলতা পয়েন্ট।

জয়নগর— মজা আদিগঙ্গা এখন টুকরো টুকরো পারিবারিক দিঘি। সেই আদিগঙ্গা পাড়েই ১৭৫৫ থেকে বিভিন্ন সময়ে দ্বাদশ শিবমন্দির তৈরি করেছিলেন জয়নগরের মিত্র পরিবার। রাধাবল্লভের কাঠের মূর্তি রয়েছে রাধাবল্লভতলায়। কথিত, বারোভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের তৈরি। মতান্তরে, প্রতাপের কাকা বসন্ত রায়। কাকদ্বীপ— জেলার অন্যতম বড় মৎস্য বন্দর। দেখার মতো গঙ্গারিডি প্রত্নসংগ্রহশালা। কষ্টিপাথরের তৈরি হাজার বছর প্রাচীন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি আছে শ্রীশ্রী গৌড়নৃসিংহ আশ্রমে। হুগলি নদীর পাড়ে শিবকালী নগরে নিশ্চিন্দ্রপ্রায় আটচালার বিশালাক্ষী মন্দিরে দেখা যাবে কিছু বৃহৎ ধাতব মূর্তি-ভাস্কর্য।

পশ্চিম জটার দেউল— রায়দিঘি থেকে মণি নদী পেরিয়ে কঙ্কণদিঘির অদূরে পশ্চিম জটার দেউল। আনুমানিক ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে পাল-সেন আমলে তৈরি একটি ইটের শিখর

অ ভি মু খে

দেউলের নামে পশ্চিম জটার দেউল থাম।
বর্গাকার মন্দিরটি প্রায় ৬০ ফুট উঁচু।
সুন্দরবন এলাকার এই বিরল নিদর্শনটি
প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিস্মিত করেছে। এ
থেকে অনুমান করা সহজ হয় যে, এ
অঞ্চলে বহু প্রাচীনকালেও
জনবসতি ছিল। ২রা বৈশাখ
শিবপূজা উপলক্ষে বড় মেলা
বসে। আর এক আকর্ষণ
ঘোড়দৌড়। কঙ্কণদিঘিতে
প্রাচীন জলাশয়, পাতলা ইটের
মানঘাট, ভূগর্ভস্থ ইটের গাঁথনি
বিস্মিত করে।

ঘুটিয়ারি শরিফ— ১৯০৫ সালে
তৈরি পীর সাহেব হাবিব আল-
আভাসিয়ার দরগাহ। ফতেয়াদোয়াজদমে
বহু পুণ্যার্থী সমাবেশ হয়।

গঙ্গাসাগর— বঙ্গোপসাগর মোহানায়
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম
অংশের শেষ ভূখণ্ড। সাগর বন্দীপ। মকর
সংক্রান্তিতে লাখে পুণ্যার্থী এই সঙ্গমে স্নান
করেন। রয়েছে কপিলমুনির আশ্রম।

সুন্দরবন— সুন্দরী, গরান, বাইন, হেঁতাল,
গর্জন, কেওড়া আরও বহুরকম গাছে ঘেরা
নোনা জলের অরণ্য বা ম্যানগ্রোভ
ফরেস্ট। বটের বুরির মতো অসংখ্য খাঁড়ি,
খাল। মাতলা, ঠাকরুন, রায়মঙ্গল, সপ্তমুখী,
গোসাবা, বিদ্যাধরী, ক্যানিং, হরিণডাঙা
এমন বহু নদী। বঙ্গোপসাগর মোহানায় এই
সব নদী-নালা জনপদ মিলিয়ে ৪,২৬৪
বর্গকিমি আয়তন সুন্দরবনের। এর মধ্যে
আছে ৫৬টি দ্বীপ। পূর্বে ২,৫৮৫ বর্গকিমি
নিয়ে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ, পশ্চিমে
২,৬৭৯ বর্গকিমি চব্বিশ পরগনা বন
দপ্তরের অধীনস্থ। নোনা জল থেকে মাথা
বার করে রাখা বৃক্ষমূল আর হেঁতাল বনে
ঢাকা এ অরণ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের
আবাসভূমি। বাঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আছে
ক্লেপ্ত্র এবং অতিকায় অ্যাসচুরিয়াল
ক্রোকোডাইল বা কুমির। আছে হরিণ,

বানর, বুনোশুয়ার,
বিষাক্ত সাপ। রয়েছে নানান প্রজাতির পাখি,
জলে হরেক মাছের আনাগোনা।

সজনেখালি পর্যটক আবাস— রাজ্য পর্যটন
বিভাগের। ওয়াচ টাওয়ার আছে। আছে
মিঠে জলের পুকুর, যেখানে জল খেতে আসে
বাঘ।

লোথিয়ান দ্বীপ, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য—
বঙ্গোপসাগরের কাছে সপ্তমুখী নদীর
মোহানায় অবস্থিত লোথিয়ান দ্বীপের
আয়তন ৩৮ বর্গ কিলোমিটার। চিতল হরিণ,
বুনো শুয়ার, বাঁদর, বনবিড়াল আছে।
পরিযায়ী পাখির ভিড় শীতের মরসুমে।
সামুদ্রিক কুমিরও দেখা যায়। যোগাযোগ
করতে হবে: বিভাগীয় বন আধিকারিক, ২৪
পরগনা (দক্ষিণ), ৩৫, গোপালনগর রোড,
কলকাতা-২৭ অথবা মহাকরণের বন
বিভাগে।

হ্যালিডে দ্বীপ, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য—
৫.৯৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ দ্বীপে
চিতল হরিণ, বুনো শুয়ার, বাঁদর, বাঘের
দেখাও মেলে মাঝে মাঝে। রায়দিঘি থেকে

৫০ কিমি, বোট ভাড়া করতে হয়।
যোগাযোগ করতে হবে বন বিভাগ,
মহাকরণ।

বকখালি— রাজ্যের দ্বিতীয় জনপ্রিয়
সৈকতাবাস। ঝাউবন, সমুদ্র ও সামুদ্রিক
পাখিদের নিয়ে চমৎকার নিসর্গ।

ফ্রেজারগঞ্জ— বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর
স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের নামে। বকখালি
থেকে কয়েক কিলোমিটার আগে। সাদা
বালির বেলাভূমি। সমুদ্রের দৃশ্য অপরূপ।
ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ভুটভুটিতে চড়ে যাওয়া
যায় জনবসতিহীন জম্বুদ্বীপে, যার এক দিকে
গভীর জঙ্গল।

দক্ষিণ সমুদ্র ছেড়ে উত্তর হিমালয়ের
দিকে ফিরলে ঘোর লাগে। এই অতলান্ত
নাব্যতীর বিপরীতে যে গগনচুম্বী পর্বতের
স্পর্শ, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এক
লহমা যথেষ্ট নয়, তাও জানি। ফরাঙ্কা থেকে
সমুদ্রমোহানা— গঙ্গাপথ ধরে কমবেশি
৭০০ কিমি পাড়ি দিয়ে নয় নয় করে ৯টা
জেলা ডিঙিয়ে গেছি। ফের ঘুরে উজানমুখে

মণি নদী ছবি: অমিতাভ সেনগুপ্ত



EAST WIND

(Travel Agent & Tourism Consultant)

8, Waterloo Street, 1st Floor,
Kolkata 700 069

Ph. : 30911942, 9830215801, 9830160129,
9830114616

E-mail : info@eastwindindia.com

প্যাকেজ

দার্জিলিং

কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও ও রিসপ

নেপাল

কাঠমান্ডু, পোখরা ও চিতওয়ান

সিকিম

গ্যাংটক, পেলিং, রাবাংলা ও ইয়ুমথাং

হিমাচল

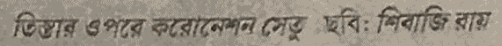
চন্ডিগড়, সিমলা, কুলু, মানালি ও ডালহৌসি

এছাড়া দার্জিলিং,

সিকিম, নেপাল, ভুটান সহ সারা
ভারতের সবরকম হোটেল বুকিং
করা হয়।

সান্দাকফু ট্রেকিং আমরা যাচ্ছি ২৯/৫

Corporate বুকিং ও Group বুকিং এর উপর Special ছাড় দেওয়া হয়।

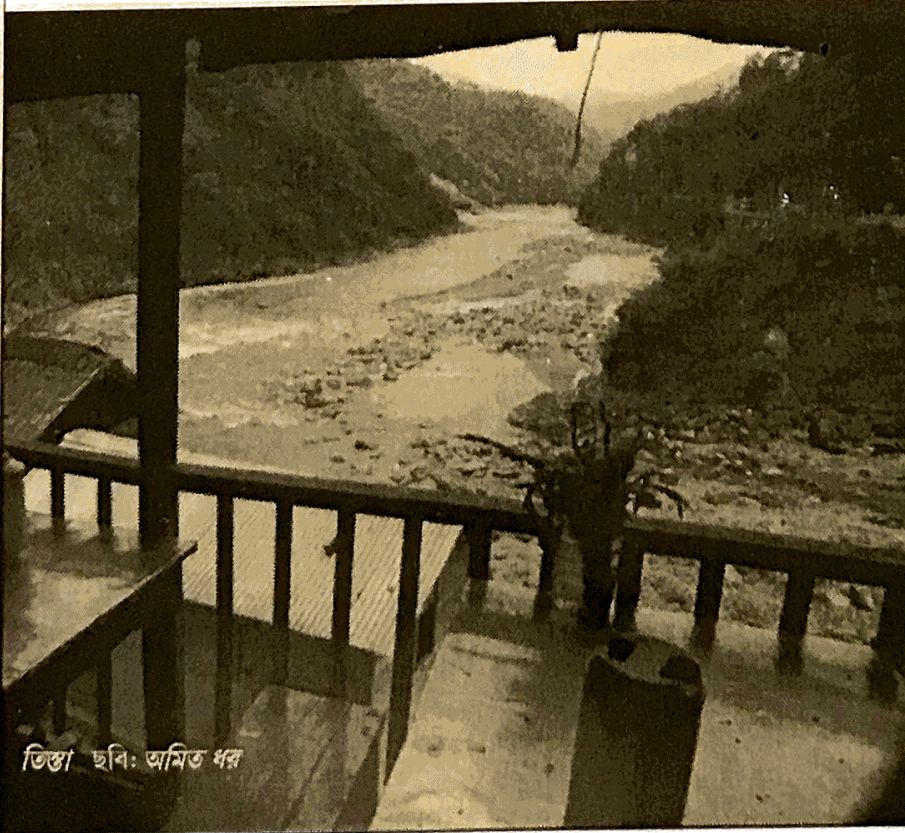


তিস্তা ছবি: দীপক গুপ্ত

দার্জিলিং: লেপচা ভাষায় যার অর্থ ভূস্বর্গ। এক সময় ছিল সিকিমরাজের শাসনাধীন। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার সিকিম রাজাকে সাহায্যদানের মূল্য হিসেবে দার্জিলিং দখল করে। বাঙালির কাছে আলাদা করে এর সৌন্দর্য বর্ণনা মার কাছে মামাবাড়ির গল্পো করার মতো নিরর্থক। তবে লেপচা জনগোষ্ঠীর দেওয়া পূর্বোক্ত নামেই স্পষ্ট ভূভারতে ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে টেক্কা দেওয়ার মতো একটা জায়গা এ রাজ্যে আছে। আপাতত আসি নদীর গল্পে। দার্জিলিঙের অবস্থান হিমালয়

পর্বতের দক্ষিণ ঢালে। ফলে সমস্ত নদ-নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে তীব্রগতিতে নেমে এসেছে। তিস্তা ও মহানন্দা— এ দুই প্রধান নদী বেয়ে বইছে গোটা জেলার ছোট নদী-নালায় জল। আছে নেপাল-দার্জিলিং সীমান্ত বরাবর নেমে আসা মেচি নদী, নকশাল বাড়ির পাশ দিয়ে যা বিহারের পূর্ণিয়ায় চলে গেছে। রনজো নালা, রেয়াং নালা, লিশ নালা, সিতিখোলা, কালিঝোরা, সেবকখোলা, নেওরা নালা— এরকম অনেক ঝোরা, নালা, খোলা তিস্তায় মিলে তার জলধারাকে স্ফীত করেছে।

তিস্তার উৎস উত্তর সিকিমের ৬,৪০০ মিটার উঁচু তিস্তা-থাংসে হিমবাহ। লাচেন আর লাচুং এই দুই পাহাড়ি নদী মিলে তিস্তা। ভোটবর্মী ভাষার ‘দিস্তাং’, সংস্কৃতে ত্রিশ্রোতা, লোকমুখে তিস্তা। তিস্তা একসময় করতোয়া, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা— এ তিন ধারায় বহিত। তাই নাম ত্রিশ্রোতা। এখন অবশ্য করতোয়া, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা বিচ্ছিন্ন নদী। পুরাণে আছে, শিবভক্ত অসুর দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তৃষগর্ত হয়ে পড়লে শিবের আদেশে পার্বতী আপন বক্ষ বিদীর্ণ করে তৃষগর জল ঢেলে দেন ওই তিন স্রোতে। সতীর বামপদ পড়েছিল তিস্তায়। তিস্তা তাই লোকসংস্কারে পবিত্র নদী। তিস্তা তীরে শালকড়ি গ্রামের পীঠে আছে দেবী



তিস্তা ছবি: অমিত ধর

সাবাশ সাংলা

না দেখলে ভাবা যায় না, যখন আপনি চতুর্দিকে বরফঢাকা পাহাড় নদী আর আপেল আখরোটের বাগানের মাঝখানে রাত কাটাবেন অতি স্বাচ্ছন্দ্যে

অত্যাধুনিক

ইগলু

ক্যাম্প রিসর্ট

সাংলা

আপনাদের দিচ্ছে

12' x 12' ডিলাক্স সুইস কটেজ, ডাবল বেড আসবাবপত্রসহ সংলগ্ন বাথরুম, প্রসাধন রুম, গরমজল, লন্ড্রি, আলাদা ডাইনিং, ইন্ডিয়ান, কন্টিনেন্টাল, হিমাচলি খাবারের ব্যবস্থা, রুম সার্ভিস, রোজ সন্ধ্যায় বন ফায়ার, ডান্স ইগলু ক্যাম্পে রুম Rs. 1200/- প্রতিদিন উচ্চমানের বাঙালি পরিবেশ

এছাড়া দেখবেন

কিন্নরের আদ্ভুত সমস্ত অভ্যন্তরীণ দৃশ্য যে সব সাধারণের চোখ এড়িয়ে যায়।

দু'দিনের জন্য হলেও
জীবনটা হয়ে উঠুক জবরদস্ত

IGLOO PACKAGE

DELHI-NAR-KANDA-SANGLA-CHITKUL-

RECKONGPEO-KALPANAKO-DELHI.

Rs 6750/- PER HEAD

PACKAGE INCLUDES

CONVEYANCE, ACCOMMODATION, FOOD & MEDICAL FACILITIES ALSO. 2 NIGHTS STAY AT IGLOO CAMP RESORT SANGLA

যোগাযোগ করুন



Delhi

Tapan Basu

5-C, Pocket-I, Mayur Vihar,

Phase-1, Delhi-110091, Ph (011), 51517063

(0) 2279-1825 (R) 9810806059 (M).

Website: www.snsigloo.com

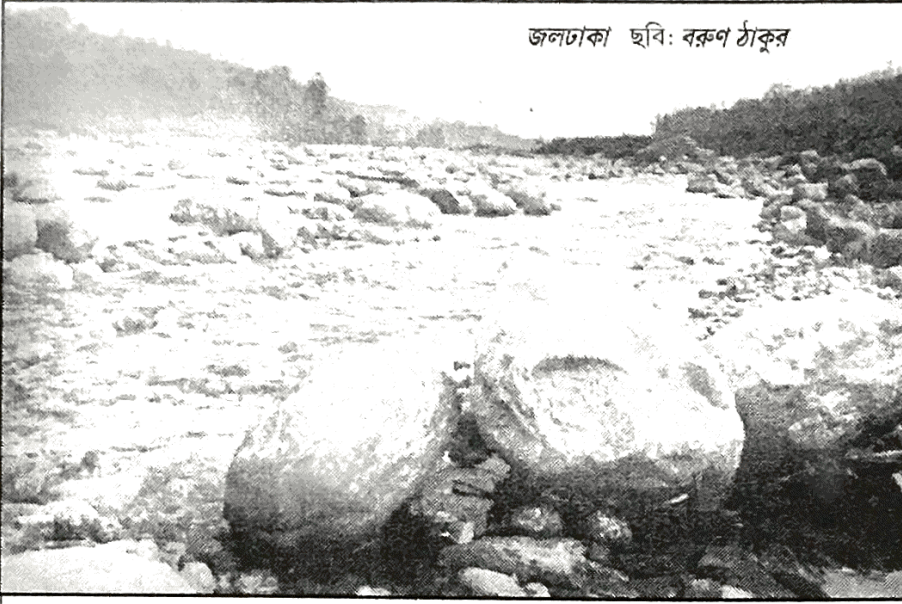
E-mail: snsigloo@yahoo.co.in

KOLKATA CONTACT

22802893, 22807811, 24128785

না দেখলে অজানাই থেকে যাবে

জলঢাকা ছবি: বরুণ ঠাকুর



ভ্রামরীর মন্দির। পশ্চিম সিকিমের শহর রংপো হয়ে পশ্চিমবাংলায় ঢুকছে তিস্তা। মংপুর নিচ দিয়ে সেবকগোলা পাস হয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় এসেছে তিস্তা।

কার্শিয়াং-এর মহালদিরাম পার্বত্য বনভূমি থেকে নেমে এসে লেপচা 'মহলদি' (বাঁকা) বালাসোনে মিশে নাম নিয়েছে মহানন্দা। দার্জিলিং ছেড়ে বিহার,

বাংলাদেশ, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ হয়ে আবার বাংলাদেশে চলে গেছে। দার্জিলিং জেলার মহানদী রেলস্টেশন বরাবর বয়ে গিয়ে মহিষমারির কাছে বাঁক নিয়ে কার্শিয়াং-এর কাছে খাড়া দক্ষিণে বিখ্যাত পাগলাঝোরা হয়ে নামছে মহানদী। সেবক-শিলিগুড়ি রেলপথের পশ্চিম বরাবর এগিয়ে বালাসোনের সঙ্গে মিশেছে। এই সঙ্গমের

তীরস্থ উত্তরবঙ্গের ব্যস্ততম বাণিজ্য শহর শিলিগুড়ি।

সিকিমের সেজিং পার্বত্যভূমি থেকে রঙ্গিতের উৎপত্তি। দার্জিলিঙের তিস্তা বাজারে তিস্তার সঙ্গে মিলেছে।

জলঢাকা নামছে ভুটান-দার্জিলিং সীমান্ত বরাবর। জলপাইগুড়িতে মিশছে তিস্তার সঙ্গে।

একনজরে দার্জিলিং

দার্জিলিং— টাইগার হিল, ঘুম, বৌদ্ধ গুম্ফা, ম্যাল, ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, তিব্বতি রিফিউজি সেন্টার, তেনজিং নোরগে মাউন্টেনয়ারিং ইনস্টিটিউট, জুলজিকাল গার্ডেন, বোটানিকাল গার্ডেন, লেবং রেসকোর্স।

কালিম্পং— অর্কিড ও ফুলবাগানের জন্য বিখ্যাত। সাপের মতো বয়ে চলেছে তিস্তা। পথচলতি মিলেছে তিস্তা ও রঙ্গিত। উচ্চতা ১,২৫০ মিটার।

কার্শিয়াং— নেপালি ভাষায় খার্সাং অর্থাৎ ভোরের ধ্রুবতারা। ১,৪৫৮ মিটার উঁচুতে অবস্থান। কার্শিয়াং-এর কাছেই পাগলাঝোরা প্রপাত বা মহানদী।

লাভা— ২,১৯৫ মিটার উচ্চতায়

ঝালং ছবি: দীপক গুপ্ত



59/1, Gurupada Halder Road, Kolkata - 26.

Ph :- 2454-2975.

দার্জিলিং

(275/- – 3000/-)

- ◆ HOTEL SANDERLING
- ◆ HOTEL PREYANKA
- ◆ HOTEL SUNFLOWER

গ্যাংটক

(350/- – 2500/-)

- ◆ HOTEL DIPLOMAT
- ◆ HOTEL BEN
- ◆ HOTEL CHUMBI RESIDENCY

পেলিং

(425/- – 3000/-)

- ◆ RESORT STELLATE
- ◆ HOTEL GREENLAND
- ◆ HOTEL PHAMRONG
- ◆ NORBUGANG RESORT

লাভা

(400/- – 700/-)

- ◆ HOTEL P.P.
- ◆ HOTEL PARADISE

লোলেগাঁও

(450/- – 600/-)

- ◆ SONAKHARI RESORT
- ◆ KAFFAL GUEST HOUSE
- ◆ KANCHANJANGHA

রিশপ

(450/- – 800/-)

- ◆ PYNE RIDGE RESORT
- ◆ NEORA VALLEY RESORT

সিমলা

(550/- – 2000/-)

- ◆ HOTEL SUKH SAGAR
- ◆ HOTEL SURYA
- ◆ HOTEL TAJ PALACE

মানানী

(500/- – 2000/-)

- ◆ HOTEL RIVERVIEW
- ◆ HOTEL SUMMERKING
- ◆ HOTEL IBEX

10% Discount on Hotel Booking

হোটেল, প্যাকেজ ও গাড়ী বুকিং-
এর জন্য যোগাযোগ করুন।



কাঞ্চনজঙ্ঘা ও পার্শ্ববর্তী বরফাবৃত শৃঙ্গগুলি দেখার চমৎকার জায়গা। ১৪ কিমি দূরে নেওরা ভ্যালি— নেওরা নদীর উৎপত্তিস্থল।

লোলেগাঁও— হেরিটেজ ফরেস্টের লম্বা বুলন্ত সেতুটির এখন ভগ্নদশা। জঙ্গল অবশ্য তার পুরনো গরিমা নিয়েই রয়ে গেছে।

রিশপ— ২,৫০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত রিশপের কাঞ্চনজঙ্ঘা আরও সুন্দরী।

ঝালং— জলঢাকা নদী ঢুকছে ভুটান ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে। ছোট্ট, ছিমছাম ঝালং-এর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্প আছে। শীতের সময় কমলালেবুর ঝুড়ি নিয়ে ফেরি করেন স্থানীয়রা।

বিন্দু— ঝালং থেকে উতরাইয়ে ১২ কিমি বিন্দু। ডানপাশে খাড়া দেওয়ালের মতো ভুটান পাহাড়। সামনে হিমালয়। বিন্দু নদী মিশছে জলঢাকায়।

গোদক-তোদে-তাংতা— হাঁটাপথে চলে

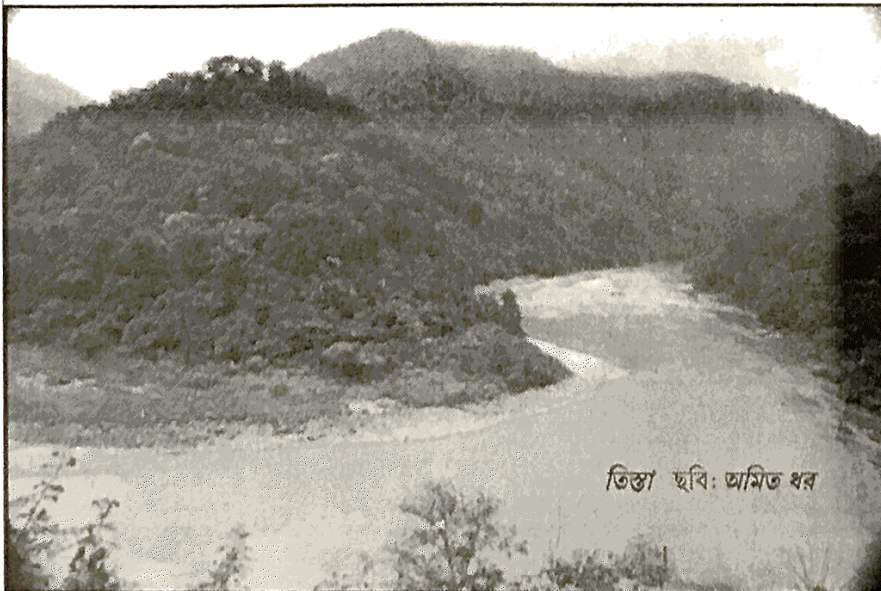
যাওয়া যায় ভুটান সীমান্তবর্তী এই সব ছবির মতো সুন্দর গ্রামগুলোয়। এপ্রিল-মে মাসে তোদে-তাংতা ফুলের উপত্যকা হয়ে ওঠে।

মংপু— রবীন্দ্রস্মৃতি জড়িত ৩,৭৫৯ ফুট উচ্চতার মংপু ছোট পাহাড়ি শহর। সিক্কোনার চাষ হয়।

কালিঝোরা— তিস্তা বাজারের দিকে সেবক সেতু ছাড়িয়ে আট কিলোমিটার গেলে কালিঝোরা। পাহাড় আর তিস্তা গোছানো সুন্দর সংসার পেতেছে।

হিমালয় পাদদেশে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত জলপাইগুড়ির আয়তন ৬,২৪৫ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরের পার্বত্য বনাঞ্চল বাদে জেলার অধিকাংশ এলাকা বেলে, দোঁআশ, পলিমাটিতে গড়া।

চল্লিশ কিলোমিটার বিস্তৃত ডুয়ার্স বনাঞ্চল বা তরাই সৃষ্টি হয়েছে হিমালয়ের নদীবাহিত বড় পাথর, নুড়ি, কাঁকর, বালি, কাদামাটিতে। ডুয়ার্স বনাঞ্চল বাদ দিলে দক্ষিণ জলপাইগুড়ির মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি। পাহাড়, অরণ্য, নদী, নালা,



তিস্তা ছবি: অমিত ধর



আলিপুরদুয়ারের জয়ন্তী হবি: সঞ্জীব বসু

ঝোরার ঐশ্বর্য যেন উপচে পড়ছে এ জেলায়। পশ্চিমে মহানন্দা, পূবে সঙ্কোশ, তিস্তা, তোসী, করতোয়া, ধরলা, জলঢাকা, রায়ডাক, ডায়না, কালজানি, মুজনাই, দুধুয়া, করলা— কত না নদী। লিশ, গিশ, চেল, নেওরা খোলা— এমন অসংখ্য নালা, খোলার জল মিশছে প্রধান নদীগুলিতে।

জলপাইগুড়িতে তিস্তা ঢুকেছে দার্জিলিংয়ের তরাই অঞ্চল থেকে। তিস্তা, করলার সঙ্গমে জলপাইগুড়ি সদর শহর। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরানীর স্মৃতি জড়ানো দেবীগঞ্জ, দেবীঘাট, দেবীডোবা গ্রামগুলো তিস্তার তীরে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে কমবেশি ২০ কিমি দূরে জলেশ মহাপীঠ। এ জেলায় তিস্তার প্রবাহ প্রশস্ত এবং মোটামুটি নাব্য।

পুরাণে করতোয়া পবিত্র নদী বলে স্বীকৃত। কথিত, এই করতোয়া পার হয়ে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ প্রাগজ্যোতিষপুর (অধুনা কামরূপ) গিয়েছিলেন। মহাস্থানগড়ে (অধুনা বাংলাদেশ) পাওয়া গেছে দেবী করতোয়ার প্রস্তরমূর্তি। এক সময় সংযুক্ত তিস্তা-করতোয়া ছিল উত্তরবাংলার প্রধান

জলপথ। ‘সদানীরা’ অর্থাৎ সব সময় জলপূর্ণ বলে প্রাচীন করতোয়ার খ্যাতি ছিল। এখন যদিও করতোয়ার সঙ্গে তিস্তার সংযোগ ছিন্ন। বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে করতোয়া বাংলাদেশে গিয়ে ফুলঝুর নামে যমুনা নদীতে মিশেছে।

নেওরা খোলা— নেওরা অরণ্য, গভীর গিরিখাত দিয়ে নেমেছে গরুবাথানে। নেওরা অরণ্যের খ্যাতি তার বিরল প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য।

জলঢাকা— ভুটানের পশ্চিম সীমান্ত বেয়ে দার্জিলিং জেলার ঝালং হয়ে জলপাইগুড়ি প্রবেশ করে নাগরাকাটা, রামসই, আমগুড়ির পাশ কেটে কোচবিহার চলে গেছে।

ডুয়ার্স বনাঞ্চল থেকে উৎপন্ন অঙ্গার বাসা, নানাই, গয়েরকাটা, ঝুমার, কুমলা, গিলান্ডি মিলেমিশে হয়েছে দুধুয়া। কোচবিহারে গিয়ে জলঢাকায় পড়েছে।

মুজনাই ভুটান পাহাড়ের নদী। টোটোপাড়া ছেড়ে দক্ষিণমুখে চলে গেছে কোচবিহার।

আলাইকুড়ি আর ডিমা নদী মিলে কালজানি। আলিপুরদুয়ার, লাটাবাড়ি, মেডাবাড়ি হয়ে কোচবিহার চলে গেছে।

সঙ্কোশও ভুটান পাহাড়ের নদী। ভুটানের পানখা-চু জলপাইগুড়িতে সঙ্কোশ। এ নদীর পশ্চিম তীর পশ্চিমবঙ্গ-আসামের সীমানা।

তোসী বা রাগী জলধারা (তোয় রোয়া) ভুটানের ফুন্টশোলিং ছেড়ে জলপাইগুড়ি ঢুকে ফালাকাটা হয়ে কোচবিহার গেছে।

এক নজরে জলপাইগুড়ি

গরুমারা অভয়ারণ্য— চারশো প্রজাতির পাখি, আড়াইশো প্রজাতির ফার্ন, নানা বৃক্ষ সমাবেশ, অসাধারণ জীববৈচিত্র্যময় ডুয়ার্সের জঙ্গল। সঙ্গে অসংখ্য বনজ নদী। ১৯৪৯ সালে অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি পায়। মূর্তি নদীর কোল ঘেঁষা যাত্রাপ্রসাদ নজরমিনার থেকে দেখা যায় বন্যপ্রাণীদের। যার মধ্যে একশৃঙ্গী গভীর অন্যতম। বন বিভাগের বাংলোর জন্য বিভাগীয় বনাধিকারিক, বন্যপ্রাণী শাখা, অরণ্য ভবন, জলপাইগুড়ি— এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে। ফোন (০৩৫৬১)-২২৪৯০৭। চাপরামারি— এখানেও বন বাংলা আছে। উপরোক্ত ঠিকানায়/ফোনে যোগাযোগ করতে হবে।

চালসা, মূর্তি— বন বাংলোর জন্য যোগাযোগ করতে হবে নির্বাহী আধিকারিক, নাগরকাটা নির্মাণ বিভাগ (পূর্ত দপ্তর), মাল, জলপাইগুড়ি, ফোন (০৩৫৬২)-২৫৫১২৯

মালবাজার— এখান থেকে দেখে নেওয়া যায় গরুমারা, চাপরামারি, জলদাপাড়া। রাজ্য পর্যটন বিভাগের বাংলা বুক করা যায় বি.বা.দী বাগ থেকে।

কাঠামবাড়ি, ওদলাবাড়ি, আমবাড়ি, বোদাগঞ্জ বন বাংলোর জন্য যোগাযোগ করতে হবে— বিভাগীয় বনাধিকারিক, বৈকুণ্ঠপুর বিভাগ, হসপিটাল মোড়, শিলিগুড়ি। ফোন (০৩৫৩) ২৪৩৬৪৩৬।

মাদারিহাট— জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের প্রবেশপথ। এখানে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ। পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের বাংলা আছে। যোগাযোগ: ডিভিশনাল ম্যানেজার, স' মিলিং ডিভিশন, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

হলং— জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের গভীরে হলং বন বাংলা। একশৃঙ্গী গভার ছাড়াও বাঘ, হরিণ, বাইসন-সহ বৈচিত্র্যময়

চালসা



জীবজগৎ, হাতির পিঠে বন্যপ্রাণী দর্শনে যাওয়া যায়। ছোট্ট, প্রাণচঞ্চল হলং নদী রয়েছে। মাদারিহাট ও হলং-এর সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ করতে হবে— ট্যুরিস্ট পয়েন্ট, ৩/২ বি.বা.দী বাগ, কলকাতা। ফোন(০৩৩) ২২৪৮-৮২৭১/৭৩।

টোটোপাড়া— পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন জনগোষ্ঠী টোটোদের বাসস্থান। আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের একটি থাকার জায়গা

আছে। ফোন (০৩৫৬১)-২৩০৯১৭।

বড়ডাবরি— হাসিমারার কাছে বড়ডাবরিতে থাকার জন্য ১৪ শয্যা বিশিষ্ট যুব আবাস এবং একটি অতিথি নিবাস আছে। যোগাযোগ করতে হবে— শিলিগুড়ি ট্যুরিস্ট ব্যুরো, পঃ বঃ সরকার, হিলকার্ট রোড, ফোন (০৩৫৩)২৫১১৯৭৪, ২৫১১৯৭৯।

কুঞ্জনগর— পিকনিক স্পট। একটি মৃগদাব আছে।



গ্যাংটকে নিজস্ব হোটেল সিলজং পুরানো নাম সুনখাঁড়ি

দার্জিলিং, পেলিং, রা-বাংলা, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, সিমলা, হরিদ্বার, মানালী, দীঘা, পুরী, ভেলোর সহ সারা ভারতে হোটেলবুকিং

ইয়ুমথাং প্যাকেজ ৯৫০ টাকা

যোগাযোগ : পরিব্রাজক

২১/১ দমদম রোড, কলি-৩০

2528-5647 (O) 98301-93914(M)

98311-20018(M)

প্রিয়া ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস

9831090768 (মো) 2453-3873 (বা)

পূজা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস

৬১/১, দেশপ্রাণ শাসমল রোড,

কদমতলা, হাওড়া - ১

98312 50385

2849 2574 (O) 2667 0404 (R)

গ্যাংটক পেলিং মানালীতে নিজস্ব হোটেল

এছাড়া দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, দিল্লী, হরিদ্বার, নৈনিতাল, রাণীক্ষেত, কৌশলী সহ সমগ্র ভারতে হোটেল বুকিং প্রত্যহ গ্যাংটক থেকে ইয়ুমথাং-১০৫০ টাকায়

-ঃ প্যাকেজ ট্যুরঃ-

হিমাচল-11/6, রাজস্থান-27/10, ভাইজাগ-আরাকু-19/10, গ্যাংটক, পেলিং, ইয়ুমথাং-15/5, 10/6, সাপ্তাহিক পুরী প্যাকেজ

পুরীতে রান্নার সুবিধাসহ টিভি জেনারেটর সমৃদ্ধ সী ফেসিং নিজস্ব গেষ্ট হাউস

পুরী, দীঘা, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং গ্রুপে ১০০ থেকে ২০০

হোটেল মালিক ও ট্রাভেল এজেন্টরা যোগাযোগ করুন

ওল্ড দীঘার অন্যতম সুসজ্জিত ও ঘরোয়া নিরিবিলি পরিবেশে

Hotel
স্নেহ মায়া

শিবালয় রোড * ওল্ড দীঘা

এসি / নন এসি, 20 টা ডিলাক্স রুম, মার্বেল ফিটিং বাথরুম, রেস্টুরেন্ট, কনফারেন্স রুম (এসি), কার পার্কিং, জেনারেটর।

Tariff D/B-ord-250 D/B-DLX-350-400
D/B Super DLX-500-600 AC-875 to 1500

Group পার্টির বিশেষ ডিসকাউন্ট

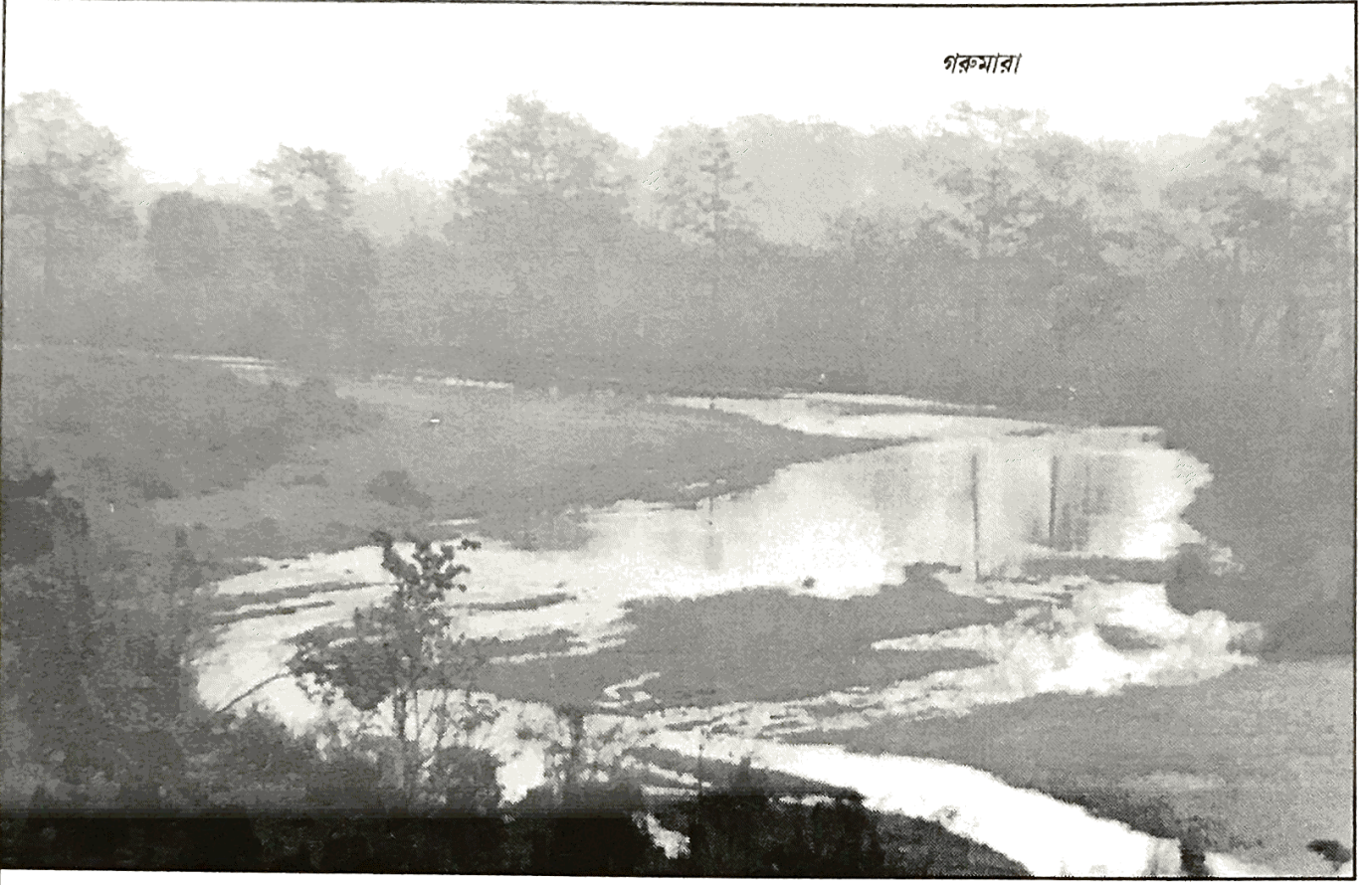
ভ্রমণার্থী ও Travel Agent সুস্বাগতম

কলকাতার নিজস্ব অফিস

THE INDIAN HOLIDAYS
(সারা ভারতের হোটেল - হলিডে হোম বুকিং - ও প্যাকেজ Tour এর সর্ববৃহৎ Exservice Man সংস্থা)

309, B. B. Ganguly Street. Inside Optics M.f.g. House (চশমার শোরুম)
1st Floor. Calcutta-700 012.
(লালবাজার বেক্টিক St Crossing.)

PH-2234-9454 / 2463-8015, 98310-19905 (M)
953220-266 587 (দীঘা)



ভুটানঘাট— রায়ডাক নদীর পাড়ে ভুটানঘাট বন বাংলো। যোগাযোগ করতে হবে— পঃ বঃ বন উন্নয়ন নিগম, ৬এ, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, আর্থ ম্যানসন, অষ্টম তল, কলকাতা-১৩। ফোন(০৩৩)-২২৩৭-০০৬০/ ৬১।

জয়ন্তী— নদীর নাম কুমারী, রায়ডাক, সঙ্কোশ, বালক। আলিপুরদুয়ার শহর থেকে ৩০ কিমি দূরে পাহাড় জঙ্গল নদী নিয়ে ছোট গ্রাম। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের বাংলো আছে থাকার জন্য। যোগাযোগ করতে হবে— নির্বাহী আধিকারিক,

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, ক্রাব রোড, জলপাইগুড়ি। ফোন (০৩৫৬১)-২৩০৬৫৯।

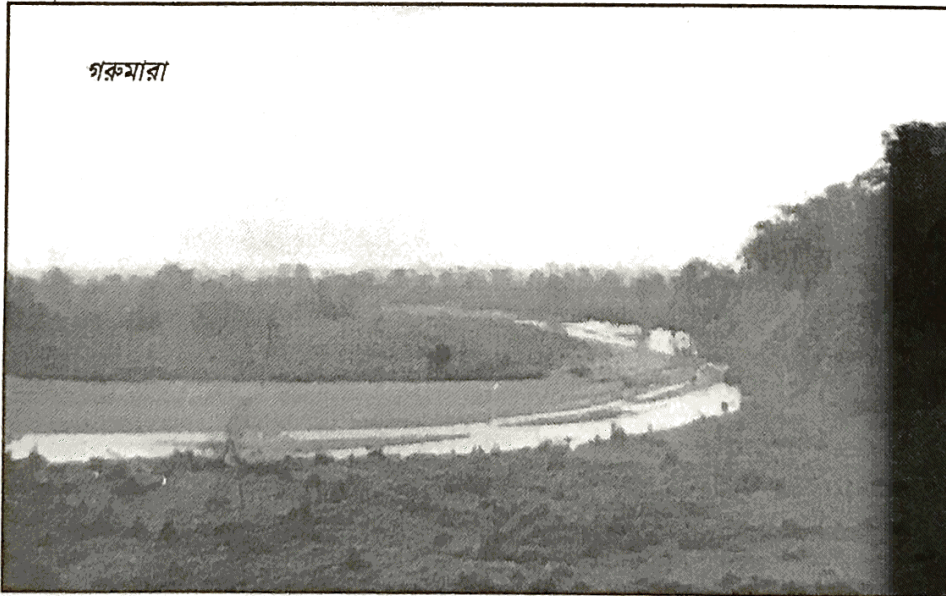
জয়ন্তী মহাকাল— গভীর জঙ্গলের মাঝে মহাকাল গুহায় স্ট্যালাগমাইটের বিস্ময়কর কাজ। পাহাড় চূড়ায় মহাকাল মন্দির।

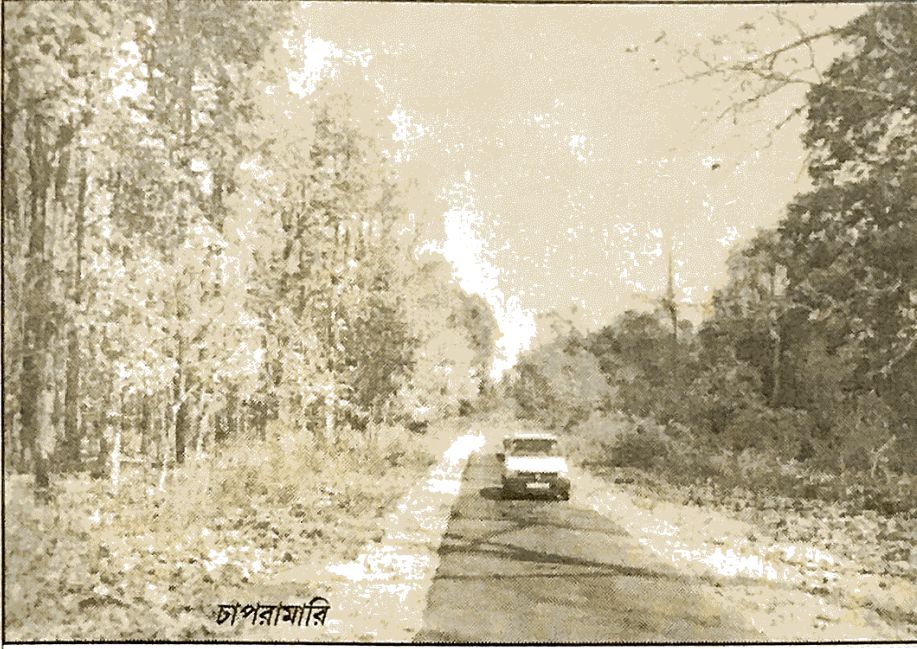
বক্সা— নদীর নাম কাতলুং। শীতে পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসে। আরও আছে নানা নামের নদী— রায়মাটাং, তাসিডিক্কা, রূপং, ওসেলুম। সাড়ে সাতশো বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ৫০০ থেকে ৫,০০০ ফুট উচ্চতায় বক্সা বাঘ প্রকল্প। ৩৪টা চা-বাগান

এ অঞ্চলকে সবুজে ঢেকেছে। বক্সা দুর্গটি এখানে। ২,৬০০ ফুট উঁচুতে স্থানীয় ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটির ১৬ শয্যার ডমিটরি আছে। রায়মাটাং বন বাংলো আছে। যোগাযোগ করতে হবে— ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর, বক্সা টাইগার রিজার্ভ (ওয়েস্ট), আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, ফোন (০৩৫৬৪)-২৫৫১২৯।

রাজাভাতখাওয়া— আলিপুরদুয়ার-বক্সার মাঝপথে রাজাভাতখাওয়া। লিও হাউস, টাইগার লজ— দুটো বন বাংলো আছে। যোগাযোগ করতে হবে— ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর, বক্সা টাইগার রিজার্ভ (ওয়েস্ট), আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, ফোন (০৩৫৬৪)-২৫৫১২৯।

পাহাড় দূরে সরে গেছে। বনজঙ্গল আছে। আমরা এসেছি কোচবিহার, যার উত্তরাংশ তরাই এলাকাভুক্ত। ৩,৩৮৬ বর্গ কিমি আয়তনের কোচবিহার প্রায় সমতল অঞ্চল। বালির ভাগ বেশি হলেও, অনুর্বর নয় মাটি। দোআঁশ মাটিও আছে। আবার বালির ভাগ বেশি হওয়ার কারণে মাটি নরম। অধিক বৃষ্টির জন্য জেলার নদ-নদী প্রায়ই বদলায় চলার পথ। লোকশ্রুতি, পরশুরামের উদাত কুঠার থেকে বাঁচতে ক্ষত্রিয়দের একাংশ দেবী পার্বতীর কোচ বা ক্রেগেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই থেকে কোচবিহার। জনশ্রুতি যাই হোক, কোচ





চাপরামারি

জনজাতির বাসস্থান হিসেবে কোচবিহার নামটাই অধিক গ্রাহ্য। বুড়ি তোর্সা তীরে কোচবিহার শহর। ফালাকাটা হয়ে কোচবিহারে ঢুকে পড়া তোর্সা এখানে ধরলা, ধল্লা নামেও পরিচিত। বুড়ি তোর্সা মিশছে কালজানিতে। তোর্সার আর এক শাখা ধরলা নাম নিয়ে মিশছে জলঢাকায়।

কালজানি নদী ঝাউকুঠির কাছে কোচবিহার ছেড়ে বাংলাদেশে গিয়ে সঙ্কোশ বা বড়গদাধরে মিশে ব্রহ্মপুত্রে পড়ছে। সঙ্কোশের প্রবাহপথ কোচবিহারে অল্প। ছোট রায়ডাকে মিশে মিশ্র জলধারার নাম হচ্ছে বড়গদাধর। আরও নদী আছে কোচবিহারে— গিলান্ডি, চেনাকাটা, সন্ন্যাসীকাঠা, জেরাই, সালিয়াজান, ছোট মানসাই, সুটুঙ্গা, গিধারি।

এক নজরে কোচবিহার

সাগরদিঘি— কোচবিহার রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে শহরের সবচেয়ে বড়

জলাশয়। শীতকালে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা। এ ছাড়াও লালদিঘি, মড়াপোড়া দিঘি, বৈরাগী দিঘি আছে। লালদিঘির পাড়ে ১৮৮৭ সালে নির্মিত ৭০ ফুট উঁচু ভিক্টোরিয়া জুবিলি টাওয়ার। বৈরাগী দিঘি পাড়ে শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য মদনমোহন মন্দির।

চিলারায়ের গড়ের ধ্বংসাবশেষ— কোচবিহার-আসাম সড়কে মহকুমা শহর তুফানগঞ্জে অবস্থিত।

গোসানিমারি— সিদ্ধিমারি বা ধরলা নদীর অল্প দূরেই গোসানিমারি। শরতের কাশফুল ফোটা ধরলা নদীতে রঙিন পালের খেয়ার আনাগোনা মুগ্ধ করে। এ নদী বিখ্যাত

হয়েছে প্রবাদপ্রতিম লোকসঙ্গীত শিল্পী আবাসউদ্দিনের— ‘ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে’ গানে। কামতেশ্বরী বা গোসানিদেবীর মন্দিরটি ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। অনেক লোকগাথা এ মন্দির ঘিরে।

রসিকবিল— উত্তরবাংলার একটি উল্লেখযোগ্য জলাভূমি। বছরভর পাখিদের ভিড়। শীতে উড়ে আসে পরিযায়ী পাখির দল। রসিকবিল ঘিরে লাগুরহাট, আটিয়ামোচর বনভূমি।

নদীবাহিত পলিমাটির নিচে একধরনের শক্ত মাটি পাওয়া যায়। তাকেই নাকি চলিত ভাষায় বরিন্দ মাটি বলে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন বাংলার পুরাভূমি বা রাঙামাটির একটা রেখা রাজমহলের উত্তরে গঙ্গা পেরিয়ে মালদহ-রাজশাহি (অধুনা বাংলাদেশ) দিনাজপুর, রংপুর (অধুনা বাংলাদেশ)-এর মাঝ দিয়ে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে আসামের শৈলশ্রেণী ছুঁয়েছে। এই পুরাভূমির মাটি ‘গৈরিক স্থূল বালিময়’। এই অঞ্চলই মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ, বরেন্দ্রভূমি। এটাকেই রাঢ়ভূমির সম্প্রসারণ বলা হয়। মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজের ‘তবকাত-ই-নাসিরী’ গ্রন্থে মহম্মদ ইবন বখতিয়ার বা বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, বখতিয়ার লক্ষ্মণাবতীতে নিজ কেন্দ্র স্থাপন করে তিব্বত জয়ের জন্য অগ্রসর হন। পথে পড়ে এক খরস্রোতা (খরতোয়া = করতোয়া?) নদী। এ নদীর পাড় ধরে দশ দিন পথ চলার পর ২০টি পাথরের খিলানযুক্ত সেতু পেরিয়ে একটি প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গরক্ষিত নগর দেখেন। বখতিয়ার আরও জানতে পারেন, সেখান

হলিডে ম্যানেজার্স

ভূটান,সেন্টমেরিজ,
দার্জিলিং,কালিম্পাং,
লাভা,লোলে,রিশপ,
গ্যাংটক,ইউমথাং,
রাবাংলা,পেলিং,
নেপাল,নৈনিতাল,
রাগিক্ষেত,কৌশাগি,
গাড়োয়াল,উত্তর ও
মধ্যপ্রদেশে।

দিল্লীতে। সমগ্র দক্ষিণ
ও পশ্চিম ভারতে।
বারাণসীতে। আর
কাছেই সামতাবেড়,
মেমারি,রাণিরচরা,
ফ্রেজারগঞ্জ ও অন্য
বহু গন্তব্যে। অনেক
জায়গাতেই a/c
আয়োজনও আছে।
সর্বত্রই সর্বাঙ্গীণ
ব্যবস্থা।

ফোনঃ ২২৪৮-৫৮২৯

এক নজরে দিনাজপুর

রায়গঞ্জ কুলিক পাখিরালয়— উত্তর দিনাজপুরের সদর শহর রায়গঞ্জে ১৪,০২২ একর বনভূমিতে কুলিক পাখিরালয়। স্থানীয় পাখিরা ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিয়ায়ী পাখিদের আনাগোনা ফি-বহর। জুন-জুলাইয়ে বর্ষার শুরুতে বাসা বাঁধার তোড়জোড় চলে। তখন খাবারও বিস্তর। জলাশয়ের কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, সাপের বাচ্চা, কীটপতঙ্গ, মাছ সবই মেলে পর্যাপ্ত। ডিম ফোটা ছানাদের প্রশিক্ষণপর্ব চলে নভেম্বর অবধি। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে খাবারের সন্ধানে অন্যত্র উড়ে যাওয়া।

থেকে ২৫ কোশ দূরে করবওন বা করমবওনে ৫০,০০০ তুর্কি সৈন্য আছে। সেখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস এবং সেখানকার বাজারে প্রতিদিন সকালে ১,৫০০ টাঙ্গন বা টাটু ঘোড়া বিক্রি হয়। করবওন বা করমবওনের স্থান নির্দেশ করেননি নীহাররঞ্জন রায়। তবে অনেকের ধারণা, দিনাজপুরের নেকদমার হাট এই প্রাচীন করবওন। এখানে নাকি এখনও বহু তিব্বতি ও ভুটানি টাটু ঘোড়া বিক্রি হয়। নীহাররঞ্জন অবশ্য এ ধারণা সমর্থন করেননি। সে যাই হোক, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দোয়াবের এই বারেন্দ্রভূমির ইতিহাস যে সুপ্রাচীন, সে বিষয়ে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। তিব্বত ও চীনের সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গের স্থলপথ বাণিজ্যের একটি প্রধান পথ ছিল এই অঞ্চল। তাল, বরেন্দ্র, দিয়াড়া এই তিন ভাগে দোয়াবকে ভাগ করা হয়েছে। তাল নিচু জমির এলাকা। বরেন্দ্র বা পুরাভূমির সম্প্রসারিত অঞ্চলে ভূমি অসমতল, আন্দোলিত। দিয়াড়া বলে নদীর বিস্তীর্ণ চরকে। মালদহে এ ধরনের দিয়াড়া বা চর বেশি দেখা যায় মহানন্দা নদীতে।

বিহারের পূর্ণিয়া জেলা থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের সীমানা ধরে প্রবাহিত মহানন্দা। ইটাহারে মিশেছে নাগর নদীর সঙ্গে। সংযুক্ত জলধারা মালদহে ঢুকে গেছে। নাগরের উৎপত্তি দিনাজপুর, কুশিয়া, জলপাইগুড়ির তিন সীমানার সংযোগস্থল আটোয়ারি গ্রামের এক জলাশয়। বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ১৪৪ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে ইটাহারে গিয়ে মিশেছে মহানন্দায়।

কুলিকের জন্ম বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁ। কুলিক মিশছে নাগরে।
কুলিকের তীরবর্তী রায়গঞ্জের পাখিরালয়।

চীরমতী বা শ্রীমতীর জন্ম কালিয়াগঞ্জের এক জলাভূমি থেকে। কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার হয়ে মালদহে ঢুকেছে। বালিয়া নদীর সঙ্গে চীরমতীর সম্মিলনে এক উঁচু জঙ্গাজমি, জনশ্রুতি অনুযায়ী প্রাচীন একডালা দর্গ।

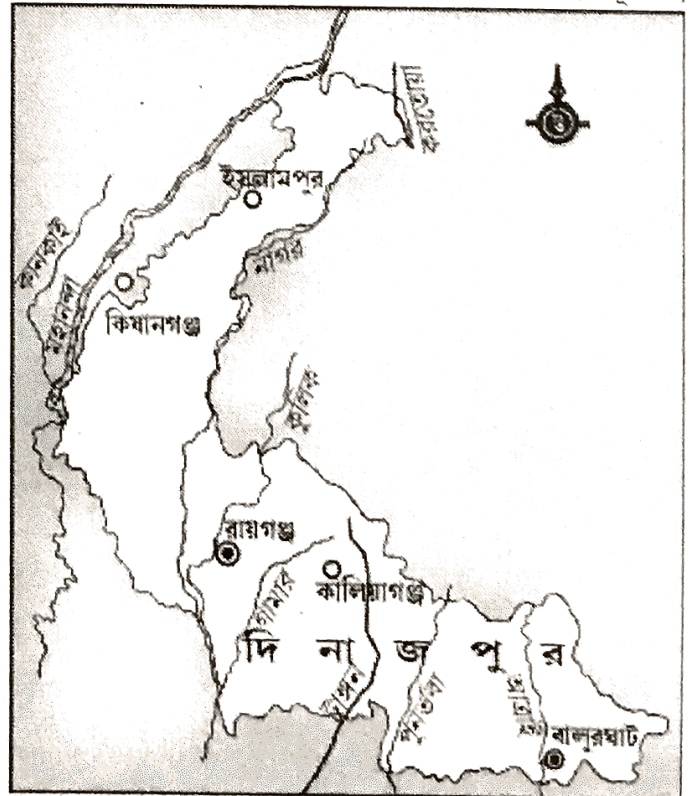
টান্গন এসেছে জলপাইগুড়ি থেকে। দক্ষিণ দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের কাছে। গঙ্গারামপুরের পাশ দিয়ে চলে গেছে মালদহ।

পুনর্ভবার উৎপত্তি দিনাজপুরের ব্রাহ্মণপুকুর (অধুনা বাংলাদেশ) নামের জলাশয় থেকে। গঙ্গারামপুরে ঢুকেছে পশ্চিমবাংলার দিনাজপুর। পরে মালদহে প্রবেশ করে আবার বাংলাদেশে গেছে।

আত্রাই বা আত্রৈয়ী— বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার জয়গঞ্জ, বীরগঞ্জ কোতোয়ালি হয়ে চাঁদপুরের কাছে দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রবেশ করেছে আত্রাই। বালুরঘাট শহর হয়ে সীমান্তবর্তী ডান্দিগ্রাম হয়ে আবার বাংলাদেশে চলে গেছে। এ ছাড়াও উত্তর ও

বাণগড়— পৌরাণিক কোটিবর্ষ। পুনর্ভবা নদীতীরে যার ধ্বংসাবশেষ। বালুরঘাট যাওয়ার পথে গঙ্গারামপুর থেকে বাঁদিকে কিছুটা গেলে বাণগড়। বলিরাজপুত্র বাণাসুরের ও উষা-অনিরুদ্ধের পৌরাণিক কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু এই বাণগড়। বাণগড় ও পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়ে এক বৃহৎ সমৃদ্ধ নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। কসোজ ও পাল রাজবংশের লিপি, অসংখ্য মূর্তি, মন্দির ও প্রাসাদের ভাঙা ইট, পাথর স্তম্ভের টুকরো মিলেছে। ঐতিহাসিকদের অনুমান, দৈর্ঘ্যে ১,৮০০ এবং প্রস্থে ১,৫০০ ফুট বিস্তৃত ছিল এ নগর।

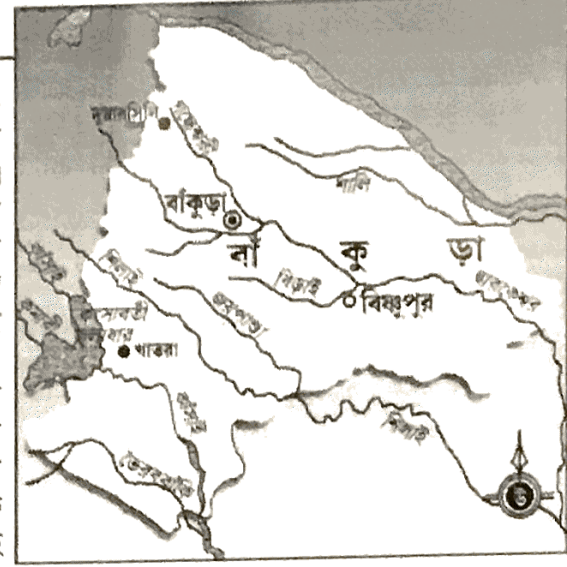
বাংলার আদি বা প্রাক-ইতিহাসের উন্মেষ ঘটেছিল প্রাচীন রাঢ়দেশে— অধুনা বর্ধমান, বীরভূম এবং সংলগ্ন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায়। মহাবীর ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন রাঢ়ের কোনও অঞ্চলে, জৈন ধর্মগ্রন্থে যাকে বজ্রভূমি বলা হয়েছে। বজ্রভূমি নামেই এ অঞ্চলের ভূমির কাঠিন্য স্পষ্ট হয়ে যায়। অথচ সবটাই অনুর্বর, রক্ষ নয় বজ্রভূমির। কিছু কিছু অঞ্চল বাদ দিয়ে আজও শস্যশ্যামল প্রাচীন রাঢ়দেশ। এই জেলাগুলির প্রাণপ্রবাহ ময়ূরাক্ষী,



বক্রেস্বর, কোপাই, অজয়, কুমুর, দামোদর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী। এই সব নদ-নদীর উৎপত্তি ছোটনাগপুর, রাজমহল পাহাড়। শীত, গ্রীষ্মে এরা শীর্ণকায়। বর্ষায় ফুলে ফেঁপে ওঠে, দু'কূল ছাপায়। বহু সহস্র বছর ধরে স্ফীত এই সব জলধারা পাহাড় থেকে পাথর মেশানো লাল গেরুয়া মাটি বয়ে এনে ঢেলেছে তীরে। প্লাবনের স্রোত সেই মাটিকে ঠেলে নিয়ে গেছে দূরদূরান্তে, কোথাও বেশি, কোথাও কম। সংক্ষেপে এটাই পশ্চিমবঙ্গের পুরাভূমি ভূপ্রকৃতি। নীহাররঞ্জন রায় লিখছেন: 'এই ভূমির প্রাণদাত্রী নদ-নদীগুলির তীরে তীরেই বাঙালির প্রাচীনতম সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটেছিল, বাঙালির চাষবাস, ধান্য শস্যোৎপাদন, ঘরবাড়ি নির্মাণ, জীবনোপায়ের নানা পথ।' প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যাকে বলেন তাম্রাশ্মীয় পর্ব, পশ্চিমবঙ্গে তার সূচনা ১১০০-১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। অজয়, কুমুর, কোপাই অববাহিকার বসন্তপুর, রাজারডাঙা, গোস্বামীখণ্ড, মঙ্গলকোট, গঙ্গাডাঙা, কীর্ণাহার, চণ্ডীদাস-নামুর, বেলুটি, সুপুর, মন্দিরা, শালখানা, সুরথরাজার টিবি, যশপুর প্রভৃতি নানা জায়গায় প্রত্নানুসন্ধানে যে-সব নিদর্শন মিলেছে, তা প্রায় সব ওই তাম্রাশ্মীয়

যুগের। বর্ধমান শহরের ২৮/২৯ কিলোমিটার দূরে বাণেশ্বরডাঙায় উৎখননে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন মিলেছে। ময়ূরাক্ষী, বক্রেস্বর, অজয়, কুমুর, দামোদর অববাহিকায় শস্যশ্যামল এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল উন্নত সংস্কৃতি। এর সঙ্গে জলপথ ও স্থলপথে দেশ-বিদেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল।

উত্তরে অজয় ও দক্ষিণে দামোদরের মাঝে ৭,০০২ কিমি আয়তনের বর্ধমান জেলা। বর্ধমান নামের সঙ্গে জৈনধর্মের অতীত সম্পর্ক স্পষ্ট। মহাবীরের আর এক নাম বর্ধমান। বর্ধমানের অধিবাসীদের কাছে দুঃখের নদ দামোদর, যার উৎস বিহারের পালানৌ জেলার খামারপাট পাহাড়। 'দামুণ্ডা' কথার অর্থ মণ্ডাদের জল। সেই দামুণ্ডাই ক্রমশ দামোদরে পরিণত। এ নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৫৩৮ কিমি, যার মধ্যে বিহারের অংশটুকু ২২৮ কিমির। পুরুলিয়া ছেড়ে দিশেরগড় কোলিয়ারির কাছে বর্ধমান জেলা ছুঁয়ে অণ্ডাল, দুর্গাপুর ছাড়িয়ে, খণ্ডঘোষের কাছে বাঁকুড়া সীমানা ছেড়ে বর্ধমান জেলায় ঢুকেছে। এর পর বর্ধমান সদর ছাড়িয়ে শক্তিগড়ের কাছে প্রায় সমকোণে বেঁকে, জামালপুর হয়ে হুগলি ও হাওড়া জেলায় ঢুকে হাওড়ার শিবগঞ্জ গ্রামের কাছাকাছি



হুগলি বা ভাগীরথীতে পড়ছে।

বরাকরের উৎপত্তিস্থান ছোটনাগপুর মালভূমি। বাথানবাড়িতে এসে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে, মাইথন, বরাকর টাউন হয়ে দিশেরগড়ের কাছে দামোদরে পড়ছে। এই নদীর কাছে কল্যাণেশ্বরী মন্দির।

বর্ধমান-বীরভূমের সীমানা গড়েছে অজয়। এ নদের প্রবাহপথ পশ্চিম থেকে পূবে। বর্ধমানে এর উপনদী কুনুর। উখরা তিলবানির কাছাকাছি উৎপন্ন হয়ে মঙ্গলকোট থানার দেউলিয়ার কাছে অজয়ে মিশেছে। এ ছাড়া তুমনি বলে একটা ছোট

ঘরে হানা দেয় জানালা ঠেলে বিশ্বয়ে ভরা মেঘেরা প্রনবেশ সরকার

কলকাতা থেকে ৬৬৩ কিমিঃ ও শিলিগুড়ি থেকে ৮০ কিমিঃ দূরে ২১৮৫ মিঃ অর্থাৎ ৭১০০ ফুট উঁচুতে পশ্চিম বাংলার শিরে কোহিনুর মণি হয়ে দার্জিলিং-এর অবস্থান। রূপসী দার্জিলিং এর রূপের তুলনা হয় না, এখানের ঘরে হানা দেয় জানালা ঠেলে বিশ্বয়ে ভরা মেঘেরা। সামনেই চিরহরিৎ বর্ণ ঘনপল্লব বিটবী মণ্ডিত পর্বতরাজির বেষ্টিত সারা বছরই বরফে মোড়া ঘরে বসেই এই প্রভাতে সোনা গলানো তরঙ্গায়িত রেখায় তেমনই বার্চ হিল থেকে সূর্যাস্ত দেখার মত।

দার্জিলিং থেকে ৫৮ কিমি দূরত্বে বোটানিক্যাল ও জ্যুজিক্যাল গার্ডেনের ম্যাগনোলিয়া, রডোডেনড্রন, পাইন অচেনা ৬০০ এর বেশী অধিক প্রজাতির থেকে ২৩ কিমি দূরে ঘণ্টা সাতকের পথে



দিগন্ত প্রসারিত সমুহান কাঞ্চনজঙ্ঘা। রূপ পাগলপারা হয়ে ওঠে পর্যটকেরা। উদ্ভাসিত অপরূপা কাঞ্চনজঙ্ঘা।

সান্দাকফু পথ গিয়েছে প্রকৃতির গড়া মাঝখান দিয়ে।

আর সিলভার ফারে ছাওয়া-এ পথে চেন পাখির কুজন ক্লাস্তি ভোলায়। সান্দাকফু ৩৬০০ মিঃ উঁচুতে ফাক-লুট বা ফালুট

অর্থাৎ খোলা ছাড়ানো পাহাড়। পথের চারপাশে ঘেরা ঘন সবুজ উপত্যকা। এখানে থাকার ব্যবস্থাও আছে। কিভাবে যাবেন ফালুটে?

এ ব্যাপারে আপনাকে একদম মাথা ঘামানোর দরকার নেই, আপনি দার্জিলিং-এ উঠুন হোটেল সুরভিতে (Hotel Suravi Ph :- 0354-2254649) হোটেল সুরভির কর্ণধার অমিত দাস ও তন্ময় চৌধুরি। হোটেলে ১৬ টি রুম, টিভি, গিয়ার, কার্পেট। কাঞ্চনজঙ্ঘা ঘর থেকে দৃশ্যমান।

কনডাক্টেড ট্যুরঃ— দার্জিলিং-এ ৭টি পয়েন্ট। গঙ্গামায়া পার্ক, টাইগার হিল, রকগার্ডেন ও দুটি পয়েন্ট, কম খরচে ফেরার ব্যবস্থা করে দেয়।

খাবারের ব্যবস্থাঃ— সকালে ব্রেক ফাস্টে পুরি, সবজি, বাটার টোস্ট সঙ্গে অমলেট, দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে শুক্কো, আলুপোস্ত, ভাজা, ডাল, মাছের কালিয়া, চিকেন কারী। বিকালে চায়ের সঙ্গে ম্যাক্স, রাষ্ট্রে চাইনিজ ডিসের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। অথচ বাজেট খুবই কম। প্রতিজন থাকা খাওয়ার জন্য ২০০ টাকা করে নেয়। অবশ্য গ্রুপ বুকিং-এর ক্ষেত্রে এরা অনেকটাই কমিয়ে দেয়।

বিস্তারিত জানতে কলকাতা অফিসে আসুন অথবা ফোন করুনঃ— **PROMISE LAND, 83, S.P. Mukherjee Road, Debi Market,**

Room No.-33 (1st Floor) Kolkata-700 026 Ph:- 033-2465-6952 (D), 033-25861218 (R) Mobile- 9831345788/9831345775

বেথুয়াডহরি ছবি: শুভা বিশ্বাস



নদী আছে বর্ধমানে।

এক নজরে বর্ধমান

বর্ধমান শহর : ১৯৫৫ অবধি জমিদারি প্রথা চালু ছিল বর্ধমানে, যার নানা নিদর্শন ছড়ানো জেলা জুড়ে। বিজয়তোরণ পেরিয়ে রাজপ্রাসাদ, এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। পির বাহারামে আছে ফকির সাহেব এবং শের আফগানের সমাধি। কাঞ্চননগরের কঙ্কালী কালী, বোরহাটে কমলাকান্তের সাধনপীঠ, আলমগঞ্জে বর্ধমানেশ্বর শিব, নবহাটার ১০৮ শিবমন্দির দেখার মতো।

জৌগ্রাম : জলেশ্বর শিবের মন্দির— খ্রিস্টীয় দশম শতকের কোনও এক সময় তৈরি হয়। জৌগ্রাম নামের উৎপত্তি সম্পর্কে একদল গবেষকের বক্তব্য, জৈনধর্ম প্রবর্তক মহাবীর এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

কুলীনগ্রাম : হাটতলায় দেবী শিবানীর মন্দিরটি ৯৬৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১০৪১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। এ ছাড়া প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে আছে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির, মদনগোপাল জিউর মন্দির। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়কাব্য রচয়িতা (রচনাকাল ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ) মালাধর বসুর জন্মস্থান কুলীনগ্রাম। মালাধর বসু তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্বীকৃতি পান তদানীন্তন গৌড় সম্রাটের কাছ থেকে। গুণরাজ খান উপাধি দেওয়া হয় তাঁকে।

কালনা : কালনার খ্যাতি বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মচর্চার কারণে। বৈষ্ণব ও শাক্ত মতাবলম্বীদের পীঠস্থান। দেবী অম্বিকার নামে অম্বিকা কালনা বলে খ্যাত।

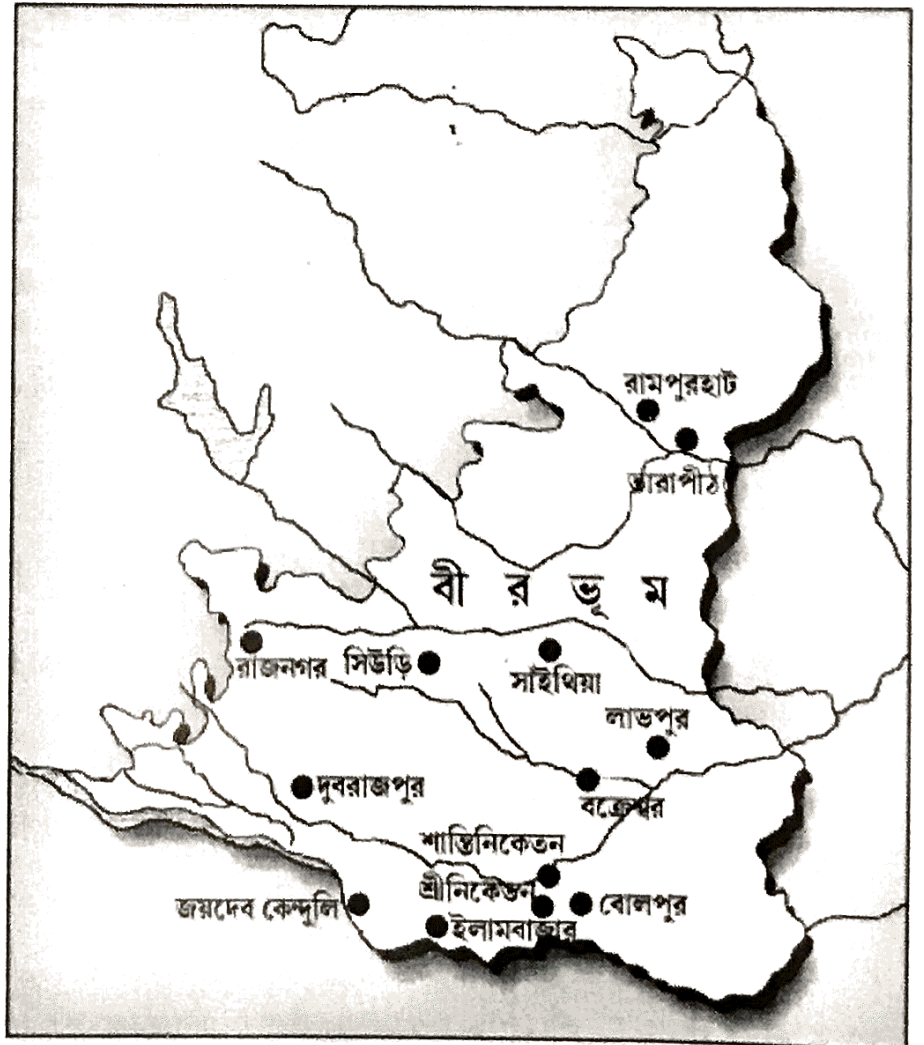
দুর্গাপুর : দামোদর তীরস্থ শিল্পনগরী। রয়েছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ৬৯২ মিটার লম্বা দুর্গাপুর ব্যারেজ। সাজানো গোছানো দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপ। দামোদরের লাগোয়া রাজ্য পর্যটন বিভাগের অতিথি নিবাসটিও চমৎকার।

আসানসোল : কয়লা কুঠির দেশ, আবার শিল্পনগরীও। এগারো কিলোমিটার দূরে কবি নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়া। কল্যাণেশ্বরী মন্দির বরাকর নদী সংলগ্ন।

রাজা ভোজবর্মার বেলাব লিপিতে সিদ্ধলগ্রামের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিকদের অনুমান, সিদ্ধলগ্রাম বর্তমান বীরভূমের সিধলগ্রাম। ছোটনাগপুর মালভূমি এসে মিশেছে বীরভূমে। নানা ধর্ম, নানা মন্দির, পাঁচ সতীপীঠ ভিন্নতর মাত্রা দিয়েছে ৪,৫৫০ বর্গ কিমি আয়তনের এ জেলাকে। জেলার পশ্চিম ও উত্তরে বিহারের পার্বত্যভূমি, পূবে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণে বর্ধমান। দুই প্রধান নদ-নদী অজয়, ময়ূরাক্ষী। এদের প্রকৃতির কথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

ময়ূরাক্ষীর জন্ম বৈদ্যনাথ ধামের ত্রিকূট পাহাড়। দুমকা সদর হয়ে দক্ষিণ-পূর্বগামিনী ময়ূরাক্ষী বীরভূমে ঢুকেছে। সিউড়ি, সাঁইথিয়া, পাঁচখুপি হয়ে চলে গেছে মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমায়। উল্লেখযোগ্য উপনদী পুশকানি।

ময়ূরাক্ষী থেকে বেরিয়ে ডাওকি নদী কানা নদীর সঙ্গে মিশে কান্দি মহকুমায় চলে



গেছে। বিহারের পার্বত্যভূমি থেকে বেরিয়ে মহম্মদবাজারের কাছে বীরভূমে ঢুকে রামপুরহাট হয়ে মুর্শিদাবাদ চলে গেছে দ্বারকেশ্বর নদ।

বাঁশলৈ-এর জন্ম বিহারের বাঁশবাহাড় থেকে। পালসার কাছে বীরভূমে ঢুকে পুৰবাহিনী। মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীতে মিশেছে।

অজয় : বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমানা নির্দেশক এ নদের প্রভাব বীরভূমের জনজীবনে ময়ূরাক্ষীরই মতো। পলাশখলির কাছে বীরভূমে ঢুকে পাণ্ডবেশ্বর, ভেদিয়া ছেড়ে পুবে প্রবাহিত। মঙ্গলকোট, ইলামবাজার, সুপুর, জয়দেব-কেঁদুলি প্রভৃতি প্রাচীন জনপদ অজয়ের তীরে তীরে। এ নদের উল্লেখ করেছেন গ্রিক ঐতিহাসিক টলেমি। এখানে প্রধান উপনদী হিংলা।

বক্রেশ্বরের উৎপত্তি সাঁওতাল পরগনার সুদ্রাখিপুর গ্রামের কাছে। এর পর বক্রেশ্বর উষ প্রবণের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পার্বতীপুরে মিশেছে চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গে। তার পর এ নদী মিশেছে কোপাই-এর সঙ্গে। এ ছাড়াও সিদ্ধেশ্বরী, নুনবিল, যমুনা, পলাশি, গভীরা, চিল্লা এরকম কিছু ছোট নদী-নালা আছে বীরভূম জেলায়।

এক নজরে বীরভূম

ললাটেশ্বরী মন্দির : রামপুরহাট থেকে নলহাট ১৬ কিমি। সাঁওতাল পরগনার লাগোয়া গ্রামে ছোট টিলার ওপর মন্দির। একান্ন পীঠের এক পীঠ। কারও মতে, সতীর নলা (কনুইয়ের নিম্নভাগ) পড়েছিল, কারও মতে ললাট। একই টিলার ওপর মন্দির আর শহিদ মাজার শরিফ। বর্গিদের সঙ্গে যুদ্ধে শহিদ হন পির কেবল আশা। তাঁরই স্মৃতিতে মাজার। বিচিত্র এক নিমগাছ আছে মাজার এবং মন্দিরের মাঝখানে। মন্দিরমুখো পাতা তেতো, মাজারমুখী পাতা ততটা নয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া গেছে প্রাচীন, মধ্য, প্রস্তরযুগের নানান অস্ত্রশস্ত্র।

মল্লারপুর : রামপুরহাট-সাইথিয়ার মাঝে মল্লারপুরে ২৫টি মন্দিরের এই গ্রাম আনুমানিক ১২-১৩ শতকের।

সাইথিয়া : সতীর কণ্ঠনালি বা কণ্ঠহার পড়েছিল বলে লোকবিশ্বাস। ১৩১০ বঙ্গাব্দে তৈরি নন্দকেশ্বরী মন্দির।

তারাপীঠ : প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে। নতুন মন্দির তৈরি হয় ১২২৫ বঙ্গাব্দে। টেরাকোটার আধাচালা মন্দির। টেরাকোটায় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে রয়েছে সপরিবার দেবী দুর্গা। বশিষ্ঠ এবং বামাক্ষ্যপার সিদ্ধপীঠ। সতীর উর্ধ্বনেত্রমণি এখানে পড়েছিল বলে কথিত। জীযৎকুণ্ড নামে এক পবিত্র কুণ্ড আছে।

একচক্রাগ্রাম : তারাপীঠের সাত কিমি দূরে মহাভারতবর্ণিত একচক্রাগ্রামে পাণ্ডবরা বাস করেছিলেন ব্রাহ্মণবেশে অজ্ঞাতবাসের সময়। পাণ্ডবতলা নামে একটি জায়গা আছে। পাশের অসুরালয় গ্রামে নাকি বিবাহ হয়েছিল ভীম-হিড়িম্বার। চৈতন্যদেবের অন্যতম ভক্ত ও পার্শ্বচর নিত্যানন্দের জন্ম হয়েছিল বীরচন্দ্রপুরের কাছে গর্ভাবাসে। গর্ভাবাস বৈষ্ণবদের পরমতীর্থ।

ডাবুক : বীরচন্দ্রপুর থেকে তিন কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এই শৈবতীর্থ। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে ৮০ ফুট উঁচু অনাদি শিবলিঙ্গের মন্দির তৈরি হয় ভিক্ষালব্ধ অর্থে।

কোটাপুর : কথিত, অজ্ঞাতবাসকালে এখানেও ছিলেন পাণ্ডবরা। মদনেশ্বর শিবমন্দির আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রদীপ আকৃতি বিরাট পাথরখণ্ডকে কুস্তীর প্রদীপ বলা হয়। আছে বকাসুরের মালাইচাকি।

নানুর : লোকগাথা অনুযায়ী বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। যদিও গবেষকরা একমত নন। চণ্ডীদাসের রজকিনী প্রণয় বৃত্তান্ত



কাঞ্চনজঙ্ঘার অসাধারণ মোহিনী রূপ পাগল করে তোলে প্রনবেশ সরকার

পশ্চিম সিকিমের মধ্যমণি গেজিং থেকে পেমিয়াং-শি পেরিয়ে আরও ৩ কি.মি যেতে ২০৮৫ মিঃ উচ্চে ছোট পাহাড়ি জনপদ পেলিং। বাম থেকে ডাইনে সারি দিয়ে দাড়িয়ে কোকতাং, কুন্তকর্ণ, রাতেং, কাত্রে ডোম, কাঞ্চনজঙ্ঘা, পাতিম, জোপুনো, সিঙো, নারসিং, সিনিয়লু ছাড়াও খ্যাত অখ্যাত নানান পাহাড় শিখর।

দিনরাত জুড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার অসাধারণ মোহিনী রূপ পাগল করে তোলে। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলোয় এক অসাধারণ রূপ ধারণ করে পেলিং। উদ্ভিত সূর্যের এক অনন্য রূপ দেখুন কাঞ্চনজঙ্ঘায়। মস্ত এক প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটি যেন—ক্ষনে ক্ষনে রঙ বদলায়। গাড়ি পথে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের সবচেয়ে কাছে তাই যথেষ্ট পূলার আজ পেলিং। বসন্তের ফুলদল মোহময় করে তোলে পেলিং-এর প্রকৃতি। আর পাঁচটা পাহাড়ি শহরের মতো ম্যালের অভাব পেলিং-এ। তবে হেলিপ্যাডটি পেলিং-এর ম্যাল। পায়ে হেঁটে লোয়ার পেলিং-এ কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রেনিং সেন্টার দেখে নিন। হেলিপ্যাডের দঃ পশ্চিমে ঘণ্টা দেড়েক ৪ কিমি পায়ে চলা সড়ক বনপথে ৯০০ ফুট উঁচু পাহাড়চুড়োয় সিকিমের প্রাচীনতম সাসা চোলিং মনাস্টি। পাশেই বিশাল চোর্টেন, তুষার শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘাও সুন্দর দৃশ্যমান। রডোডেনড্রন ছাড়াও নানান ফুলে-ফলে ভর্তি পথের চারপাশ। তেমনই হেমলক, ম্যাগনোলিয়া রডোডেন ফুলের উপত্যকা ভার্সেও দৃশ্যমান মনাস্টি থেকে। পেলিং থেকে ট্রেক করে ৩ দিন বেড়িয়ে নেওয়া যায় ফুলের উপত্যকা ভার্সে।

পেলিং থেকে ২০০ কিমি দূরে রিমবি ফলস। পাশেই রিমবি হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট। রিমবি থেকে ১৪ কিমিঃ দূরে কিংবদন্তি খ্যাত লেপচাদের হোলি লেককেচিপেরি বাইচ্ছাপুরণের সরোবর। ইচ্ছাপুরণের জন্য খ্যাত ১৮২০ মিঃ উঁচু কেচিপেরির চারপাশ প্রেয়ার ফ্ল্যাগ ও গাছগুলিতে ছাওয়া, তবে পাতা পড়ে না লেকের জলে। পড়লেও পাখিরা হেঁ মেরে তুলে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। স্নানে পুণ্য হয় — নানান ব্যাধির উপসমও মেলে লেকের স্বচ্ছ জলে। জনশ্রুতি, যে কোনও কামনা পূরণ উইশিং লেক কেচিপেরিতে। আর আছে ছোট ছোট শুষ্ক লেকের ধারে।

ফেব্রুয়ারি মার্চের উৎসবের সময় হিন্দু ও বৌদ্ধরা প্রার্থনার সাথে কাঠের খোলায় প্রদীপ ভাসায়। পেলিং থেকে ২৯ কিমিঃ দূরে ২ টি পাহাড়ের খাঁজে ৩০০ ফুট উঁচু থেকে দুর্দম বেগে নামা কাঞ্চনজঙ্ঘা-আকর্ষণে অনবদ্য। সূর্যালোকের রামধনুর ৭ রঙ প্রতিভাত হয়— তাই রেইনবো ফলসও বলে থাকে। এখান থেকে ৬ কিমিঃ দূরে ইয়াকসাম। কিভাবে যাবেন ও কোথায় থাকবেন? আপনি কাঞ্চনকন্যা, কামরূপ বা দার্জিলিং মেল ধরে চলে আসুন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে, সেখান থেকে জিপে করে পেলিং-এ। উঠুন আপনার পেলিং-এ হোটেল সিনিওলচুতে। 094341-03373(03595-258572)

হোটেল সিনিওলচুর কর্ণধার গৌতম সাহার, তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন বিশেষ প্যাকেজ পেলিং সহ হিলে, ভার্সে, ও ইয়াকসামের। পেলিং-এ হোটেল সিনিওলচুর প্রতি রুম থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃশ্যমান। রুমে কার্পেট, গিঞ্জার ও কালার টিভি। বর্তমানে ২৪ ঘণ্টা রুম সার্ভিস। হোটেলের ভিতর একটি অনবদ্য রেইনবো স্ট্রিম আছে, যেখানে আপনি পাবেন বাঙালী রান্নার সমস্ত পদ তাছাড়া চাইনিজ ফুডের ও ব্যবস্থা। বিস্তারিত অধ্যয়নসন্ধানের জন্য কলকাতা অফিস 2548-8074 (0) 98302-66450 ডানকুনি অফিস 2659-5182

এখানকার লোকমুখে। চতুর্দশ শতকের কবি চণ্ডীদাস প্রথমে শাক্ত ছিলেন। পরে বৈষ্ণব হন। তাঁকে হত্যা করেন কীর্ণাহারের নবাব কিলঘিস খাঁ। চণ্ডীদাসের মন্দিরটিও ধ্বংস করা হয়। সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকে স্থানীয় তিলি সম্প্রদায়ের মানুষরা ধ্বংসস্থাপ থেকে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন। কবির আরাধ্য দেবী বীণাপাণি সরস্বতী।

লাভপুর : সতীপীঠ। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। ফুল্লরা দেবীর মন্দিরের জন্য খ্যাত। ১৩০২ বঙ্গাব্দে তৈরি মন্দিরে কচ্ছপাকৃতি শিলাখণ্ডই দেবী ফুল্লরা। মন্দির সংলগ্ন মজে যাওয়া দিঘি ঘিরে জনশ্রুতি, অকালবোধনে রামচন্দ্র এখান থেকেই ১০৮ নীলপদ্ম সংগ্রহ করেন।

বোলপুর-শান্তিনিকেতন : মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী হাতসম্পদ ফিরে পাওয়ার আশায় দেবী চণ্ডীকে তুষ্ট করতে মহারাজ সুরথ লক্ষ বলি দেন। সেই থেকে বলিপুর কালক্রমে বোলপুর হয়ে যায়।

শান্তির আশ্রয় খুঁজে পান অন্য এক মনীষী। ১৮৬১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০ বিঘা জমি কেনেন। ১৮৭৩ সালে এলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০১ সালে ৫ জন মাত্র ছাত্রকে নিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম তৈরি করলেন। ১৯২১-এ বিশ্বভারতী

সোসাইটি। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেল। পাঠভবন, শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, বিনয়ভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, চীনাভবন, হিন্দিভবন, কেন্দ্রীয় পাঠাগার আর সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতন নিয়ে বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন। উত্তরায়ণ, উদয়ন, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচি— নানা নামের বাড়িগুলি রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত।

কঙ্কালীতলা : প্রান্তিক স্টেশন থেকে সোজা পথে কঙ্কালীতলা। আর এক সতীপীঠ। সতীর কাঁকাল বা কোমরের অংশ এখানে পড়েছিল বলে কথিত। কুণ্ডের পাড়ে দেবী মন্দির। চৈত্র সংক্রান্তিতে তিন দিনের মেলায় দূরদূরান্তের মানুষের ভিড়।

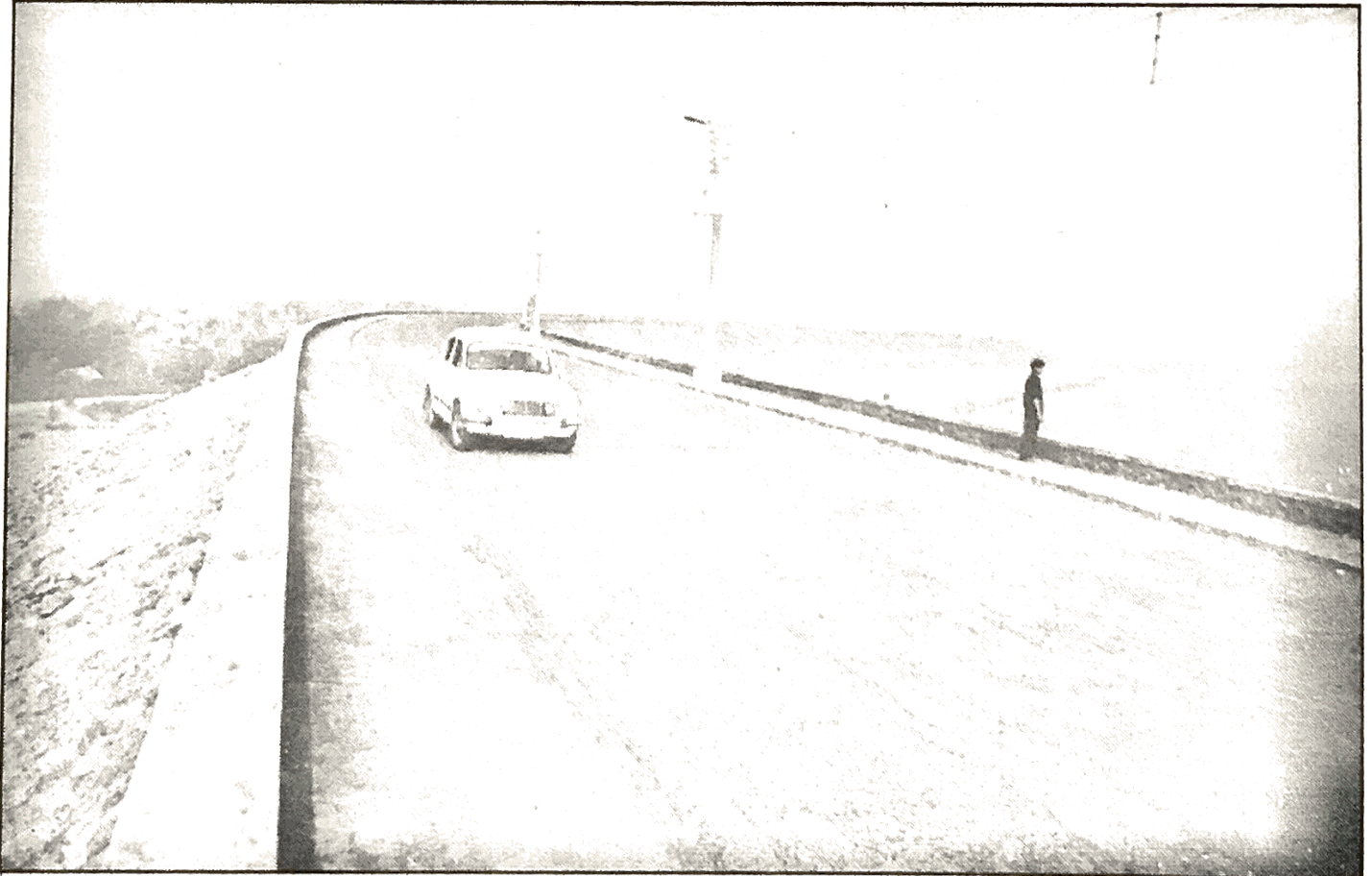
বক্রেস্বর : অতীতে অষ্টাবক্র বা আটবেঁকা মূর্তির সাধনস্থল ছিল বলে কথিত। ব্রহ্মকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, জীবনকুণ্ড, চন্দ্রকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড— বক্রেস্বরের উষ্ণ প্রশ্রবণগুলির জনপ্রিয়তা আছে। উষ্ণতা ৩৬°-৬৭° সেন্টিগ্রেড। অগ্নিকুণ্ডের জল সবচেয়ে গরম। কুণ্ডের জলে সালফার আছে। হিলিয়াম গ্যাসের সম্ভান মিলেছে। বক্রনাথ শিবের বক্রেস্বরধাম ও মহিষমর্দিনীর মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড় হয়।

মাসাঞ্জোর : চারপাশে পাহাড় ঘেরা মনোরম

নিসর্গের মাঝে ২,০০০ ফুট দীর্ঘ নদীবাধ। জলাধার এবং পাকটিও সুন্দর।

পাথুরাজার টিবি : অজয় তীরবর্তী বনকাটি গ্রাম সংলগ্ন ইলামবাজারের একটি দূরেই বিখ্যাত পাথুরাজার টিবি। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বনকাটি গ্রামে পাওয়া গেছে খ্রিস্টপূর্ব ১১০০-১২০০ বছরের তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন, নরকঙ্কাল সমেত কয়েকটি সমাধি, লাল কালো মাটির পাত্র, তামার তৈরি বালা, আংটি, কাজল পরার কাঠি। আবিষ্কৃত হয়েছে বাস্তবনিদর্শন, পোড়ামাটির টালি, লোহার তৈরি ফলা, তীক্ষ্ণ সুচ। একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন কালো রঙের স্টিয়াটাইট পাথরে খোদিত সিলমোহর, যার ওপর খোদিত একটি মাছ ও ঢেউ খেলা রেখা। এই চিহ্নগুলি থেকে ইংরেজ গবেষক মাইকেল রিডলে অনুমান করেন ৩,৫০০ বছর আগে ভূমধ্যসাগরের ক্রিট দ্বীপের সঙ্গে নৌ-বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল প্রাচীন বাংলার এই অঞ্চলের।

১৩,৭২৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত এ রাজ্যের সবচেয়ে বড় জেলা মেদিনীপুরের ভৌগোলিক গড়নটা তিন রকম। পশ্চিম-উত্তরে মালভূমি, মাঝে কিছুটা বদ্বীপ অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বে বালিয়াড়ি দিয়ে তৈরি উপকূল অঞ্চল। ল্যাটেরাইট ছাড়া এঁটেল, দোআঁশ, বেলে দোঁআঁশ মাটি পাওয়া



যায়। জমিও উর্বর। দক্ষিণ-পূর্বমুখে জমির ঢাল। সংলগ্ন বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়ার মতোই সুপ্রাচীন মেদিনীপুরের ইতিহাস। পুরাণে তাম্রলিপ্তের (অধুনা তমলুক) বহু উল্লেখ। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তের প্রথম উল্লেখ। জাতকের গল্পে, বৌদ্ধগ্রন্থে তাম্রলিপ্তের বর্ণনা বৃহৎ নৌ-বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে। পেরিপ্লাস, টলেমি, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ এবং ইংসিঙের বিবরণে তাম্রলিপ্তের কথা এসেছে বহুবার। দণ্ডভুক্তির (অধুনা দাঁতন) নামও উল্লিখিত হয়েছে। কষোজরাজ নয়পালদেবের ইরদা তাম্রপট্রে দাঁতনের (দণ্ডভুক্তি) একটি গ্রাম জনৈক ব্যক্তিকে দান করা হচ্ছে। গ্রহীতা সেখানকার বাস্তুভিটে, জলাধার, 'গর্ত', আঁস্তাকুড় সবই ভোগদখল করার অধিকার পাচ্ছেন ওই তাম্রপট্রের নির্দেশ অনুসারে। প্রশ্ন উঠবে, ইঠাং 'গর্ত' কেন। দাঁতন সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ার কারণে জোয়ারে ঢোকা সমুদ্রের নোনা জল গর্তে সঞ্চিত হত। পরে, রোদে নোনা জল শুকিয়ে তৈরি হত নুন। বহু প্রাচীন এ ব্যবসা। সেজন্য গর্তের স্বত্বাধিকারও যে প্রয়োজন!

মেদিনীপুরের প্রধান নদ-নদী রূপনারায়ণ ও কংসাবতী। শিলাবতী— দ্বারকেশ্বর যুক্ত হয়ে রূপনারায়ণ নদের সৃষ্টি।

শিলাবতী (শিলাই)— বাঁকুড়া ছেড়ে গড়বেতা, খড়কুসমা, নাড়াজোল হয়ে দ্বারকেশ্বরে পড়ছে।

দ্বারকেশ্বর— হুগলি জেলা ছেড়ে ঘোড়দহের কাছে দামোদরে মিশে ঘাটালে

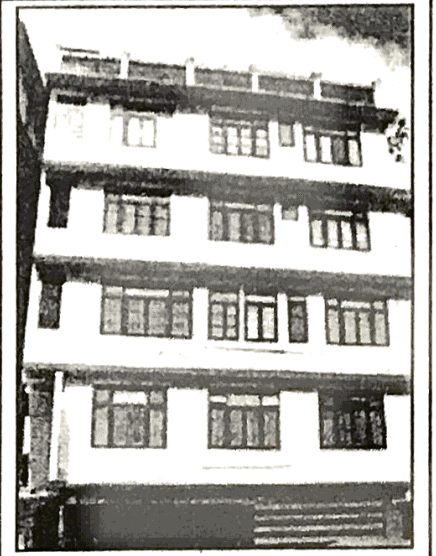
এসে শিলাবতীর সঙ্গে মিশছে। মিলিত জলধারার নাম রূপনারায়ণ।

৮০ কিমি দীর্ঘ রূপনারায়ণ ঘাটাল থেকে পূর্বে প্রবাহিত হয়ে কোলাঘাট ছেড়ে গোঁয়াখালিকে দক্ষিণপাড়ে রেখে হুগলি নদীতে পড়ছে। হাওড়া-মেদিনীপুর জেলার সীমানা নির্দেশক এই নদ। ঘাটাল, কোলাঘাট, তমলুক, মহিষাদল এ নদের দক্ষিণতীরে। কংসাবতী ঢুকছে বাঁকুড়া হয়ে। বাঁকুড়া ছেড়ে এ জেলায় ঢুকে তারাফেণী, ভৈরববাঁকি, কুপিন নদীর সঙ্গে মিশছে। মেদিনীপুরের প্রায় মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে কংসাবতী। চলার পথটিও দীর্ঘ। কেশবপুরের কাছাকাছি কেলেঘাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাম নিয়েছে হলদি নদী। হলদিয়া বন্দরের কাছে হুগলি নদীতে (ভাগীরথী) পড়ছে হলদি।

কালিয়াঘাই (কেলেঘাই)— ঝাড়গ্রামের কলসিডাঙা থেকে বেরিয়ে জালপাই-এর কাছে কাঁসাই নদীতে পড়ছে।

সুবর্ণরেখা— মূলত বিহার-ওড়িশার নদী। সুবর্ণরেখার চলার পথ ৪৭৭ কিমি দীর্ঘ। গোপীবল্লভপুর, হাতিবাড়ি হয়ে দাঁতনের কাছে ওড়িশায় ঢুকছে। সুবর্ণরেখা তীরে গোপীবল্লভপুর এক প্রাচীন তীর্থ।

ডুলুং— সুবর্ণরেখার উপনদী। এই ডুলুং, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, তারাফেণী নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম মহকুমা সন্নিকটবর্তী এলাকায় প্রাগৈতিহাসিক মানব বসতির নিদর্শন, তামা নিষ্কাশনের চুল্লি, পাথর ও তামার হাতিয়ার পাওয়া গেছে। ঝাড়গ্রামের লালজল গ্রাম, গোপীবল্লভপুরের পাতিনা গ্রামে আদি



গ্যাংটকে

এম. জি. মার্গের উপর

হোটেল শেরণা

সুসজ্জিত ঘর, গিজার কার্পেট
ও প্রতিটি রুমে টি ভি সহ

গ্যাংটক থেকে

প্রতিদিন

ইয়ুমথাঙ প্যাকেজ

এক রাত্রি দুই দিন

অথবা দু রাত্রি ৩ দিন।

গ্যাংটক থেকে ছাসু লেক বাবা

মন্দির ও নাখুলার গাড়ি ও

প্যাকেজের বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ

HOTEL SERNYA

M. G. Marg,

Gangtok 03592-202384

ঝাড়গ্রাম অফিস

09434169623

কলকাতা বুকিং

2466-8074 / 2476-9931 /

2248-6850 / 2486-0583 /

2234-9454 / 2863-1365



হাতিবাড়ি ছবি: অভিজিৎ ভট্টাচার্য

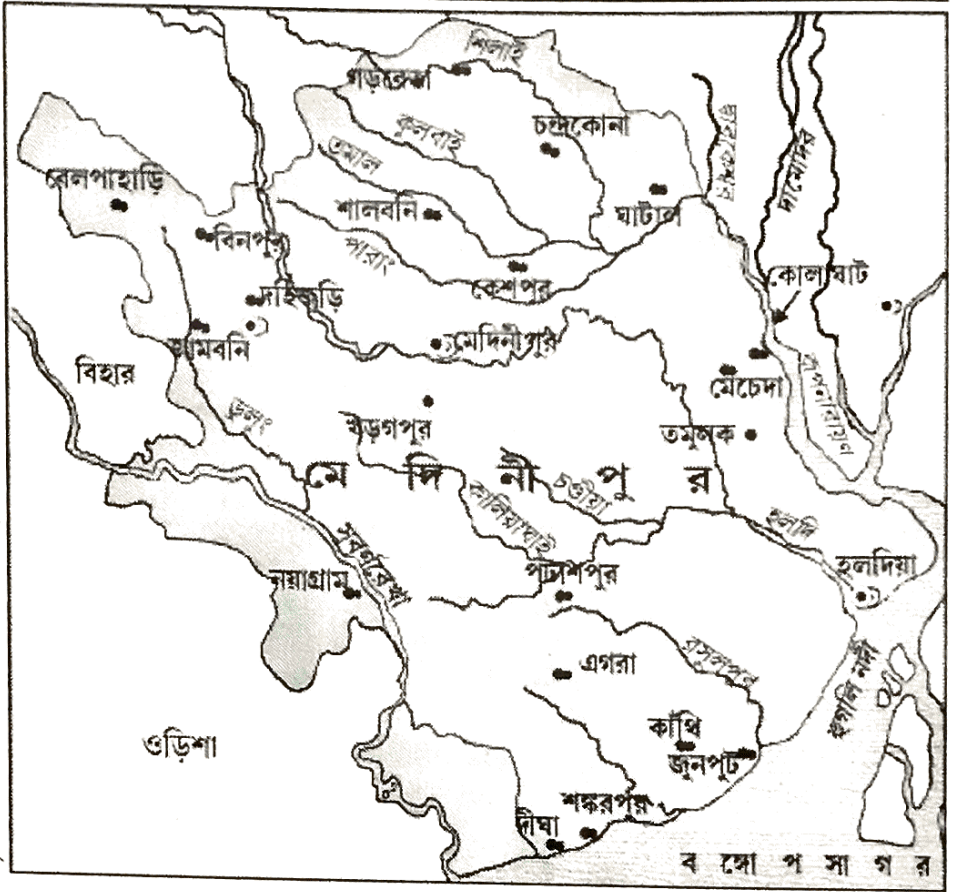
গুহামানবের গুহার সন্ধান মিলেছে।

মেদিনীপুর জেলায় এ ছাড়াও আছে কুলবাই, তমাল, পারং, ক্ষীরাই, রসুলপুর নদী।

এক নজরে মেদিনীপুর

তমলুক : শুঙ্গ, মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও মধ্যযুগের অসংখ্য পুরাবস্তু পাওয়া গেছে তমলুক ও সন্নিহিত এলাকা থেকে। অদূরে রূপনারায়ণ ও সমুদ্রের অবস্থান প্রাচীন বন্দরনগর তাম্রলিপ্তের গড়ে ওঠার কথা সমর্থন করে। তাম্রাশ্মীয় পর্বের আদিম সভ্যতার নিদর্শনও মিলেছে। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকের পদ্ম, চক্র, হস্তী, মৃগ, সিংহ চিহ্নিত মুদ্রা পাওয়া গেছে রূপনারায়ণের পুরনো খাত থেকে। মিলেছে মোগল, পাঠান আমলের মুদ্রা। ভীমবাজার এলাকায় প্রসিদ্ধ বর্গভীমার দেউলটি অনেকের ধারণায় এককালে মহারাজ অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ ছিল। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ এটি দেখেছিলেন। মন্দিরপ্রধান তমলুকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মন্দির হল রামজিউর সপ্তরথ দেউল, চারচালা জগমোহন, জিষ্ণু হরির সপ্তরথ দেউল। জিষ্ণু হরির সপ্তরথ দেউলে সেন আমলের পাথরের দুটি বিষ্ণুমূর্তির পূজা হয়।

ঝাড়গ্রাম : শাল, পিয়াল, মহুয়া ঘেরা



ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ি, মৃগদাব দর্শনীয়।

বেলপাহাড়ি : ঝাড়গ্রাম থেকে ৪৫ কিমি দূরে শালে ছাওয়া পাহাড়ি গ্রাম।

কাঁকড়াঝোড় : কুসুম, শাল, সেগুন, মহুয়া, আকাশমণি গাছ নিয়ে ৯,০০০ হেক্টরের গভীর জঙ্গলে ভাল্লুক, বুনো শুয়োরের দেখা

ছবি: পলাশ দাসগুপ্ত



মেলে। দলমার হাতিরাও আসে এ অঞ্চলে।

বেলপাহাড়ি ও কাঁকড়াঝাড় যাওয়ার আগে পর্যটকদের অনুরোধ সর্বশেষ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাচাই করে নেবেন।

পাথরা : মেদিনীপুর শহর থেকে কিছু দূরে কংসাবতীর গা ঘেষে পাথরা গ্রামে দুশো বছর আগের বেশ কিছু মন্দির রয়েছে। পাথরায় প্রাচীনতম বৌদ্ধ, জৈন সংস্কৃতির নিদর্শন মিলেছে। খ্রিস্টীয় নবম শতকের মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ দেবতা লোকেশ্বর ও ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণুর সমন্বয়সূচক পাথরের বিষ্ণু লোকেশ্বর মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। কাছাকাছি বালিহাটি এবং জিনশহরেও আবিষ্কৃত হয়েছে জৈন মূর্তির ভগ্নাংশ, জৈন দেউলের ধ্বংসাবশেষ।

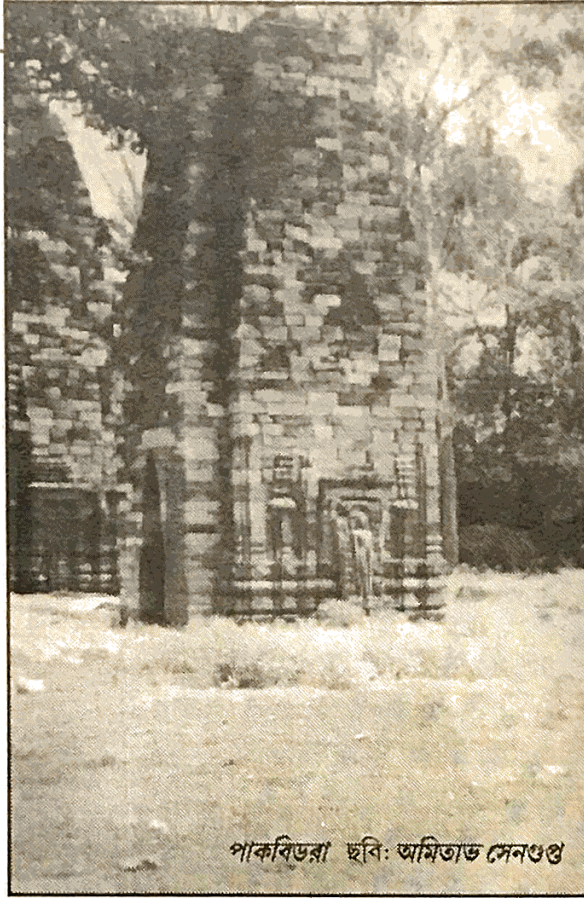
উপকূলবর্তী মেদিনীপুর

দীঘা : উপকূল বাংলার অন্যতম আকর্ষণ বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী দীঘা। ঝাউবন, বালিয়াড়ি, সমুদ্র, মাদুর আর ঝিনুকের সামগ্রী সবই মিলবে। রাজ্য সরকারের তৈরি অমরাবতী লেক, এশিয়ার বৃহত্তম অ্যাকোরিয়াম, দীপক মিত্রের সর্পোদ্যান এবং সায়েন্স মিউজিয়াম রয়েছে।

শঙ্করপুর : দীঘা থেকে এগারো কিলোমিটার দূরে নিরলা সৈকত, বালিয়াড়ি, ট্রলার সারাবার কারখানা, জাল তৈরি, সমুদ্রগামী ধীবরদের ব্যস্ততা সব মিলিয়ে আকর্ষণীয় শঙ্করপুর। কিছু দূরের মোহানায় চম্পানদী মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

হলদিয়া : হলদি নদীর তীরে এ রাজ্যের নতুন শিল্পনগরীর সৌন্দর্যও সুন্দর। পেট্রোকেম প্রকল্প গড়ে উঠেছে। সাজানো টাউনশিপের কোলঘেঁষে বয়ে চলা হলদি নদীর পাড়ের সান্ধ্যকালীন ও ভোরের দৃশ্য মনোরম।

বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া নিয়ে অতীতের মল্লভূম। প্রাচীন মল্লরাজ্যের সীমা ছিল উত্তরে বীরভূম, দক্ষিণে শিলাবতী নদী, পূর্বে গড় মান্দারণ এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের ভূবনখ্যাত টেরাকোটা মন্দিরগুলির নির্মাতা, মার্গীয় সঙ্গীতে বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ঘরানার



পাকবিড়রা ছবি: অমিতাভ সেনগুপ্ত

পৃষ্ঠপোষক, বাঁকুড়ার মল্লরাজার ক্ষত্রিয় ছিলেন, না অন্যর্য— এ নিয়ে মতভেদ যাই থাক, বঙ্গ সংস্কৃতির সার্বিক মূল্যায়নে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের অবদান সোনার হরফেই লেখা থাকবে।

প্রাগৈতিহাসের স্বাক্ষর বাঁকুড়ার ১,৪৪২ ফুট উঁচু সাড়ে তিন কিলোমিটার বিস্তৃত ঘন জঙ্গলে ঢাকা শুশুনিয়া পাহাড়ে। এই শৈল উপত্যকায় পাওয়া গেছে হাজারেরও বেশি অ্যাশিউলীয় বা আদি-প্রত্নাত্মীয় হাতকুঠার। মিলেছে কোয়ার্টেনারি যুগের বিলুপ্ত প্রাণিকুলের জীবাশ্ম। যার মধ্যে হাতি, সিংহ, ঘোড়া, গবাদি পশু, মহিষ, জিরাফ আছে। প্রাচীন প্রাণী জীবন বিশেষজ্ঞ অরুণকুমার দত্তের এক নিবন্ধে জানা যাচ্ছে, শুশুনিয়ার সিংহ ছিল ভারতের জীবিত সিংহের চেয়েও বৃহৎ আকারের। শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহায় রাজা চন্দ্রবর্মনের শিলালিপিতে (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক) পুষ্করণ নামের নগরের উল্লেখ আছে। দামোদর নদের তীরস্থ এখনকার পোখরনা/পাখান্নাই সেই পুষ্করণ, শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর-পূর্বে যার অবস্থান। গুপ্ত আমলের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনও পাওয়া গেছে পোখরনায়। জৈন ধর্মের বিস্তারও ঘটেছিল অতীতে এ জেলায়। দামোদরের তীরে মদনপুর, বিহারীনাথ, দ্বারকেশ্বরের তীরে বহলাড়া, ধরাপাট, শিলাবতী তীরে হাড়মাসড়া, এমন বহু অনামী গ্রামাঞ্চলে প্রাচীন প্রত্ননিদর্শন ছড়ানো-ছেটানো। মহাযান-বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রসারও ছিল,

নতুন স্পট

কলকাতা থেকে মাত্র
৪ ঘন্টা দূরত্বে সমুদ্র তীরে
বাঙালী পরিবেশে
মন্দেরমুণীতে রিসর্ট

নিজস্ব হোটেল

দীঘা লাভা পুরী
গ্যাংটক পেলিং রিসপে

হোটেল বুকিং

দার্জিলিং সিমলা
মানালী নৈনিতাল
কৌশানী রাণীক্ষেত
হরিদ্বার দেৱাদুন
মুসৌরী দিল্লী আগ্রা

গ্যাংটক, ছাঙ্গু, নাখুলা,
ইয়ুমথাঙ, রাবাংলা,
পেলিং ও ইয়ুমথাঙ
প্যাকেজ প্রতিদিন

৩০শে এপ্রিল ও ১৫ই
মে সিমলা কুলু, মানালী
প্যাকেজ / গাড়ী ও
হোটেলের জন্য

TRAV-CONS

২৮, বি. বি. গাঙ্গুলী
স্ট্রীট, কোলকাতা - ১২
ফোন - ০৩৩ ৩০৯৩৩৭৩৮ /
৩২০২২৫৩৫ / ২৮৬৩-১৩৬৫
ই-মেল - travcons@yahoo.co.in

মুকুটমণিপুর ছবি: দীপক গুপ্ত



যা পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক শাস্ত্রধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। জেলার মূল নদ-নদীগুলো হল দামোদর, শিলাবতী, কাঁসাই, ধলকিশোর বা দ্বারকেশ্বর, আড়কুশা, গন্ধেশ্বরী।

পুরুলিয়া ছেড়ে বাঁকুড়ায় ঢুকেছে দামোদর। ইন্দাস গ্রাম ছাড়িয়ে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ। ধলকিশোর বা দ্বারকেশ্বর নদ বিষুপুুরের পাশ দিয়ে আরামবাগ হয়ে হুগলি জেলায় ঢুকেছে। পুরুলিয়া থেকে গন্ধেশ্বরীর বাঁকুড়ায় প্রবেশ। বাঁকুড়ার প্রতাপপুরের কাছে ধলকিশোরে এসে মিলেছে। এই দুই নদীর সঙ্গমের কাছে বাঁকুড়া শহর।

শিলাবতী পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়ায় ঢুকে হাড়মাসড়া, সিমলাপালের মাঝে প্রবাহিত হয়ে জয়পাভার সঙ্গে মিশে চলে গেছে মেদিনীপুর।

আড়কুশা বাঁকুড়ারই নদী। জন্ম বাঁকুড়ার ইঁদপুরে। সেখান থেকে ছাতনা থানার হানুলিয়ায় মিশেছে দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে। আড়কুশা তীরে দেউলভিড়ায় প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

কাঁসাই পুরুলিয়া ছেড়ে বাঁকুড়ায় ঢোকার মুখে মুকুটমণিপুরে কুমারী নদীর সঙ্গে মিলেছে। এখানেই কংসাবতী (কাঁসাই) ড্যাম। সম্মিলিত জলধারা গেছে রানীবাঁধ, রাইপুর, সারেসা হয়ে মেদিনীপুর জেলায়।

এ ছাড়া বোদাই, শালি, বিড়াই, আমোদর, জয়পাভা, ভৈরববাঁকি, তারাজুলি এরকম কিছু ছোট নদী আছে বাঁকুড়ায়। আর আছে ১৮০০ শতকে বিষুপুুর রাজার গণিতজ্ঞ শুভঙ্করের কাটা শুভঙ্কর দাঁড়া ও খাল।

এক নজরে বাঁকুড়া

বিষুপুুর— লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, গাতাতবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, শ্যামবাঁধ, পোকাবাঁধ— এমন অনেক বিশাল জলাশয় রয়েছে বিষুপুুরে। এগুলো ব্যুহের মতো রক্ষা করত পরিখাঘেরা মল্লরাজাদের রাজপ্রাসাদকে।

দলমাদল কামানটি ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের। গোপাল সিংহ তখন মল্লভূমের রাজা। ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা বর্গি বাহিনীর আক্রমণ ঠেকাতে ৩.৮ মিটার অর্থাৎ সাড়ে বারো ফুট লম্বা এই কামানটি তৈরি হয়েছিল। দলমর্দন থেকে দলমাদল।

আছে ছিন্নমস্তার মন্দির।

রাসমঞ্চ— ১৫৮৭-তে বীর হাঙ্গিরের তৈরি। ৫ ফুট উঁচু, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মিলিয়ে ৮০ ফুট। ঝামা পাথরের অভিনব স্থাপত্যরীতির মঞ্চ।

মদনমোহন মন্দিরের টেরাকোটার কাজও অনবদ্য। ১৬৯৪ সালে এটি তৈরি করেন মল্লরাজ দুর্জন সিংহ।

রাধালাল জিউ মন্দির— ১৬৫৮ সালে তৈরি মাকরানা পাথরের মন্দির।

রাধাশ্যাম মন্দির— ১৭৫৮ সালে চৈতন্য সিংহের তৈরি।

জোড়বাংলা— ১৬৫৫-তে তৈরি। টেরাকোটার অপূর্ব কাজ আছে।

শ্যামরায় মন্দিরটি ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ তৈরি করেন। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ফুটেছে টেরাকোটার কাজে মন্দির দেওয়ালে।

গোকুলনগর— বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে পুরনো পঞ্চরত্ন গোকুলচাঁদের মন্দির বিষুপুুরের কাছাকাছি গোকুলনগরে। মন্দিরের কাছেই আছে বিশাল পাথরের

তৈরি বরাহমূর্তি, যার অংশবিশেষ মাটিতে পোঁতা। জৈনমূর্তি আছে, আছে অতিকায় দুই শিবলিঙ্গ ভুবনেশ্বর এবং গন্ধেশ্বর।

ছাতনায় বাণুলিদেবীর মন্দির— বড় চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছাতনা। বাণুলিদেবীর মন্দিরটি বড় চণ্ডীদাস পূজিত। মন্দির সংলগ্ন পুকুর ঘিরে এক আশ্চর্য জনশ্রুতি আছে।

মুকুটমণিপুর— কংসাবতী-কুমারী নদী সঙ্গমে কংসাবতী বাঁধের লাগোয়া সুন্দর নিসর্গ শোভার মাঝে মুকুটমণিপুর। চারপাশে ছোট পাহাড়ি টিলা, আকাশমণি, শালের জঙ্গল ঘেরা।

অম্বিকা নগর— একসময় জৈন সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। কংসাবতী বাঁধ থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত।

দেউলভিড়িয়া— এ নামে তিনটি গ্রাম আছে বাঁকুড়ার ছাতনা থানাতে। তৃতীয়টি পুরাকীর্তির দিক থেকে অধিক খ্যাত। বাঁকুড়া জেলার অন্যতম সেরা পুরাকীর্তি ল্যাটেরাইট পাথরের রেখ-দেউলটি এই তৃতীয় দেউলভিড়িয়াতে।

ঝিলিমিলি— কংসাবতীর লাগোয়া নিচু টিলায় ঝিলিমিলি অরণ্যের নিসর্গ দৃশ্যও মনোরম।

রাইপুর— তালডাংরা, সিমলাপাল হয়ে কংসাবতীর তীরে রাইপুর। শিখরগড় নামে বহু প্রাচীন দুর্গ, প্রাসাদ ও মন্দিরের ধ্বংসস্তুপ আছে।

পারেশনাথ— বাঁকুড়া-পুরুলিয়া সীমান্তবর্তী পারেশনাথ প্রাচীন জৈন ধর্মকেন্দ্র। জৈন ও হিন্দু ধর্মের প্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

পাটনা যখন পাটলিপুত্র সেই সময় পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্ত বা দামলিপ্তি (তমলুক) বন্দরে পৌঁছতে বাণিজ্যপোতগুলো নদীপথে পেরিয়ে যেত রাজগীর, ঝরিয়া, তৈলকুম্পী (অধুনা পুরুলিয়ার তেলকুপি), রঘুনাথপুর, ছাতনা, বিষুপুুর। প্রাচীন গ্রন্থে এ-সব বর্ষিষ্ণু জনপদের উল্লেখ দেখি। তৈলকুম্পী বা তেলকুপি ছিল সুদীর্ঘ নদীপথ যাত্রার মাঝে বণিকদের বিশ্রামস্থল। তৈলকুম্পী বন্দরে এসেছিলেন পার্শ্বনাথ, ঋষভনাথ। সে অনেকদিন আগের কথা। পুরুলিয়া জেলার সবচেয়ে প্রাচীন পঞ্চকোট অঞ্চলকে নিয়েও অনেক কিংবদন্তী। একটি কাহিনী হল অবন্তীরাজ (বর্তমান উজ্জয়িনী) - তাঁর সন্তানসন্তবা ক্রীকে নিয়ে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র দর্শন করতে যাওয়ার পথে পুরুলিয়ার ঝালদার কাছে শিবিরে বিশ্রাম করছিলেন। এখানে যে পুত্রের জন্ম দেন রানী তাকে ত্যাগ



করে যান রাজদম্পতি। সেই শিশু অন্যের দ্বারা পালিত হয়ে দামোদর নামে পরিচিত হন এবং প্রতিষ্ঠা করেন পঞ্চকোট রাজ্যের।

আর এক কাহিনীতে শুনি অরুণবন নামে সেকালে পরিচিত ছিল পঞ্চকোট। বাবা-মায়ের সঙ্গে অরুণবনের মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় অলক্ষ্যে শিশু অনন্তলাল হাতির পিঠ থেকে পড়ে যায়। শিশুটি বড় হয় কুমি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে। পরে কুমিরা অনন্তলালকে শিখরভূমির রাজা করে। লোকশ্রুতি অনুযায়ী এই অনন্তলালেরই তৈরি পঞ্চকোট দুর্গ।

৬,২৫৯ বর্গ কিমি আয়তনের পাহাড়, জঙ্গল, নদীময় পূর্ণলিয়ার নদ-নদীর সংখ্যা নেহাত কম নয়।

সুবর্ণরেখা বিহারের পালামৌ থেকে এসে পূর্ণলিয়ার পশ্চিমভাগ কিছুটা ছুঁয়ে তোরং, সুইসা হয়ে আবার বিহারে ঢুকেছে।

কংসাবতীর এ জেলায় স্থানীয় নাম কাঁসাই গারু। অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন কাবর বনপাহাড় থেকে নেমেছে কাংসাই নালা। পথচলতি সাহারসোর নালায় সঙ্গে

মিলে কংসাবতী নদী। কাঁসাই বাঁকুড়া জেলায় গিয়ে মিশেছে কুমারী নদীর সঙ্গে।

কুমারী নদী নামেই অযোধ্যা পাহাড়ের পূর্ব ঢাল বেয়ে। বরাহভূম, মানবাজার হয়ে বাঁকুড়ায় ঢুকে কংসাবতীর সঙ্গে মিলেছে।

শিলাবতীর উৎস পুখা শহরের নিকটস্থ উচ্চভূমি। বাঁকুড়ায় চলে গেছে।

ধলকিশোর (দ্বারকেশ্বর নদ) আদ্রা-হুড়ার মাঝে কাশীপুর শহরের এক ঝিল থেকে ধলকিশোরের উৎপত্তি।

গন্ধেশ্বরী— পূর্ণলিয়া-বাঁকুড়ার সীমানায় জন্ম। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের দিকে চলে গেছে।

দামোদর— এ জেলায় প্রবাহপথ সামান্য। পাঞ্চত জলাধার ছেড়ে মধুকুন্ডার কাছে পূর্ণলিয়া থেকে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে।

এই প্রধান নদ-নদীগুলো ছাড়াও অযোধ্যা পাহাড় থেকে পূর্ণলিয়ায় অসংখ্য ছোট নদী ও নালা নেমেছে। এদের মধ্যে আছে শঙ্খ নদী, সাপুলি নালা, সালদা নালা, রূপাই, কুলুবেড়া, কারু, শোভা, বান্দু বা বান্দু নালা, গোবাই, গৌরা, কালজাই, কাদরগহরা, টুর্গা, কিস্তিবাজার, সিন্দ্রী।

এক নজরে পূর্ণলিয়া

অযোধ্যা পাহাড়— বৈশাখী পূর্ণিমায় দিশুম সেদ্রা বা শিকার উৎসব হয়। সীতাচাটানে মেলা বসে।

বাঘমুন্ডি/চড়িদা, ঝালদা, আড়সা— ছৌ-নাচের মুখোশ তৈরি হয় এ-সব গ্রামে। চড়িদা পদ্মভূষণ প্রাপ্ত সদ্যপ্রয়াত ছৌ-শিল্পী গম্ভীরা সিং মুড়ার বাসস্থান। এই গ্রামগুলি থেকেই ঝুমুর, নাচনির মতো ঐশ্বর্যময় লোকসংস্কৃতির জন্ম।

সুইসা-দেউলি— বাঘমুণ্ডি থেকে ঝালদার

—ঃ নতুন স্পটঃ—

কার্শিয়াং এর পাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে স্বপ্নের বাংলো বাড়ি 'হোয়াইট অর্কিড'

দীঘা গেছেন বহুবার এবার চলুন অচেনা 'মন্দারমনি'

সমুদ্র, জঙ্গল, লেক, পাখীরাজ্যে ঘেরা 'জুনপুট রিসর্ট'

লাচুং, লাচেন, ইউমাসামজং, চোপ্তা, কাটাও, থাংছু, ওরুদোহার, ইয়াকসাম

ইউমথ্যাং ভ্যালি

সিকিম Tourism আয়োজিত মাত্র 1000 টাকায়

কালিম্পং-এর নিকট পেডং বনবাংলো

—ঃ ডুমার্সের অপরিচিত স্থানঃ—

সুভালেখোলা, লাটপাখার, বঙ্গা কোর্টের ভূত বাংলো, রূপমভ্যালি, সামসিং, বিন্দু, ঝালং।

—ঃ আসাম ও অরুণাচলঃ—

তাওয়াং, বমডিলা, কাজিরাদা, চিপি, দিরাং, সোলাপাস, মিআ, চেরাপুঞ্জী।

গাড়োয়ালঃ— হরিবার, হাধিকেশ, মুসৌরি, ল্যান্ডাউন, কেদার, বদ্রী, উত্তরকাশি, পাউরি, থিরসু, যোশিমঠ।

কুমায়ুনঃ— নৈনিতাল, রাণীক্ষেত, কৌশানি, আলমোড়া, চকৌরি, মুন্সিয়ারী, বিনসর, পিথোরাগড়, পাতাল ভৈরবী।

কিন্নর কৈলাসঃ— কল্লা, ঝাজা, টাবো, সাহারাগ, রামপুর, সাংলা, খাজিয়ার, ছাংবা।

মধ্যপ্রদেশে কলকাতার একমাত্র বুকিং অফিস উজ্জয়িনী, পাঁচমাড়ি, খাজুরাহো, ভোনা, গোয়ালিয়র, সাতনা, অমরকন্টক, সাঁচী।

—ঃ পুরী সমুদ্রতীরেঃ—

Hotel Sagar Kanya * Amber

—ঃ দীঘা সমুদ্রতীরেঃ—

Hotel Sea Wind * Pratibha

এছাড়া ভাইজাগ, আরাকু, জগদলপুর, হায়দ্রাবাদ, সমস্ত রাজস্থান, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচল ও মহারাষ্ট্রে হোটেল বুকিং। নেপাল-ডুটান-আন্দামানেও।

প্যাকেজ ট্যার

নেপাল - 25/5, ভাইজাগ - 14/8, 19/10, হিমাচল - 11/6, 21/5, 19/10, সিকিম - 4/6, 10/11, রাজস্থান - 27/10, বোম্বে গোয়া - 24/10, জম্মু কাশ্মীর - 17/6, কুমায়ুন - 17/5,

সুন্দরবনে 3 Star রিসর্ট

ও শ্রীনগরে হাউসবোট

THE INDIAN HOLIDAYS

309, B. B. Ganguly Street.

Inside Optics Mfg. House

(1st Floor) Calcutta - 12.

(লালাবাজার / বেক্টিক St Crossing এ)

PH-2234-9454/2463-8015/98310-19905

পাকবিড়রা ছবি: অমিতাভ সেনগুপ্ত



পথে দেখার মতো সুইসা এবং দেউলির মন্দিরগুলি।

তুলিন— বাংলা-ঝাড়খণ্ডের সীমানায় তুলিন। মাঝে সুবর্ণরেখা। নিসর্গ সুন্দর।

মরগুমা— মরগুমা জলাধার রয়েছে। বিরাট হ্রদ, পাহাড়, জঙ্গল মিলিয়ে সুন্দর জায়গা।

পাকবিড়রা— পুইধা ব্রকের পাকবিড়রার খ্যাতি জৈন মন্দিরের জন্য। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে তৈরি হয়েছিল মন্দিরগুলি। কাঁসাই নদীর অববাহিকার এই অঞ্চলে তুইসামার ভগ্ন স্থাপত্যকীর্তি থেকে জৈন ও বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বুধপুর— পাকবিড়রা থেকে মানবাজারের পথে পড়বে বুধপুর। মাকরানা পাথরের তৈরি বুদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির আছে এখানে। বিষ্ণু ও গণেশ মূর্তিও আছে। নাম থেকে মনে হয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকে বৌদ্ধ চৈতন্য ছিল।

দুয়ারসিনি— দলমা পাহাড়ের কোলে দুয়ারসিনি। বান্দোয়ান থেকে ১৫ কিমি দূর। প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। বনের মাঝ দিয়ে চলে গেছে ছোট নদী গুরুম।

দোলডাঙা— কংসাবতী-কুমারীর সঙ্গে ছোট ছোট টিলা, জঙ্গলঘেরা নদীচর, দু'নদীর দু'রঙ আর শালজঙ্গল মিলেমিশে অদ্ভুত সুন্দর দোলাডাঙা। একটা মৃগদাব আছে। আছে পিকনিক স্পট, যদিও রাত্রিবাসের জায়গা নেই।

গড় পঞ্চকোট— দামোদর সংলগ্ন পঞ্চকোট পাহাড়। কথিত ৮১ খ্রিস্টাব্দে দামোদর শেখর প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চকোট বা পাঁচটে রাজ্য। অন্য জনশ্রুতিগুলিও এ পর্যায়ে প্রথমেই আলোচিত হয়েছে। পঞ্চকোট পাহাড়ের ওপর রাজপ্রাসাদ, দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। পাহাড়ের সানুদেশে রয়েছে মন্দির, তোরণের ধ্বংসাবশেষ।

দেউলঘাটা— আরটা ব্রকের বরাম মৌজার দেউলঘাটা কংসাবতী তীরের গ্রাম। পনেরোটির বেশি মন্দির ছিল এখানে। এখন ভগ্নস্তুপ। এখানে পাওয়া গেছে শিবলিঙ্গ, অষ্টভুজা দুর্গা মূর্তি। দেউলঘাটায় পাওয়া শিলালিপি থেকে জানা যায় পরাক্রমশালী রাজা রুদ্রের পুত্র দ্বাদশ শতকে তৈরি করেন এই সব মন্দির।

সাহেববাঁধ— জেলা শহর পুরুলিয়ার কেন্দ্রস্থলে এই আকর্ষণীয় জলাভূমিতে শীতে পরিযায়ী পাখিদের ভিড়। জেলা শহরেই আছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বসতবাটি।

ভারত সেবাশ্রম সম্বন্ধে কেন্দ্রসমূহ

এই সংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দ্রগুলির তালিকা জানানো হল। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন: ভারত সেবাশ্রম সম্বন্ধে, ২১১, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ (বালিগঞ্জ), কলকাতা- ৭০০ ০১৯, ফোন (০৩৩) ২৪৪০-৫১৭৮/ ২৪৪০-২৩২৭/ ২৪৪০-২৩২৬

নিয়মকানুন
সাধারণত তিন দিন থাকতে দেওয়া হয় □ কোনও পর্ব, মেলা বা বিশেষ তিথির সময় অন্তত ১৫ দিন আগে রিপ্লাই কার্ডে চিঠি দিলে ঘরের ব্যবস্থা করা হয় □ তালিচাচি, হালকা বিছানা ও মশারি সঙ্গে নেওয়া ভাল □ কোনও কোনও কেন্দ্রে দুপুরের/রাতের প্রসাদ পাওয়া যায় □ আশ্রমের শৃঙ্খলা ও পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে □ তীর্থযাত্রার অধ্যক্ষের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা কাম্য □ # চিহ্নিত স্থানগুলিতে যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক থাকার ব্যবস্থা আছে।

চিঠি লিখতে চাইলে প্রতি কেন্দ্রের আগে ভারত সেবাশ্রম সম্বন্ধে লিখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় সম্বন্ধে কেন্দ্র রয়েছে। যাত্রীদের জন্য সব জায়গাতে থাকার ব্যবস্থা না থাকলেও প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ থাকার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে সম্বন্ধে ওপরের ঠিকানা কথা বলে নেওয়া ভাল। নিচে জেলা অনুযায়ী সম্বন্ধে কেন্দ্রসমূহের নাম দেওয়া হল।

□ **দার্জিলিং** - শিলিগুড়ি: সুভাষপল্লী, জেলা দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪ ৪০১, ফোন (০৩৫৩) ২৪-২২২৩২

□ **উত্তর দিনাজপুর** - রায়গঞ্জ: জেলা উত্তর দিনাজপুর, ফোন (০৩৫২) ২৩৫-২৭৭৫

□ **দক্ষিণ দিনাজপুর** - তিওর: জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর, ফোন (০৩৫২২) ২৫-২৪৩৩

□ **মালদা** - মালদা: সাহাপুর, ফোন (০৩৫১২) ২৬-০৪৫৯

□ **মুর্শিদাবাদ** - ঔরঙ্গাবাদ: জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন (০৩৪৮৫) ২৬-২৪৪২

□ **নদীয়া** - নবদ্বীপ: নেতাজি সুভাষ রোড, জেলা নদীয়া, পিন- ৭৪১ ৩০২, ফোন (০৩৪৭২) ২৪-০২২৭#

□ **বর্ধমান** - দুর্গাপুর: জেলা বর্ধমান, ফোন (০৩৪৩) ২৫৬-২১২১, বর্ধমান: ছোট নীলপুর, ফোন (০৩৪২) ২৬৪-৬২৮৯

□ **বীরভূম** - সিউড়ি: জেলা বীরভূম, ফোন (০৩৪৬২) ২২৫-৫৪৮১, তারাপীঠ: জেলা বীরভূম, ফোন (০৩৪৬১) ২২৫-৩২২৭#

□ **পুরুলিয়া** - পুরুলিয়া: ফোন (০৩২৫২) ২২২-২০৫৬

□ **বাকুড়া** - বাকুড়া: প্রণবানন্দ পল্লী, পিন- ৭২২ ১০১, ফোন (০৩২৪২) ২২৫-০৭৪৪, বাকুড়া: রানীবাঁধ, ফোন (০৩২৪৩) ২২৫-০২৩২

□ **মেদিনীপুর** - হোদেখালি: জেলা মেদিনীপুর, ফোন (০৩২২৪) ২২৩-১২১৯, ডোকরা: ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, জেলা মেদিনীপুর, মহিষাদল: ফোন (০৩২২৪) ২২৪-০৩৬১, পুকুরিয়া: ফোন (০৩২২১) ২২৫-৭৩৪১, কোলোনেলগোলা: জেলা মেদিনীপুর, ফোন (০৩২২২) ২২৬-৩৩৬৪

□ **দক্ষিণ ২৪ পরগনা** - ডায়মন্ডহারবার: জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩ ৩১, ফোন (০৩১৭৪) ২৫৫-২৬৯, গঙ্গাসাগর: জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৪ ৬০৬, ফোন (০৩২১০) ২৪০-২০৫#

□ **কলকাতা** - গড়িয়া: প্রণবানন্দ রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৮৪, ফোন (০৩৩) ২৪৩০-৩৫৮০

রেলের বিরামকক্ষ

এবারের গন্তব্যের জন্য প্রয়োজন হতে পারে এমন কিছু বিরামকক্ষের হৃদয়।

□ কোথায় খোঁজ: অনুসন্ধান কেন্দ্রের কাছাকাছি কোনও নোটিস বোর্ডে বিরামকক্ষের সাম্প্রতিকতম তথ্য থাকার কথা। সেখানে না পেলে স্টেশন অধিকর্তা বা চিফ বুকিং সুপারভাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

□ **নিয়মকানুন**: রেলের বৈধ টিকিট থাকতেই হবে • ডমিটরিতে সাধারণত মহিলাদের থাকতে দেওয়া হয় না

• প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া নির্ধারিত হলেও কোথাও কোথাও দিনের খণ্ডিতাংশেও (যেমন ১২ ঘণ্টা) বিরামকক্ষ ভাড়া পাওয়া যায় • একই রকম ভাবে কোনও কোনও স্টেশনে ডমিটরি ছাড়াও দুই শয়্যা বা বহু শয়্যা বিশিষ্ট কক্ষগুলিতে এককভাবে থাকা যেতে পারে • দক্ষিণ-পূর্ব রেল-সহ কিছু কিছু আঞ্চলিক রেলে বিরামকক্ষ অগ্রিম সংরক্ষণের সুবিধা আছে। সে-ক্ষেত্রে টিকিট নং/পি. এন. আর. নং, ট্রেন নং, গন্তব্যে পৌঁছবার তারিখ-সহ অগ্রিম টাকা মানি অর্ডার করে সংশ্লিষ্ট স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্ট/মাস্টারকে পাঠাতে হবে।

□ **সঙ্কেত**: শীতাতপনিয়ন্ত্রিত- ক, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণহীন- খ, ডমিটরি- গ, অন্যান্য- ঘ। স্থাননামের পর 'খ(২)-৬-১৫০ টাকা' থাকার অর্থ 'শীতাতপনিয়ন্ত্রণহীন কক্ষ (দ্বিশয়্যা)-৬টি ঘর-কক্ষপ্রতি মূল্য প্রতিদিন ১৫০ টাকা'। তবে ডমিটরির ক্ষেত্রে 'গ-১২-৪০ টাকা' লিখে বোঝানো হয়েছে মোট ১২ শয়্যার ডমিটরি ঘরগুলিতে প্রতিদিন প্রতি শয়্যার মূল্য ৪০ টাকা। অনেক সময় আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই হঠাৎ হঠাৎ বিরামকক্ষের ভাড়ার পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। তাই সাম্প্রতিকতম তথ্য দেওয়া থাকলেও ভাড়া বৃদ্ধিতে বিভ্রান্ত হবেন না।

নিউ জলপাইগুড়ি— ক(২)-২-৪০০ টাকা, খ(২)-৬-১৬০ টাকা, গ(৩)-১-১৮০ টাকা, গ-১২-৫০ টাকা •

শিলিগুড়ি জং— খ(২)-৩-২৪০ টাকা, গ-৪-৫৫ টাকা •

নিউ কোচবিহার— খ(২)-২-১২০ টাকা • নিউ আলিপুরদুয়ার— খ(২)-১-১২০ টাকা •

আলিপুরদুয়ার জংশন— খ(২)-১-১২০ টাকা •

হাওড়া— খ(২)-৮-৩০০ টাকা • শিয়ালদহ— খ(২)-৪-১০০ টাকা, গ-১০-২৮ টাকা • বোলপুর—

ক(২)-১-৪০০ টাকা, খ(২)-১-২০০ টাকা, গ-১০-৫০ টাকা • তারকেশ্বর— গ-৬-২৫ টাকা • পাকুড়—

গ-৬-৫০ টাকা • রামপুরহাট— খ(২)-২-৬০ টাকা, গ-৬-২৫ টাকা • কুমুদগির— গ-৫-১৬ টাকা •

শান্তিপুর— খ(২)-১-৩২ টাকা • বহরমপুর কোর্ট— গ-৪-১৬ টাকা • মুর্শিদাবাদ— খ(২)-২-২০০ টাকা, গ-৪-১৬ টাকা • ডায়মন্ডহারবার—

খ(২)-২-৫২ টাকা • আসানসোল— ক(২)-৩-৩০০ টাকা, খ(২)-৩-১৫০ টাকা, গ-৮-৫০ টাকা •

দুর্গাপুর— ক(২)-২-৩০০ টাকা, খ(২)-৪-১৫০ টাকা • চিত্তরঞ্জন— খ(২)-৪-১০০ টাকা, গ-৬-৩০ টাকা •

সিউড়ি— খ(২)-১-১০০ টাকা • মালদা শহর— ক(২)-১-২০০ টাকা, খ(২)-৪-১০০ টাকা, গ-১২-১৫ টাকা •

নিউ ফরাঙ্গা— খ(২)-২-১০০ টাকা, গ-৬-১৫ টাকা • বর্ধমান— খ(২)-১-১০০ টাকা •

বেলুড়— খ(৪)-১-২০০ টাকা, গ-৬-৫০ টাকা • খড়্গপুর— ক(২)-১-২৬০ টাকা, খ(২)-৬-১৫০ টাকা, গ-(২)-৮-৪০ টাকা (দুটি ঘর) • মেদিনীপুর—

খ(২)-১-১১০ টাকা • আদ্রা— খ(২)-১-১০০ টাকা, গ-৪-২৫ টাকা • বাকুড়া— গ-৪-২৫ টাকা •

বিষ্ণুপুর— গ-২-২৫ টাকা • পুরুলিয়া— খ(২)-২-১০০ টাকা • মুরি— খ(২)-১-১০০ টাকা •

বার্নপুর— গ-২-২৫ টাকা।

মহাশ্বেতা রায়

মহাশ্বেতা রায়